উমরাহ-নির্দেশিকা

العمرة خطوة خطوة

مكتب الدعوة بالمجمعة

অনুবাদে ঃ-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

সূচীপত্র

শুরুর কথা

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

ইসলামের ফজর উজ্জ্বল হতেই মুসলিমদের প্রতি মহান আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েই চলেছে। এই উম্মাহ, মহান আল্লাহ যার প্রশংসা ক'রে বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে।" *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)* আর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ হল, তিনি এই জাতির প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাঁর সন্তুষ্টি এই কথার দলীল যে, তিনি জাতিকে নানা অনুগ্রহ ও করুণা দানে ধন্য করে থাকেন।

মহান আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহের মধ্যে একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি আমাদের জন্য 'উমরাহ' আদায় বিধিবদ্ধ করেছেন। যা যে কোন সময়ে আদায় ক'রে গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া যায়। মহান প্রতিপালকের প্রাচীন গৃহের নিকট 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' (হে আল্লাহ! আমি হাজির) বলে বান্দা উপস্থিত হয়। তার প্রত্যুত্তরে তিনি তাঁর রসূল ﷺ-এর মুখে বলেন, "এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত পাপরাশির কাফ্ফারাহ।" *(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯ নং)*

অবশ্য শর্ত হল, তা তাঁর নিকট গৃহীত হতে হবে। আর প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত হল দু'টি;

১। ঈমান ও ইখলাসের সাথে তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হতে হবে। অর্থাৎ, কোন স্বার্থ ও সুনাম লাভের উদ্দেশ্য হলে হবে না।

২। তা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে। অন্য কারো অথবা নিজস্ব মনগড়া পদ্ধতিতে হলে হবে না।

প্রথম শর্তটি পালন সহজ হলেও দ্বিতীয় শর্তটি পালন করতে শিক্ষার দরকার আছে। এই মহান ইবাদত পালনের পদ্ধতি তথা তার জন্য সফর ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের নানা আদব নিয়ে লিখিত এই পুস্তিকা প্রত্যেক মুসলিমের কাজে দেবে, যিনি উমরাহ আদায় করতে এবং তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য করতে চান।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন সকলকে নেক প্রতিদান দেন। আমীন।

অনুবাদেঃ আব্দুল হামীদ ফাইযী। আল-মাজমাআহ, রঃ সানী ১৪৩০হিঃ

অবতরণিকা

আবূ মুহাম্মাদের পরিবার বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারত ও তার সওয়াব লাভের আগ্রহ প্রকাশ করলে পিতা তাতে সম্মত হলেন। সুতরাং প্রত্যেক বছরের মত এ বছরেও উমরাহ করতে যাওয়ার জন্য রাযী হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় পরিবারের সকল সদস্য প্রয়োজনীয় রসদ-পথ্য গাড়িতে রেখে প্রস্তুতি নিল। সকাল হতেই সকলে মহানন্দে গাড়িতে উঠে বসল। সোনালী রোদের কিরণ গাড়ির ভিতর প্রবেশ ক'রে সকলকে পুলকিত করল।

ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়িতে অতিবাহিত হতে লাগল; কখনো কিছু নিয়ে তর্কে-বিতর্কে, হৈচৈ-এ, কারো বা ঘুমের মধ্যে।

মীকাত নিকটবর্তী হলে একে অপরকে প্রশ্ন করল, 'কেউ তার সঙ্গে উমরাহর পদ্ধতি শিখার জন্য কোন বই বা ক্যাসেট এনেছে কি না?'

কেউ আনেনি। ক্ষণেক চুপ থাকার পর একজন বলল, 'আল-হামদু লিল্লাহ। উমরাহর পদ্ধতি আমাদের অজানা নয়। অনেকবার উমরাহ করেছি। নতুন ক'রে শিখার আর কি আছে?'

মীকাতের স্ট্যাণ্ডে গাড়ি থামল। আব্বা সকলের উদ্দেশ্যে তাকীদের সাথে বললেন, 'মাত্র আধ ঘন্টা সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে প্রত্যেকে যেন গাড়িতে এসে উপস্থিত হয়।'

গোসল ক'রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য সকলেই বাথরুমের দিকে প্রয়োজনীয় কাপড় নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। আধ ঘন্টার ভিতরে ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে সকলে গাড়িতে এসে বসে গেল। ছোট ছেলেদের ইহরামের কাপড় পরে চলতে কষ্ট হচ্ছে বলে দেখা গেল। গাড়ি চলতেই কিছুক্ষণ পরেই আব্বা 'লাব্বাইকা উমরাহ' বললে সকলেই তা মুখে আওড়ে নিল। তারপর সকলে চুপ হয়ে গেল। কেউ কেউ অপ্রাসঙ্গিক

কথাবার্তা বলে মক্কা প্রবেশ করল।

মাসজিদুল হারাম প্রবেশ করতেই তাওয়াফ শুরু করল। তাওয়াফের মাঝে মসজিদের নতুনত্ব ও মাক্বামে ইব্রাহীম ইত্যাদি দেখতে লাগল। তওয়াফ শেষ ক'রে স্বাফা-মারওয়ার সাঈ করতে শুরু করল। তাতে কেউ পাহাড় সম্পর্কে, কেউ নতুন সংযোজন সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সাঈ শেষ করল। কোন পাহাড়ে দাঁড়িয়ে একটু দুআও করল না। সাঈর আসা-যাওয়ার মাঝে তেমন কোন যিক্রও করল না। সবশেষে মারওয়ায় দাঁড়িয়ে একটি ছোট বাচ্চার নিকট থেকে দুই রিয়ালের বিনিময়ে কাঁচি ভাড়া নিয়ে মাথার এখান-ওখান থেকে কিছু চুল কেটে নিল। অতঃপর সকলে ফ্লাটে ফিরে গেল।

ছোট বাচ্চারা আব্বাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,

অনেক উমরাহ আদায়কারী কেন তাদের ডান কাঁধ খুলে রেখেছিল?

তওয়াফে অনেকে ছোট ছোট পা ফেলে দৌড় দিচ্ছিল --এটা কি ঠিক?

সাঈতেও অনেক লোক নির্দিষ্ট জায়গায় দৌড় দিচ্ছিল --তারা কি ঠিক করছিল?

স্বাফা-মারওয়াতে দাঁড়িয়ে অনেকে হাত তুলে কি যেন বলছিল, তারা কি দুআ করছিল?

আমরা যে উমরাহ আদায় করলাম, তা কি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উমরাহর মত হয়েছে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আব্বা ডানে-বামে কেবল মাথা হিলালেন। যাতে প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়ে নিজেদের ভুল ধরা না পড়ে যায়।

আবূ মুহাম্মাদ সপরিবারে উমরাহ শেষ ক'রে এক সপ্তাহ মক্কায় অবস্থান করলেন। তিনি অধিকাংশ সময় মাসজিদুল হারামে কাটাতেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা রাত হলে মার্কেটে ঘোরাঘুরি অতঃপর ফিরে এসে টিভির সামনে বসে আন্তর্জাতিক নানা চ্যানেল বাকী রাত কাটিয়ে প্রায় সারা দিন ঘুমিয়ে কাটাতে লাগল। ভালো ভালো খাদ্য ও পানীয় ক্রয় ক'রে

খেতে থাকল এবং পথে চলমান নানা রঙ ও ঢঙের চলমান পথিক দেখে নানা মন্তব্যের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করল।

প্রিয় পাঠক! আপনি কি মনে করেন, আবূ মুহাম্মাদ যেভাবে উমরাহ সম্পাদন করল সেভাবে অন্য কেউ করে না? নাকি অধিকাংশ লোকেই তাঁর মতই উমরাহ ক'রে থাকে?

তাঁর উমরাহতে কোন্ জিনিসের কমি ছিল?

বাইতুল্লাহ শরীফের যিয়ারত কিভাবে হওয়া উচিত?

আবূ মুহাম্মাদের মত বহু উমরাহ আদায়কারীর অবস্থা দর্শন ক'রে শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আশ্চর্যের কথা যে, কোন মানুষ যদি এমন শহরের দিকে সফর করতে চায়, যার রাস্তা সে চিনে না, সে ততক্ষণ পর্যন্ত সফর শুরু করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার রাস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং তার সহজ রাস্তা খুঁজে বের করেছে। যাতে সে সেখানে আরামসে পৌঁছে যেতে পারে এবং কোন প্রকার পথভ্রষ্ট ও পথহারা না হয়। কিন্তু দ্বীনী বিষয় হলে দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ মানুষ ইবাদত শুরু ক'রে দেয়; অথচ সে তাতে আল্লাহর সীমারেখা (তরীকা ও পদ্ধতি) জানে না। (এবং কাউকে জিজ্ঞাসাও করে না।) এ হল ইবাদতের ব্যাপারে বড় শৈথিল্য।' *(আল-মু'তামির অল-হাজ্জ ফী মীযানিল খাত্বা অস-স্বাওয়াব ৩৪পৃঃ)*

প্রিয় পাঠক! আমরা এই বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় সেই পথের সন্ধান দেব ইন শাআল্লাহ। সেই পদ্ধতি জানাব, যে পদ্ধতিতে প্রিয় নবী ﷺ উমরাহ আদায় করেছেন। সেই সাথে কিছু নির্দেশনা, প্রস্তাবনা ও সুকৌশল উপস্থাপন করব, যাতে আপনি বাইতুল্লাহ শরীফের পার্শ্বে যিয়ারতের দিনগুলিকে ফলপ্রসূ রূপে অতিবাহিত করতে পারেন।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তাদের প্রত্যেককে ইহ-পরকালে কল্যাণের তওফীক দেন, যারা এই পুস্তিকার প্রকাশনায় সহযোগিতা করেছেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাস্থল এবং পূর্বে ও পরে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য।

নেক কাজের তওফীকলাভ একটি নিয়ামত

যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র ঘর দর্শনের সংকল্প করল, সে কাজে নিজ কিছু সময় ও অর্থ ব্যয় করল, পথের নানা কষ্ট, গরমের তাপ ও লোকের ভিড়জনিত কষ্ট স্বীকার করল, তাতে প্রচুর পরিমাণ সওয়াবের আশা পোষণ করল, তাকে প্রভূত কল্যাণ এবং মহান সৎকর্মের তওফীক দান করা হল।

এমন ব্যক্তির উচিত, এই নিয়ামত লাভের তওফীক পেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা, এমন নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করা এবং যথাসাধ্য তার দ্বারা উপকৃত হওয়া।

পক্ষান্তরে এমনও লোক আছে, যে এই পবিত্র স্থানে আসার কথা চিন্তাও করে না, যেহেতু সে এত এত সওয়াবের আশা পোষণ করে না। লোকের ভিড় ও গরমের তাপ সহ্য করার মত সৎ সাহস রাখে না। কিন্তু বিশ্বের অন্য স্থানে শিকার, ভ্রমণ অথবা বাণিজ্য উদ্দেশ্যে যাওয়ার মত হিম্মত তার থাকে; যেহেতু সে সফর তার প্রবৃত্তি ও চাহিদার অনুকূলে।

ভুলে যাবেন না

আল্লাহর পবিত্র ঘর যিয়ারতে মুসলিম যে মহান শিক্ষা লাভ করে, তা হল আল্লাহর তওহীদ। এ কথা জানা জরুরী যে, সকল প্রকার ইবাদতে শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর জন্য 'ইখলাস' (বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতা) থাকা অপরিহার্য। সুতরাং যখনই কোন মুসলিম হজ্জ বা উমরাহ করতে মক্কা শরীফ যায়, তখনই তার কণ্ঠে প্রথম ঘোষণা হয়, 'আল্লাহ একক এবং তাঁর কোন শরীক নেই।' সে বলে,

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা

লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থঃ- আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

এই তালবিয়্যাহ সে উচ্চ রবে পাঠ করতে থাকে। আর তা এ কথার ঘোষণা যে, সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহকে একক মানা জরুরী এবং তাঁর কোন প্রকার শির্ক করা থেকে দূরে থাকা ওয়াজেব। যেমন নিয়ামত দানে মহান আল্লাহ একক; তাঁর কোন শরীক নেই, তেমনি ইবাদতেও তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই।

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না।

আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর ভরসা রাখা যাবে না।

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিপদে আহবান করা যাবে না।

যে কোনও প্রকারের ইবাদত তিনি ছাড়া আর কারো জন্য নিবেদন করা যাবে না।

বান্দা যেমন হজ্জ ও উমরাহ করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য রাখতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক ইবাদত ও আনুগত্যে তিনি ছাড়া আর কারো সন্তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্য রাখতে পারে না। বলাই বাহুল্য যে, কোন প্রকার ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নিবেদন করলে মহান আল্লাহর সাথে শির্ক করা হয়। আর এ শির্ককারী কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং ফরয-নফল কোন ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

সুতরাং শত সাবধান ও সতর্ক হন, যাতে আপনার উমরাহর মাধ্যমে পার্থিব কোন স্বার্থ অথবা অর্থ লাভ উদ্দেশ্য না হয়, তাতে যেন সুনাম নেওয়া, লোক প্রদর্শন করা এবং তা নিয়ে গর্ব করা উদ্দেশ্য না হয়। আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে তা নিয়ে আত্মপ্রশংসা করা উদ্দেশ্য না হয়।

ভেবে দেখুন

উমরাহ আদায়কারী যখন থেকে নিজের সাধারণ পোশাক খুলে ইহরামের সাদা পোশাক পরিধান করে, তখন তার পরকাল স্মরণ হয়; যে কালে মরণের পর তাকে তার সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে কাফনের সাদা কাপড় পরানো হবে। এর পূর্বে যখন স্বদেশ ছেড়ে সফরের আগে সে বাড়ি থেকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে আল্লাহর পবিত্র ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে বিদায় গ্রহণ করে, তখন তার ইহকাল হতে পরকালের প্রতি যাত্রাপথের অন্তিম বিদায় স্মরণ হয়।

তদনুরূপ উমরাহ আদায়কারীর উচিত, মক্কায় প্রচুর মানুষের সমাগম ও তওয়াফ-সাঈর ভিড়ের সময় সেই দিনের জন-সমাবেশ ও ভিড়ের কথা স্মরণ করা, যেদিন সমগ্র মানবকুল মহান প্রতিপালক আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে। যেদিন মহান আল্লাহ পূর্ব ও পরের সকল মানুষকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন।

উমরাহ আদায়কারীর উচিত, মক্কার সেই উত্তপ্ত রৌদ্র দেখে সেই দিনকে স্মরণ করা, যেদিন সূর্য সৃষ্টির মাথার উপরে মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থান করবে।

সফরের সকল প্রকার কষ্ট, অসুবিধা ও ঘাম ইত্যাদির সময়ে সেই ভীষণ দিনকে স্মরণ করা, যেদিন মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে হাঁটু, কোমর বা নাক বরাবর ডুবে থাকবে এবং মাটির নিজে সত্তর হাত পৌঁছে যাবে!

নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করুন

আল্লাহর পবিত্র ঘরের সাথে মুসলিমের সম্পর্ক প্রতিদিনের। যেহেতু প্রত্যহ দিবারাত্রে সে ফরয-নফল প্রত্যেক নামাযে তাকে 'ক্বিবলাহ'

বানিয়ে থাকে। যেমন দুআর সময়েও তাকে সামনে ক'রেই দুআ করে। এই প্রাত্যহিক সুদৃঢ় সম্পর্কই মুসলিমের হৃদয়ের সাথে আল্লাহর পবিত্র ঘরকে জুড়ে রেখেছে এবং সেই নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কই মুসলিমকে অধীর আগ্রহে সেই প্রাচীন ঘরের যিয়ারতে অনুপ্রাণিত করে। আর তারই ফলশ্রুতিতে সে সেই ঘর যিয়ারত ক'রে দর্শন-সুখ লাভ করতে চায় এবং এই মহান ইবাদত 'উমরাহ' আদায় ক'রে আসে।

সুতরাং হে ভাই উমরাহ আদায়কারী! আপনার উচিত, এমন বড় নিয়ামতের কদর ক'রে মহান আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা করা। যেহেতু তিনিই আপনাকে এই ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে আসার এবং তাঁর প্রাচীন গৃহ ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য সকল দেশের মুসলিমদের 'ক্বিবলাহ' দর্শনলাভে ধন্য হওয়ার তওফীক দান করেছেন।

সেই সাথে উচিত হল, আপনি সচেষ্ট হবেন, যাতে সঠিক ও পরিপূর্ণরূপে, কোন প্রকারের ত্রুটি ও কমি না ঘটিয়ে এবং কোন প্রকারের বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন না ক'রে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-এর তরীকার অনুসরণ ক'রে আপনার উমরাহ আদায় হয়। যাতে আপনি এই বর্কতময় সফর শেষে নতুন জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারেন, যে জীবন হবে ঈমানপূর্ণ সৎশীল এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে ভরা।

শুরু থেকেই সওয়াবের আশা রাখুন

যখন থেকে আপনি উমরাহ করার সংকল্প করবেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, তখন থেকেই আপনার ইবাদত গণ্য হবে, যার আপনি সওয়াব পাবেন।

পক্ষান্তরে কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর পবিত্র ঘর যিয়ারতে যায় অথচ এ ধারণা রাখে না যে, তাদের এ সফর ইবাদতরূপে গণ্য। তারা

তাদের এ সফর ও তার খরচে এবং তাতে পাওয়া যাবতীয় কষ্টে সওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

আল্লাহর পবিত্র ঘর পৌঁছে উমরাহ আদায় করলে কেবল উমরারই সওয়াব পাবেন, তা নয়। বরং (উমরার নিয়তে) আপনার ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকেই আপনার নেকীর খাতায় নেকী লেখা হবে। সুতরাং এ কথা স্মরণে রাখুন।

এখন থেকেই সংকল্পবদ্ধ হন

এখন থেকেই সংকল্পবদ্ধ হন যে, আপনি আপনার জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপ হতে সংযত রাখবেন।

এই সফরে আপনার প্রতিশ্রুতি-বাণী হোক,

যাব ও ফিরব এবং ভাল ছাড়া মন্দ কথা বলব না।

আমার এ সফর হবে ঐকান্তিক সফর। এতে আমি সাধ্যমত আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করব। কুরআন তেলাঅত, যিক্র, ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও দান-খয়রাত করব। ফিরে এসে আমার জীবন খাতার নতুন পাতা শুরু করব, যা কল্যাণ, সচ্চরিত্রতা ও ইহ-পরকালের সাফল্যদায়ক কর্ম ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ করব না।

স্মরণ করুন

মনে রাখুন যে, আল্লাহর পবিত্র ঘরের দিকে সফরে অনেক কষ্ট পেতে পারেন। রাস্তার যাতায়াত-কষ্ট, উত্তপ্ত আবহাওয়ার গরম-কষ্ট, হারাম শরীফ ও তার আশেপাশে বহু মানুষের ভিড়জনিত কষ্ট ইত্যাদি পেতে পারেন। যদিও পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক কষ্ট কম হবে, তবুও অনেক অসুবিধা ও কষ্ট আছে। সুতরাং এখন থেকেই সেই কষ্ট বরণ করার জন্য আপনার মনকে প্রস্তুত রাখুন। আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহর পথের

কোন পথিকের জন্য এ সঙ্গত নয় যে, তার তরফ হতে রাগ, অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির মত কোন অশোভনীয় আচরণ প্রকাশ পাক।

অতএব আপনি ধীরশান্ত ও উদার মন নিয়ে সফরে বের হন। আপনার বিরুদ্ধে কোন রাগের কথা শুনলে অথবা রাগের আচরণ দেখলে রাগ দমন করুন। অপরের সাথে বিনম্র ব্যবহার করুন। কারো সাহায্যের দরকার হলে, তাকে সাহায্য করুন। দুর্বল, বৃদ্ধ ও অক্ষম মানুষের সহযোগিতা করুন।

আর সাবধান! ভিড়ে প্রবেশ করবেন না। ভিড় ঠেলে আগে যাওয়ার জন্য ধাক্কাধাক্কি করবেন না। বিশেষ ক'রে তওয়াফ, হাজারে আসওয়াদ চুম্বন, রুক্নে য়্যামানী স্পর্শ ও সাঈ করার সময় ঠেলাঠেলি করা হতে দূরে থাকবেন। কারণ, তাতে (সওয়াব করতে গিয়ে) পাপ হবে এবং উমরার সওয়াব কম হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহর এই বাণী সর্বদা স্মরণে রাখবেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿الزُّمر:١٠﴾

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। *(সূরা যুমার ১০ আয়াত)*

নিশ্চয় এ বড় সৌভাগ্য

সেই সময়টি কত সুন্দর এবং সে মুহূর্তটি কত সুখময়, যখন উমরাহ আদায়কারী নিজের পরিবার ও দেশ ছেড়ে আল্লাহর পবিত্র ঘরের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। তার জন্য অর্থ ব্যয় করে, কত কষ্ট ও বিপদাপদকে খুশীর সাথে বরণ করে। আর সেই পবিত্র ঘর দর্শন করার জন্য তার মনে-প্রাণে বড় আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করে।

কত মহান সে গৃহ! কত পবিত্র ও সম্মানীয় সে ঘর! যাকে দেখার জন্য সৎশীল মন উদ্গ্রীব থাকে, ঈমানে পরিপূর্ণ হৃদয় অনুপ্রাণিত থাকে, মহান আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে মন ব্যগ্র থাকে।

কত সুন্দর সেই মুহূর্তগুলি, যেগুলি মুসলিম আল্লাহর পবিত্র ঘরের আশেপাশে অতিবাহিত করে। মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে অথবা হারামের অন্য স্থানে বসে সেই কা'বাগৃহ দর্শন ক'রে চক্ষু শীতল করে। আর সেই সাথে জীবন্ত করে সৌরভময় স্মৃতি ও প্রাণবন্ত করে সৌন্দর্যময় আবেগমাখা কল্পনা।

চিন্তা ক'রে দেখুন

পবিত্র কা'বাগৃহের যিয়ারতকারীদেরকে নিয়ে যে একটু ভেবে দেখবে, সে দেখবে যে, সকলেই এক ধরনের পোশাক ইহরামের সাদা চাদর পরে আছে। তাতে কোন প্রকার অতিরঞ্জন নেই, পারস্পরিক গর্ব নেই। কারোর উপরে কারো কোন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য নেই। বুঝতে পারবে, এতে রয়েছে বিস্ময়কর সাম্য ও ঐক্য।

ভেবে দেখুন, তাদের মাঝে কি কোন পার্থক্য আছে? ধনী-গরীব, উচ্চ-নীচ কোন ভেদাভেদ নেই। এ দৃশ্যে সকলেই এক সমান। ইহরাম ছাড়া অন্য কোন সমাবেশ অথবা পরিবেশ নানা দেশ, জাতি, বর্ণ ও ভাষার মানুষদের মধ্যে এমন অপূর্ব সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

সুবহানাল্লাহ! সত্যিই এ পোশাকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রকাশ পায়। মানুষ এতে নিয়মানুবর্তিতা ও বিলাসপরায়ণতা বর্জনে ধৈর্যশীলতার অনুশীলন পায়।

নানা সুযোগপূর্ণ মক্কার সফর

মক্কা সফরে বিভিন্ন সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে মুসলিমের, যা কোনক্রমেই হাতছাড়া করা উচিত নয় ঃ-

১। উমরাহর ফযীলত লাভ।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত পাপরাশির কাফ্ফারাহ। আর গৃহীত হজ্জের বিনিময় জান্নাত বই কিছু নয়।" *(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯ নং)*

২। নামাযের বহুগুণ সওয়াব

মক্কার মাসজিদুল হারামে ১টি নামায পড়লে ১ লক্ষ বার নামায পড়া অপেক্ষা বেশী সওয়াব লাভ হয়।

জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা'বার মসজিদে) একটি নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৩৮৩৮নং)*

৩। এমন এক ইবাদত করার সুযোগ, যা এ স্থান ছাড়া অন্য কোথাও লাভ হতে পারে না। আর তা হল তাওয়াফ।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ ক'রে দুই রাকআত নামায পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৩৯৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫নং)*

উক্ত ইবনে উমার ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত চক্র তওয়াফ করার সওয়াব একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২নং)*

৪। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "হাজারে আসওয়াদ ও

মাক্বামে ইব্রাহীম[1] জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দু'য়ের নূর (প্রভা)কে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয় মণির প্রভাকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন, তাহলে উদয় ও অস্তাচল (দিগ্দিগন্ত)কে উভয়ে জ্যোতির্ময় করে রাখত।" *(সহীহ তিরমিযী ৬৯৬নং, সহীহুল জামে ১৬৩৩নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই এই পাথর (হাজারে আসওয়াদ) কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে; এর হবে দুটি চক্ষু, যার দ্বারা সে দর্শন করবে। এর হবে জিহ্বা, যার দ্বারা সে কথা বলবে; সেদিন সেই ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দান করবে যে ব্যক্তি যথার্থরূপে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে খুযাইমাহ ২৩৮২নং)*

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হাজারে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তা দুধের চেয়েও সাদা ছিল। পরবর্তীতে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো ক'রে দিয়েছে।" *(তিরমিযী ৮৭৭নং)*

(প্রকাশ থাকে যে, হাজারে আসওয়াদ চুম্বন ও রুক্নে য়্যামানী স্পর্শ তওয়াফ ছাড়া পৃথকভাবে সুন্নত নয়। দেখুন ঃ ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, ইবনে উসাইমীন ৬/২৯)

৫। দুআ কবুল হওয়ার সুযোগ

কয়েকটি কারণে উমরাহ সফরে দুআ কবুল হওয়ার সুযোগ আছে।

---

[1] *'মাক্বামে ইব্রাহীম' সেই পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম ﷺ কা'বার দেওয়াল গেঁথেছিলেন এবং যার উপর তাঁর পায়ের নকশা আছে। যা বর্তমানে একটি কাঁচের গোলাকার খাঁচায় কা'বাগৃহের দরজা থেকে একটু দূরে সংরক্ষিত আছে।*

❁ প্রথম কারণঃ উমরাহ আদায়।

ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাযী, হাজী ও উমরাহ আদায়কারী আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা দুআ করলে, তিনি তা কবুল করেন এবং তাঁর কাছে কিছু চাইলে, তিনি তাদেরকে তা দিয়ে থাকেন।" *(ইবনে মাজাহ ২৮৯৩নং)*

❁ দ্বিতীয় কারণঃ সফর।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তিনটি দুআ কবুল হয়ে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং ছেলের জন্য মা-বাপের বদ্দুআ।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২নং)*

❁ তৃতীয় কারণঃ স্থানের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ।

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বর্কতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী। *(সূরা আলে ইমরান ৯৬ আয়াত)*

৬। ইবাদতে মনোযোগ লাভ

হারাম শরীফের ভিতরে বসলে মনে কেমন যেন আবেগ সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতে মন বসে। তাছাড়া উমরাহ আদায়কারী সেখানে গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সময়ও পায়, যেহেতু সাধারণতঃ সেখানে তার অন্য কাজ থাকে না, চাকুরি, ব্যবসা বা সামাজিক কোন কাজ থাকে না।

সুতরাং সেখানে যে ব্যক্তি সকল সময়কে ইবাদতে লাগাতে তওফীক লাভ করল, সেই আসলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করল এবং সফরের যথার্থ হক আদায় করল।

৭। জানাযার নামায পড়া

হারামে জানাযার নামায পড়ার সুযোগ লাভ হয় অনেক। প্রায় প্রতি অক্তে জানাযা থাকে এবং ফরয নামাযের পর তা পড়া হয়ে থাকে। আর তাতে সওয়াব আছে প্রচুর।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে এক 'ক্বীরাত্ব' নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে দুই 'ক্বীরাত্ব' নেকী। জিজ্ঞাসা করা হল, 'দুই ক্বীরাত্ব কি? তিনি বললেন, "দুই সুবৃহৎ পর্বত সমতুল্য।" *(বুখারী ১৩২৫নং, মুসলিম ৯৪৫নং)*

ইবনে উমার ﷺ জানাযা পড়ে ফিরে যেতেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট আবূ হুরাইরার এ হাদীস পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'বহু ক্বীরাত আমরা নষ্ট ক'রে ফেলেছি।' *(মুসলিম ৯৪৫নং)*

৮। যমযমের পানি পান করা

যমযমের পানিতে বর্কত আছে। মক্কায় থাকা অবস্থায় সর্বদা এই পানি পান করার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, "যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৮৮৪ নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

৯। রুযীতে বর্কত লাভ

উমরাহ করলে রুযীতে বর্কত হয়।

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও উমরাহ উভয়েই দারিদ্র্য ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে যেরূপ (কামারের)

হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে ফেলে।” *(সহীহ নাসাঈ ২৪৬৭ নং)*

মহান আল্লাহর এটি বড় নিয়ামত যে, মুসলিম হজ্জ-উমরাহ করলে তিনি তার সমূহ গোনাহ মাফ ক'রে দেন। উপরন্তু তিনি তার রুযীতে বর্কত দেন এবং অভাব ও দরিদ্রতা দূর ক'রে দেন। যেমন সাদকাহ করলে মুসলিমের মাল বৃদ্ধি হয়, তেমনি অন্যান্য পুণ্যকর্ম রুযীতে বর্কত আনয়ন করে এবং বিপদগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত মুসলিমকে দুর্ঘটনা, বিপদাপদ ও রোগবালাই থেকে দূরে রাখে।

১০। পৃথিবীর বহু মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় লাভ

মক্কায় বহু দেশ হতে আগত বহু মুসলিমের সমাগম ঘটে। তাদের কাছে বসে পরিচয়ের মাধ্যমে তাদের হাল-অবস্থা জানার সুযোগ লাভ হয়। এতে আপোসের মাঝে আনন্দ লাভ হয়। আর মহানবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল সেই আমল, যা ক'রে একজন মুসলিমকে আনন্দ দেওয়া যায়।” *(সহীহুল জামে' ১৭৬নং)*

১১। পবিত্র ভূমিতে দান-খয়রাত করা

এ ভূমিতে সৎকর্মের পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। সুতরাং কিঞ্চিৎ হলেও দান ক'রে অনেক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। এখানে ধনীদের সমাগম হয় বলেই গরীবরা এসে তাদের অপেক্ষায় থাকে। অবশ্য ভিক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে আপনাকে লোক চিনে সঠিক জায়গায় দান করতে হবে। নচেৎ বহু ব্যবসাদার ও ধোঁকাবাজ ভিখারীও নজরে পড়বে, জেনেশুনে তাদের হাতে দান দিলে তা বৃথা যেতে পারে।

১২। আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে নিজের অবস্থান অনুমান করা

এখানে এসে আপনি দেখবেন যে, আপনি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে কত দুর্বল! আপনার আশেপাশে দেখতে পাবেন, কত লোক

নামায পড়ছে, তেলাঅত করছে, যিক্র করছে, তওয়াফ করছে এবং তাতে তারা কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করছে না।

কত মানুষ সওয়াবের আশায় খাদ্য, পানি ও রিয়াল বিতরণ করছে। কেউ কেউ গরম গরম চা ও খেজুরের সাথে আরবী কফি বিতরণ করছে। কত উচ্চ তাদের মন-মানসিকতা! কত পবিত্র তাদের নেকীর খেয়াল!

মক্কা নগরীর মর্যাদা

মক্কা শহরের মর্যাদা ও পবিত্রতা অতি উচ্চ। এ শহরকে 'হারাম' (নিষিদ্ধ, পবিত্র ও শরীফ) বলা হয়। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা এ শহরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শিকার ইত্যাদি কিয়ামত পর্যন্ত হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং এ শহরে যিয়ারতকারীর যাবতীয় আমল যেন আল্লাহর শরীয়ত ও নির্দেশ মুতাবিক হয়। আমল যেন সঠিক হয়। কারণ, এখানে সওয়াবের পরিমাণ বহুগুণ বেশী। তার উচিত, পরিবার-পরিজনের সকলকে এ পবিত্র শহর সম্বন্ধে সতর্ক ও ওয়াকিফহাল করা। যাতে তারা এমন আচরণ না করে, যা এ নিষিদ্ধ শহরের প্রতিকূল।

মক্কার পবিত্রতা ও নিরাপত্তার বিধানটি বড় ব্যাপক। এখানে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়; কোন মুসলিমকে হত্যা বা সন্ত্রস্ত করা তো নয়ই। বরং এখানকার পশু-পাখি শিকার করাও নিষিদ্ধ। বরং শিকার কার্যে সাহায্য করা এবং হারামের কোন শিকারকে তার স্থান হতে তাড়িত ও চকিত করাও বৈধ নয়।

হারামের (প্রকৃতিগত) গাছ ও ঘাস কাটা বৈধ নয়; বরং কাঁটাগাছ পর্যন্ত তুলে ফেলা নিষিদ্ধ। যেমন প্রচার ও ফিরতের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পরিত্যক্ত মাল কুড়ানো অবৈধ।

সফরের পূর্বে

সফরের পূর্বে প্রস্তুতি স্বরূপ নিম্নোক্ত কাজগুলি করুন ঃ-

১। সকল প্রকার পাপ ও অবাধ্যাচরণ থেকে তওবা করুন। কারো ঋণ আদায় বাকী থাকলে তা আদায় ক'রে দিন। কারো গচ্ছিত আমানত থাকলে তাকে তা ফেরৎ দিন। সক্ষম না হলে উক্ত দুই কাজের জন্য কাউকে অসিয়ত করুন।

২। অসিয়ত লিখুন। যেহেতু সফর সাধারণতঃ বিপৎসঙ্কুল; যাতে বাড়ি ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেই। মুসলিম নিরাপত্তা ও আরামে থাকা অবস্থায় যদি অসিয়ত লিখতে আদিষ্ট হয়, তাহলে বিপদ-আপদে ভরা সফরে যাওয়ার পূর্বে কেন আদিষ্ট হবে না।

সুতরাং অসিয়ত লেখা মুস্তাহাব। কিন্তু যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অথবা যার উপর মানুষের অধিকার আছে তার জন্য তা ওয়াজেব।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য সমীচীন নয় যে, তার অসিয়ত করার কিছু থাকলে তা লিখে মাথার নিকট প্রস্তুত না রেখে সে দু'টি রাত্রিও অতিবাহিত করে।" ইবনে উমার ﷺ বলেন, "আমি যখন থেকে নবী ﷺ-এর নিকট উক্ত কথা শুনেছি, তখন থেকে আমার নিকট অসিয়ত প্রস্তুত না রেখে একটি রাত্রিও যাপন করিনি। *(বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭নং)*

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, যদি তার দায়িত্বে কোন হক বা অধিকার থাকে, তাহলে সে অসিয়ত লিখে রাখবে; চাহে সে নিরাপদে থাক অথবা অনিরাপদে, সুস্থ থাক অথবা অসুস্থ। কেননা, মানুষের অধিকার বিষয়টি ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, "আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল।" এ

শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে হত্যা ক'রে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে দেওয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল ﷺ আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম ১৮৮৫, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

৩। কারো সাথে মনোমালিন্য বা ঝগড়া-বিবাদ থাকলে অথবা কারো প্রতি অন্যায় ও যুলুম ক'রে থাকলে তা মিটিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন।

মহানবী ﷺ বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলুমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার (মযলুম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।" *(বুখারী ৩৫৩৪, তিরমিযী ২৪১৯নং)*

৪। সফরের সঙ্গী হিসাবে একজন ভাল লোক খোঁজ করুন। যে সঙ্গী পরহেযগার, নেক আমল করতে প্রয়াসী, খারাপ কাজ হতে দূরে থাকতে অভ্যাসী। আপনি কিছু ভুলে গেলে যে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে,

ভুল করলে সংশোধন করে দেবে, সৎকর্মে সহযোগিতা করবে এবং হৃদয় সংকীর্ণ হলে কথাবার্তার মাধ্যমে প্রশস্ত ক'রে দেবে।

৫। সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার সফরে বের হন। যেহেতু কা'ব বিন মালেক ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ অধিকাংশ সফরে বৃহস্পতিবার বের হতেন।' *(বুখারী ২৯৪৯, আবূ দাউদ ২৬০৫, নাসাঈ ৮৭৮-৭নং)*

৬। সফরের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। যথাসাধ্য সতর্কতামূলক জরুরী জিনিস-পত্র সঙ্গে নিন। চলার পথে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সফর গাড়িতে হলে তার ইঞ্জিন, টায়ার ইত্যাদি ভালভাবে চেক ক'রে নিন। রোডে নির্দিষ্ট স্পীডে গাড়ি চালান। পরিবেশের খেয়াল রাখুন, যাতে যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলেন। আর মনে রাখুন যে, পথিমধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। আপনি ভুল না করলেও অপরের ভুলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৮। আপনার উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে তাদেরকে যথেষ্ট খরচাদি দিতে ভুলে যাবেন না। যেমন বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে অসিয়ত করতে ভুলে যাবেন না, যাতে সে আপনার অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনে তাদের দেখাশোনা করে। নচেৎ এ কাজ আপনার ঠিক হবে না যে, আপনি ইবাদত করতে যাবেন, আর আপনার ছেলেমেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে অথবা কোন বিপদ বা ফিতনার সম্মুখীন হবে।

৭। সফরে বের হওয়ার পূর্বে আপনার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর নিকট থেকে বিদায় নিন। তাদের নিকট দুআ চান, যেহেতু তাদের দুআতে মঙ্গল আছে। সুতরাং আপনি বলুন,

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

উচ্চারণঃ- আস্তাউদিউকুমুল্লা-হাল্লাযী লা তাযীউ অদা-ইউহ।

অর্থঃ- আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি ,যাঁর আমানত নষ্ট হয়না। *(আহমদ ২/৪০৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/ ১৩৩)*

আর তারা বলুক,

نَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

উচ্চারণঃ- নাস্তাউদিউল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।

অর্থঃ- আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমলের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি। *(আহমাদ ২/৭, সহীহ তিরমিযী ২/ ১৫৫)*

৮। সফরে বের হওয়ার সময় যানবাহনে চড়ে নিম্নের দুআদি পঠনীয়;

চড়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। চড়ে বসে বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ'। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করবে,

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থঃ- পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। *(সূরা যুখরুফ ১৩-১৪)*

অতঃপর 'আলহামদু লিল্লা-হ' ৩ বার। 'আল্লাহু আকবার' ৩ বার পড়ে নিম্নের দুআ বলবে,

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগ্‌ফির লী, ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- তুমি পবিত্র হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না। *(আবূ দাউদ ৩/৩৪, সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৬)*

অতঃপর এই দুআ পড়তে হয়,

اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضى. اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الأَهْلِ، اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্‌তাক্বওয়া অমিনাল আমালি মা তারয্বা। আল্লা-হুম্মা হাউবিন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বি আন্না বু'দাহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাস্‌ স্বা-হিবু ফিস্‌সাফারি অলখালীফাতু ফিলআহল্‌। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'সা-ইস্‌ সাফারি অকাআ-বাতিল মানযারি অসূইল মুনক্বালাবি ফিলমা-লি অলআহল্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সংযম, এবং সেই আমল প্রার্থনা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও। আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মালধন ও পরিবারে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ২/৯৯৮)*

সফরে বের হওয়ার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩২৩নং)*

৯। সুন্নত এই যে, মুসাফির একাধিক হলে তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে। যাতে সফরে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় থাকে।

আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন তিনজন সফরে থাকবে, তখন তারা একজনকে যেন আমীর বানিয়ে নেয়।"

এই হাদীস শুনে নাফে' আবূ সালামাহকে বললেন, 'তাহলে আপনি আমাদের আমীর।' *(আবূ দাঊদ ২৬০৯নং)*

আর বাকী মুসাফিরদের জন্য (বিশেষ ক'রে সফর বিষয়ক বৈধ বিষয়ে) তার আনুগত্য জরুরী।

১০। সফরে মহানবী ﷺ-এর আদর্শ ছিল যে, যখন তিনি কোন উঁচু

জায়গায় উঠতেন, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং নিচু জায়গায় নামতেন, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'আমরা (সফরে) যখন উঁচু জায়গায় উঠতাম, তখন তকবীর পড়তাম এবং ঢালু জায়গায় নামলে তসবীহ পড়তাম।' *(বুখারী ২৯৯৩নং)*

সুতরাং মুসাফিরেরও উচিত, সেই আদর্শের অনুসরণ করা।

১১। কোন জায়গায় নেমে বিশ্রাম নিতে হলে প্রত্যেকের উচিত এই দুআ পড়া,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআটি পড়লে মুসাফির ঐ জায়গা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সাপ-বিছা ইত্যাদি থেকে নিরাপদে থাকবে ইন শাআল্লাহ। *(মুসলিম ২৭০৮নং)*

১২। পথিমধ্যে গাড়িতে যে বাড়তি সময় পাওয়া যায়, তা উপকারী কাজে ব্যয় করা উচিত। সফর যেহেতু ইবাদতের, সেহেতু তার উপযুক্ত কিছুর মাধ্যমে সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার। অতএব কুরআন, ইসলামী বক্তৃতা এবং শিশুদের জন্য ইসলামী গজল ইত্যাদির ক্যাসেট সঙ্গে নিয়ে গাড়ির টেপে চালানো উচিত। যাতে গাড়ির ভিতরকার সেই মজলিস এমন মজলিসে পরিণত হয়, যাকে ফিরিশ্তাবর্গ ঘিরে নেন, আল্লাহর রহমত ছেয়ে নেয় এবং তাতে তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়।

আর কোনক্রমেই গান-বাজনার ক্যাসেট বাজানো বৈধ নয়। তা তো এমনিতেই হারাম। সুতরাং উমরাহ ও ইবাদতের সফরে কি ডবল হারাম নয়?

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু মুসলিম উমরার নামে মক্কা ভ্রমণ করতে যায়

এবং গাড়িতে গান-বাজনার ক্যাসেট শুনে সময় পার করে। অনেক বেনামাযী তো সেই সফরেও নামায পড়ে না। ফাল্লাহুল মুস্তাআন!

১৩। যথাসাধ্য সাথীদের খিদমত করা উচিত। এ হল মুসলিমের সচ্চরিত্রতা ও উদার মনের নিদর্শন। এ হল সলফে সালেহীনগণের চরিত্র। মুজাহিদ বলেন, 'একদা ইবনে উমারের সঙ্গে হজ্জে গেলাম তাঁর খিদমত করার উদ্দেশ্যে; কিন্তু তিনি আমারই খিদমত করতে লাগলেন!' আর কতক সলফ তো হজ্জ সফরের সাথীদের উপর শর্ত লাগাতেন, তাঁকে তাঁদের খিদমতের সুযোগ দিতে হবে।

১৪। অন্যান্য মুসাফিরদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। হক ও সবরের উপদেশ অব্যাহত রাখুন। আর স্মরণে রাখুন যে, বিশেষ ক'রে এই সফরের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হল, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা ও উপেক্ষণ।

১৫। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সেই কর্ম থেকে দূরে রাখুন, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। অতএব গালাগালি করা, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ফালতু কথা বলা, অবৈধ মহিলার দিকে তাকানো ইত্যাদি থেকে সুদূরে থাকুন।

১৬। সঙ্গে মহিলাদের বিশ্রামের জন্য এমন উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করুন, যাতে অতিরঞ্জন ও অবহেলা না থাকে। বলা বাহুল্য, কিছু মানুষ আছে, যারা মহিলাদেরকে পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে রাখার জন্য সঠিক জায়গা খুঁজতে অনেক সময় ব্যয় করে এবং অনেকে তো তাদেরকে গাড়ি থেকে বের হতেই দেয় না। পক্ষান্তরে অনেকে তাদেরকে নিয়ে রাস্তার ধারেই বিশ্রাম নেয়। ফলে তারা যাতায়াতকারী প্রত্যেক মুসাফিরের নজরে পড়ে। অনেক সময় তারা ঘুমের অবস্থায় নিজেদেরকে পর্দায় রাখতেও পারে না। অতএব শরীয়তের নির্দেশ পালন করতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন, সহজ হবে।

১৭। বসার জায়গাতে যেখানে সেখানে আবর্জনাদি ফেলা থেকে দূরে থাকুন। বাথরুমের ভিতরে, রাস্তার মাঝে, ছায়াতে, পানির ধারে পাম্পার্স

ইত্যাদি নোংরা ফেলবেন না। আপনার অজান্তে হয়তো আপনার ছেলে-মেয়েরা এ কাজ করতে পারে। সুতরাং তাদেরকেও সতর্ক ক'রে দিন।

হুযাইফাহ বিন আসীদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মুসলিমদেরকে তাদের রাস্তার ব্যাপারে কষ্ট দেবে, সে ব্যক্তির উপর তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৪৮-নং)*

১৮। পার্শ্ববর্তী মুসাফিরদের প্রতি দয়া-সহানুভূতি প্রকাশ করুন। পারলে কোন খাবার, বই অথবা ক্যাসেট উপঢৌকন দিন। সে ব্যক্তি কতই না মহান, যে কেবল নিজের কথাই ভাবে না, বরং পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর খেয়াল রাখে। তার কোন উপকার করতে না পারলেও, তার কোন অপকার করে না।

১৯। আপনার মুসলিম ভাই-বেরাদারকে আপনার দুআয় শামিল করতে ভুলে যাবেন না। খাসভাবে তাদের জন্য দুআ করবেন, যারা সফরের পূর্বে আপনাকে দুআ করার অসিয়ত করেছে। যেহেতু সফর হল এমন অবস্থা, যাতে দুআ কবুল হয়ে থাকে।

সফরের নানা আহকাম

সফর অবস্থায় মুসাফিরের কিছু বিশেষ আহকাম আছে, যা জানা ও পালন করা জরুরী। সেই শ্রেণীর আহকাম নিম্নরূপ ঃ-

মহানবী ﷺ যখন সফরের জন্য শহর ছেড়ে বের হয়ে যেতেন, তখন থেকে চার রাকআতবিশিষ্ট নামাযকে দু' রাকআত কসর ক'রে পড়তেন। যোহর-আসর ও মাগরিব-এশার মাঝে জমা করতেন। (অর্থাৎ, দুই নামাযকে একটার সময়ে একই সাথে একত্রিত ক'রে পড়তেন।) এ হল মহান আল্লাহর তরফ থেকে এ উম্মতের জন্য ভার লাঘব।

মহানবী ﷺ সফর অবস্থায় যোহরের সময় আসার আগে (সূর্য ঢলার আগে) সফর করার ইচ্ছা করলে যোহর পিছিয়ে দিয়ে আসরের সাথে জমা

ক'রে পড়তেন। আর সূর্য ঢলার পর অর্থাৎ যোহরের সময় আসার পর সফর করার ইচ্ছা করলে যোহর-আসর জমা ক'রে পড়ে সওয়ারী চড়তেন এবং পথ চলতে শুরু করতেন। অনুরূপ সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি থাকলে মাগরিবের নামাযকে পিছিয়ে দিয়ে এশার সাথে জমা ক'রে পড়তেন।

সফরে মহানবী ﷺ কেবল ফরয নামায পড়তেন এবং ফজরের দু' রাকআত সুন্নত ও বিতরের নামায পড়তেন। বাকী অন্যান্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সফর অবস্থায় (অধিকাংশ সময়ে) পড়তেন না। অবশ্য সাধারণ নফল এবং কারণঘটিত নামায (যেমন, চাশ্তের নামায, ইস্তিখারাহ, তাহিয়্যাতুল উযূ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ইত্যাদি নামায মুসাফির পড়তে পারে।

ওযূর পরে পায়ে মোজা পরে থাকলে সফর অবস্থায় তার উপর তিন দিন তিন রাত মাসাহ করতে পারেন। এ ব্যাপারে স্বাফওয়ান বিন আস্‌সাল বলেন, 'আমরা মুসাফির হলে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত মোজা খুলতে নিষেধ করেছেন।' *(তিরমিযী ৯৬নং প্রমুখ)* এ মেয়াদ শুরু হবে প্রথম মাসাহ ক'রে ওযূর পর থেকে।

সফরে পানি না পেলে অথবা তার ব্যবহার ক্ষতিকর হলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে পারেন। সুতরাং পানির খোঁজে নামায দেরী ক'রে পড়া বৈধ নয়। বরং তায়াম্মুম ক'রে যথাসময়ে নামায পড়বেন।

(নিয়ত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের চেটো মাটির উপর মারুন। তারপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করুন। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাত কব্জি পর্যন্ত এবং শেষে ডান হাত দ্বারা বাম হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করুন।

এই তায়াম্মুম দ্বারা ছোট-বড় উভয় নাপাকী দূর হয়ে যাবে।

নামায শুরু করার পূর্বে অপরিচিত জায়গায় ক্বিবলার দিক খোঁজ করুন।

চেনা সম্ভব না হলে নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী যে দিকটা ক্বিবলার দিক বলে মনে হয়, সেই দিকে মুখ ক'রেই নামায পড়ুন। সে দিক ভুল হলেও আপনার নামায হয়ে যাবে।

মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় জুমআহ ও জামাআতের নামায ওয়াজেব নয়। কিন্তু কোন স্থানে মসজিদের পাশে অবস্থান করলে এবং আযান শুনলে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ুন। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায ১২/২৯৬-২৯৭)*

সফরে সংক্ষিপ্ত ক্বিরাআতে নামায পড়া সুন্নত। উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি এক হজ্জ সফরে ফজরের নামাযে সূরা ফীল ও কুরাইশ পড়েছেন। অনুরূপ সাহাবা কর্তৃক সূরা ইখলাস ও আ'লা পড়ার কথা পাওয়া যায়।

মুসাফির প্লেন, পানিজাহাজ, ট্রেন ও মোটর গাড়িতে বসে নফল নামায পড়তে পারে। যেমন নবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত যে, তিনি সফরে সওয়ারীর উপর বসে নফল নামায পড়তেন। রুকূ-সিজদাহ করার সময় ইশারা করতেন।

এ সুন্নাহ চালক ছাড়া অন্য সকলে জীবিত করতে পারে। পরিবারের খাস গাড়ি হলে স্ত্রী-সন্তানকে এই সুন্নাহ জীবিত করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

গাড়িতে নামাযের শুরুতে ক্বিবলার দিক চিনতে চেষ্টা করবেন। অতঃপর গাড়ির গতিমুখ অন্য দিকে হলে কোন ক্ষতি হবে না। যেহেতু নবী ﷺ যেদিকে তাঁর সওয়ারী যেত, সেই দিকে মুখ ক'রেই নামায পড়তে থাকতেন। *(বুখারী ১০০০, মুসলিম ৭০০নং)*

নামায নষ্ট করা হতে সাবধান

সফরে শরীয়তের কোন ওয়াজেবকে নষ্ট করা হতে সাবধান থাকবেন। বিশেষ ক'রে যথা সময়ে পাঁচ অক্তের নামায যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সে

ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। জমার নিয়মে ছাড়া খবরদার কোন নামাযের সময় পার ক'রে দেবেন না। যেমন বহু লোক তাদের সফর ও ভ্রমণে ক'রে থাকে। আর মহান আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। *(সূরা মাউন ৪-৫ আয়াত)*

দুআ কবূলের সুযোগ হারাবেন না

সফর অবস্থায় বেশী বেশী দুআ করা মুস্তাহাব। যেহেতু মুসাফির সফরে নিজের দেশ থেকে দূরে থাকে এবং নানা কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে থাকে। আর তাতে তার হৃদয়ে ভগ্নভাব, বিনয় ও নম্রতা থাকে। বিপদ-আপদের আশঙ্কা থাকে। ফলে তার হৃদয়-মন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখতে এবং তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে দুআ করতে সজাগ থাকে। তাই তা কবূল হওয়ার বেশী উপযোগী হয়।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তিনটি দুআ কবুল হয়ে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; অত্যাচারিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং ছেলের জন্য মা-বাপের বদ্দুআ।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২নং)*

সওয়াবের কমি নেই

আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, বান্দা ঘরে থাকা অবস্থায় সুন্দরভাবে যে আমল করত, তা মুসাফির অবস্থায় করতে না পারলেও তার পূর্ণ সওয়াব লেখা হয়। আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন সফর করে অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য সেই আমল লেখা হয়, যা সে ঘরে থেকে সুস্থ অবস্থায় করত।" *(বুখারী ২৯৯৬নং)*

সুতরাং সেই নেক আমলকারীদের জন্য এই মহাদান মোবারক হোক, যাঁরা ঘরে থেকে সুস্থ অবস্থায় অনেকানেক নেক আমল করে থাকেন।

সফরে সঙ্গে নিতে ভুলবেন না

কিছু জিনিস আছে যা উমরাহ সফরে সঙ্গে নেওয়া উত্তম। যেহেতু তা প্রয়োজনে কাজে দেবে।

১। কুরআন মাজীদ। যাতে আপনি গাড়িতে, বিশ্রাম স্থলে, হোটেলে ও হারামে সময় মত পড়তে পারবেন। ঈমানী এই সফরের সময়কে আবাদ করার জন্য আল্লাহর কিতাব তেলাঅত ছাড়া উত্তম আর কি হতে পারে? তার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে রয়েছে দশটি ক'রে নেকী।

২। কা'বা মসজিদের ফযীলত ও উমরার পদ্ধতি বর্ণনাকারী পুস্তিকা। যাতে প্রয়োজনে বিশেষ আহকাম জেনে নিতে পারেন।

৩। সফরে প্রয়োজন পড়তে পারে এমন ওষুধ সঙ্গে নিন। বিশেষ ক'রে আপনার যদি কোন সাথী রোগ থাকে, যেমন সুগার, প্রেসার ইত্যাদি। অথবা এমন রোগ যা সাধারণতঃ সফরে আপনাকে আক্রমণ করে, যেমন মাথা ব্যথা, পেটের যন্ত্রণা, কাটা-ফাটা ইত্যাদি।

৪। ইহরামের পোশাক; দু'টি চাদর, আর তা যেন পাতলা না হয়, বেল্ট্ (যাতে টাকা ও জরুরী কাগজ রাখা যায়), সেফটিপিন, আতর, কাঁইচি বা ব্লেড, সাবান ইত্যাদি।

৫। সঙ্গে ছোট বাচ্চা থাকলে তাদের জন্য বৈধ খেলনা, মোবাইল থাকলে চার্জার ইত্যাদি।

৬। অপরকে উপহার দেওয়ার মত খেজুর, ইসলামী বই-পুস্তক ও ক্যাসেট ইত্যাদি।

৭। যাতে সরাসরি রোদ ভুগতে না হয়, তার জন্য সঙ্গে ছাতা নিন।

৮। রোদে তওয়াফ করার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত সানগ্লাস নিন। কারণ প্রখর রৌদ্রের সাথে নিচের শ্বেত পাথরের ঔজ্জ্বল্য চোখের ক্ষতি করতে পারে।

৯। সঙ্গে এমন কাগজপত্র নিন, যাতে আপনার সাথী রোগের বর্ণনা থাকে। প্রয়োজনে তা কাজে লাগতে পারে।

১০। ইহরামের পর ব্যবহার্য উপযুক্ত পোশাক সঙ্গে নিন। একাধিক পোশাক রাখুন, যাতে সেখানে লনড্রিতে ধুতে না হয়। কারণ সাধারণ লনড্রিতে কাপড় ধুলে এবং সেখানে জীবাণু নাশের সঠিক ব্যবস্থা না থাকলে তার মাধ্যমে কোন সংক্রামক ব্যাধি এসে যেতে পারে।

মীকাত পরিচিতি

যে স্থান হতে হজ্জ-উমরার নিয়ত ক'রে ইহরাম বেঁধে মক্কায় যেতে হয়, সেই স্থানকে মীকাত বলা হয়। মহানবী ﷺ মক্কার চারিপাশের মুসলিমদের জন্য মীকাত নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন। হজ্জ-উমরার ইচ্ছায় মক্কা এলে সেখান হতে ইহরাম বেঁধে আসা জরুরী।

এই মীকাত হল ৫টি ঃ-

১। যুল হুলাইফাহ বা আবইয়ারে আলী ঃ এটি মদীনাবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৪২৫ কিমি উত্তরে অবস্থিত এবং এটাই সবচেয়ে দূরবর্তী মীকাত। এটি বর্তমানে প্রায় মদীনা শহরের লাগালাগি।

২। জুহফা বা রাবেগ ঃ এটি সিরিয়া, মরক্কো ও মিসরবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ১৮৩ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

৩। ক্বারনুল মানাযিল, আস্-সাইলুল কাবীর বা ওয়াদী মাহরাম ঃ এটি নজদবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৭৫ কিমি পূর্বে অবস্থিত এবং এটাই সবচেয়ে নিকটবর্তী মীকাত।

৪। যাতে-ইর্ক ঃ ইরাক, ইরান ও পূর্বদেশীয় এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৯৪ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

৫। ইয়ালামলাম বা সা'দিয়াহ ঃ ইয়ামান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, বর্মা প্রভৃতি দেশবাসী এবং ঐ পথে আগমনকারীদের মীকাত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৯২ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত।

কিন্তু যারা উক্ত মীকাত ও মক্কার মধ্যকার বাসিন্দা তাদের মীকাত তাদের নিজেদের বাসস্থানই। তদনুরূপ মক্কাবাসীদের মীকাত তাদের আপন-আপন গৃহ। প্রকাশ যে, জিদ্দা কোন বহিরাগতদের জন্য মীকাত নয়।

মীকাত আসার পূর্বে

মীকাত আসার পূর্বে যদি আশঙ্কা হয় যে, সেখানে প্রচুর ভিড় হবে -- বিশেষ ক'রে রমযান মাসে ও হজ্জের মৌসমে, তাহলে তার আগে কোন মসজিদ, পেট্রল পাম্প্ অথবা রেস্ট্ এরিয়াতে ইহরামের লেবাস পরে নিন। অতঃপর মীকাতের কাছাকাছি হয়ে ইহরাম বেঁধে (ইহরামের নিয়ত ক'রে) নিন। এতে যদি গোসল না করতে পারেন, তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ ইহরামের জন্য গোসল জরুরী নয়।

পক্ষান্তরে যদি আপনি ঐ অবস্থাতে মীকাতে প্রবেশ করেন, তাহলে দেখবেন সেখানে ভিড়ে গাড়ি রাখারও জায়গা নেই। আর সে ক্ষেত্রে আপনার কিছু সুন্নত ছুটে যেতে পারে, যা আমরা পরে উল্লেখ করব ইন শাআল্লাহ।

অনুরূপ যাঁরা প্লেনে সফর করবেন, তাঁরাও প্লেন চড়ার আগে এয়ারপোর্টেই ইহরামের কাপড় পরে নেবেন। অতঃপর মীকাতের সোজাসুজি পৌঁছলে এবং প্লেনে তা ঘোষণা করা হলে ইহরামের নিয়ত করে নেবেন। যেহেতু জিদ্দায় নেমে ইহরাম বাঁধা যথেষ্ট নয়।

মীকাত পৌঁছে

মীকাত পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে নিম্নের কাজ করুন ঃ-

১। মোছ, নাভীর নিচের লোম, বোগলের লোম, নখ কেটে ফেলুন। এ কাজ মুস্তাহাব; যাতে ইহরাম বাঁধার পর কাটার প্রয়োজন না পড়ে; অথচ ইহরাম অবস্থায় তা হারাম।

২। নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করার মত গোসল করুন। যেহেতু মহানবী ﷺ মীকাতে এসে গোসল করেছিলেন এবং সিলাইযুক্ত সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে ইহরামের কাপড় পরেছিলেন। *(তিরমিযী ৮৩০নং)*

অবশ্য ইহরামের জন্য এই গোসল সুন্নত; ওয়াজেব বা জরুরী নয়। আর এ গোসল পুরুষ, মহিলা, অপবিত্র, ঋতুমতী, ছোট, বড় সবারই জন্য সুন্নত, যারা হজ্জ বা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে চায়।

৩। গোসলের পর দেহে আতর লাগানো সুন্নত; যদিও তার চিহ্ন ইহরাম বাঁধার পরেও বাকী থাকে। তবে ইহরামের কাপড়ে আতর লাগানো নিষিদ্ধ।

৪। সিলাইযুক্ত সকল কাপড় খুলে ফেলে ইহরামের দু'টি কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) পরুন। লুঙ্গি দিয়ে নাভি থেকে দেহের নিম্নাঙ্গে জড়িয়ে নিন এবং চাদর দিয়ে দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গ কাঁধের উপর জড়িয়ে নিন। আর পায়ে চটি-জুতা পরে নিন। নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকে যেন লুঙ্গি, চাদর ও চটি-জুতা দ্বারা ইহরাম বাঁধে।" *(আহমাদ ২/৩৪)*

৫। অতঃপর কোন ফরয নামাযের সময় হলে নামায পড়ে নিন। অথবা (ওযূ-গোসল করলে) তাহিয়্যাতুল উযূর নিয়তে দু' রাকআত সুন্নত পড়তে পারেন। অন্যথা ইহরামের জন্য কোন বিশেষ নামায নেই।

৬। অতঃপর গাড়িতে বসে 'আলহামদু লিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' ও

'আল্লাহু আকবার' বলুন। যেহেতু নবী ﷺ এরূপ করেছিলেন। *(বুখারী ১৫৫১, আবূ দাউদ ১৭৯৬নং)*

এটি এমন সুন্নত, যা বহু মানুষ খেয়াল করে না। হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইহরাম বাঁধার পূর্বে তসবীহ ইত্যাদি মুস্তাহাব হওয়ার এই হুকুম অনেক কম আলেমই উল্লেখ ক'রে থাকেন, অথচ তা প্রমাণিত আছে।' *(ফাতহুল বারী ৪/৩৮১)*

৭। ইহরামের একটি সুন্নত হল, গাড়ি ক্বিবলা মুখ হলে ইহরামের নিয়ত করা। ইবনে উমার ﷺ যখন যুল-হুলাইফাতে ফজরের নামায পড়তেন, তখন তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করতে আদেশ দিতেন। সওয়ারী প্রস্তুত করা হলে তিনি তাতে সওয়ার হয়ে বসতেন। অতঃপর সওয়ারী উঠে দাঁড়ালে ক্বিবলামুখ ক'রে তালবিয়্যাহ পাঠ শুরু করতেন এবং পাঠ করতে করতে হারামে পৌঁছতেন। যু-ত্বাওয়া পৌঁছে রাত্রিবাস করতেন। অতঃপর ফজরের নামায পড়ে গোসল করতেন। তিনি মনে করতেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপ করেছেন। *(বুখারী ১৫৫৩নং)*

৮। সুতরাং সুন্নত হল গাড়িতে বসে ইহরামের নিয়ত করা। গাড়ি ক্বিবলামুখ হলে মনে মনে উমরার নিয়ত করুন এবং বলুন, 'লাব্বাইকা উমরাহ।' অথবা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ।'

যেহেতু মহানবী ﷺ সওয়ারীতে বসলে এবং উঠে (যুল হুলাইফার) বায়দা নামক জায়গায় চলতে শুরু করলে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। *(আবূ দাউদ ১৭৫২নং)*

৯। অসুখ ইত্যাদির কারণে আপনি উমরাহ সম্পূর্ণ করতে পারবেন না বলে যদি আশঙ্কা হয়, তাহলে নিয়তে শর্ত লাগিয়ে বলুন, 'যদি কোন অবরোধক আমাকে অবরুদ্ধ করে, তবে সেই অবরোধের স্থানই আমার হালাল হওয়ার স্থান।' *(মুসলিম ১২০৭নং)*

যদি কেউ এই শর্ত লাগায়, অতঃপর উমরাহ পূর্ণ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে হালাল হয়ে যাবে। আর তার উপর কোন ফিদ্য়্যাহ ইত্যাদি

ওয়াজেব হবে না।

১০। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি উড়োজাহাজের মাধ্যমে হজ্জ-উমরাহ করতে যাবে, তার উচিত জাহাজে চরার আগে গোসল ইত্যাদি সেরে নেবে। অতঃপর মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছলে ইহরামের লেবাস পরে উমরার নিয়ত করবে ও তালবিয়্যাহ পড়বে। পক্ষান্তরে যদি প্লেন চরার আগেই এয়ারপোর্টেই অথবা মীকাত আসার অনেক আগে প্লেনের ভিতরে ইহরামের লেবাস পরে নেয়, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। তবে সে সময় ইহরাম বা উমরার নিয়ত করবে না এবং তালবিয়্যাহও পড়বে না। বরং যখন মীকাত বরাবর পৌঁছবে এবং প্লেনে সে কথা ঘোষণা করা হবে, তখন নিয়ত ক'রে তালবিয়্যাহ পড়তে শুরু করবে। যেহেতু মহানবী ﷺ মীকাত থেকেই (নিয়ত ক'রে) ইহরাম বেঁধেছেন। *(আত-তাহক্বীক্ব অল-ঈযাহ, ইবনে বায ২০পৃঃ)*

কিভাবে ইহরামের কাপড় পরবেন?

অনেক মুহরিম (ইহরামের লেবাস-পরিধানকারী) আছে, যারা ইহরামের লুঙ্গিকে এমনভাবে জড়ায়, যাতে তাদের চলাফেরা করাই কষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেই ফতোয়া নিতে বাধ্য হয়, যাতে লুঙ্গির উপর অংশে এ্যালাস্টিক লাগিয়ে সিলাই ক'রে নেওয়া বৈধ বলা হয়েছে।

কিন্তু উত্তম হল নিম্নের পদ্ধতিতে লুঙ্গি পরিধান করা ঃ-

১। কোমরের ডান দিকে লুঙ্গি রেখে বাম দিক থেকে পিছন দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে কোমরের বাম দিকে নিয়ে গিয়ে পুনরায় ভাঁজ ক'রে ডান দিকে নিয়ে আসুন। বাম দিকের প্রান্ত বাম হাতে এবং ডান দিকের প্রান্ত ডান হাতে ধরে বুকের উপর তুলে নিন। যাতে লুঙ্গি পায়ের গাঁটের উপর চলে আসে।

২। দুই হাতকে বিপরীত দিকে টান দিয়ে লুঙ্গি টাইট ক'রে নিন।

৩। অতঃপর উপর থেকে নিচের দিকে পেঁচিয়ে গুটাতে থাকেন এবং

কোমরের কাছে এলে ছেড়ে দিন।

৪। অতঃপর তার উপর বেল্ট্ বেঁধে নিন এবং তার উপর লুঙ্গির উপরিভাগ পেঁচিয়ে দিন।

এইভাবে আপনার লুঙ্গিও কোমরে দীর্ঘ সময় টাইট বাঁধা থাকবে এবং চলাফেরারও কোন অসুবিধা হবে না।

মীকাতের কিছু ভুল আচরণ

১। অনেকে মনে করে যে, মীকাতে গোসল করা ওয়াজেব। দেখবেন, তারা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়েও প্রচন্ড ঠান্ডাতেও গোসল করছে এবং বাইরে এসে থরথর ক'রে কাঁপছে। হয়তো তাদের অসুখও ধরতে পারে।

২। মীকাত অতিক্রম করা। বিশেষ ক'রে আকাশপথে মীকাতের খেয়াল না ক'রে পার ক'রে ইহরাম বাঁধা। অথচ যে ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম ক'রে ইহরাম বাঁধবে, সে গোনাহগার হবে এবং ওয়াজেব ত্যাগ করার জন্য 'দম' (কুরবানীযোগ্য ছাগল বা ভেড়া) মক্কায় যবেহ ক'রে তার গোশ্ত সেখানকার মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২০৪, ফাতাওয়া তাতাআল্লুক বিল-হাজ্জ, ইবনে বায ৪৫পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অজান্তে মীকাত পার হয়ে চলে যাবে, তার জন্য জরুরী, সে মীকাতে ফিরে এসে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর তার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৯৯)*

৩। ইহরাম বাঁধার সময় দু' রাকআত নামায পড়তে হয় ধারণা করা। যেহেতু এ ব্যাপারে নবী ﷺ কর্তৃক কোন প্রমাণ নেই।

৪। অনেকের এই ধারণা যে, ইহরামের লেবাস পরার নামই ইহরাম বাঁধা। সঠিক হল, হজ্জ-উমরার উদ্দেশ্যে 'ইহরাম' (নির্দিষ্ট কিছু জিনিস হারাম করা)র নাম। এ কথা অনেকেরই অজানা। তাদের ধারণা যে,

ইহরামের লেবাস পরলেই ইহরাম বাঁধা হয় এবং যে সকল জিনিস হারাম, সে সকল জিনিস ঐ লেবাস পরার পর থেকেই হারাম হয়ে যায়। অথচ শরয়ীভাবে ঐ সকল জিনিস হারাম তখন হয়, যখন লেবাস পরার পর ইহরামের নিয়ত করা হয়।

৫। ইহরামের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা। যেমন বলা যে, 'নাওয়াইতু আন আ'তামির.....' অথবা 'আল্লাহুম্মা ইন্নী নাওয়াইতুল ইহরামা বিল-উমরাহ।' এই শ্রেণীর মুখে উচ্চারিতব্য নিয়ত নবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা বিদআত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব কি না, উলামাগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন, যেমন মতভেদ করেছেন যে, নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা যাবে কি না? অখণ্ডনীয় সঠিক মত এই যে, এর কিছুই মুস্তাহাব নয়। যেহেতু নবী ﷺ এই শ্রেণীর কিছুই মুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ ক'রে জাননি। আর না তিনি অথবা তাঁর সাহাবাগণ তকবীরের পূর্বে এই শ্রেণীর নিয়তের কোন শব্দ উচ্চারণ করেছেন।' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/১০৫)*

৬। ইহরামের কাপড় পরার শুরু থেকেই (ইযত্বিবার মত) ডান কাঁধ বের ক'রে রাখা। অথচ এ কথা বিদিত যে, এ কাজ কেবল 'তাওয়াফে কুদূম' (প্রথম তাওয়াফ) ছাড়া অন্য কোন সময়ে বিধেয় নয়; না ঐ তাওয়াফের আগে এবং না তার পরে কোন সময়ে।

৭। মীকাতের পূর্ব থেকেই ইহরাম বাঁধা (নিয়ত করা)।

৮। এই ধারণা যে, যে জিনিসেই সেলাই থাকবে, সে জিনিসই ইহরামে ব্যবহার হারাম। বরং সঠিক এই যে, যে লেবাস দেহের অঙ্গ অনুসারে কাটা ও সিলাই করা থাকবে তাই পরা হারাম।

৯। অনেকে ধারণা করে যে, ইহরামের কাপড় পরে নিলে, তা হালাল না হওয়া পর্যন্ত আর পাল্টানো যায় না। সঠিক ধারণা হল, প্রয়োজনে-

অপ্রয়োজনে ইহরামের কাপড় যে কোন সময়ে পাল্টানো যায়।

১০। ইহরাম পরে স্মৃতি রাখার উদ্দেশ্যে ছবি তোলা। অথচ ছবি তোলা বৈধ নয়। তাছাড়া তাতে 'রিয়া' (লোকপ্রদর্শন)ও হতে পারে এবং তাতে উমরাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১১। এই ধারণা যে, ইহরাম মীকাতের মসজিদ থেকে হতে হবে।

শায়খ আল্লামাহ স্বালেহ আল-ফাউযান (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন, 'এখানে একটি বিষয়ে সতর্কতা জরুরী যে, অনেক হাজী ধারণা করে যে, ইহরাম মীকাতের মসজিদ থেকে হতে হবে। তাই দেখবেন, তারা নারী-পুরুষ সকলেই মসজিদের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তার ভিতরে গিয়ে ভিড় করছে। তাদের অনেকে সেখানে গিয়ে সাধারণ কাপড় খুলে ইহরামের কাপড় পরছে। অথচ এর কোন ভিত্তি নেই। অথচ মুসলিমের যা করণীয় তা হল মীকাতের যে কোন জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা। কোন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। বরং যেখান থেকে তার ও তার সাথীদের জন্য সহজ ও সুবিধা, যেখানে ভিড় কম ও পর্দা বেশী, সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। বর্তমানে মীকাতে যে মসজিদ রয়েছে, তা নবী ﷺ-এর যুগে ছিল না এবং পরবর্তীতে তা সেখান হতে ইহরাম বাঁধার জন্য বানানো হয়নি। বরং সেখানকার আশেপাশে বসবাসকারী লোকেদের নামায পড়ার জন্য বানানো হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আর আল্লাহই তওফীকদাতা। *(আল-মুলাখ্খাসুল ফিক্বহী ১/২৯২)*

ইহরামে যা যা হারাম

আপনি ইহরাম বেঁধে (নিয়ত ক'রে) ফেললে, আপনার জন্য নিম্নলিখিত জিনিস হারাম ঃ-

১। বিনা ওজরে মাথা বা দেহের কোন অংশ থেকে চুল চাঁছা, কাটা বা ছেঁড়া হারাম। চুলকাতে গিয়ে দু-একটি চুল খসে গেলে তাতে

কোন ক্ষতি নেই।

২। হাত-পায়ের নখ কাটা। অবশ্য কোন নখ ভেঙ্গে গিয়ে কষ্ট দিতে থাকলে, তা কেটে বা ছিঁড়ে ফেলা দূষণীয় নয়।

৩। দেহে বা লেবাসে কোন প্রকার আতর বা সেন্ট্ ব্যবহার করা। ভুলে ব্যবহার ক'রে ফেললে মনে পড়া মাত্র তা ধুয়ে ফেলা জরুরী।

৪। স্ত্রী-সঙ্গম ও তার কোন ভূমিকা ব্যবহার করা। অনুরূপ কোন প্রকার যৌনাচার বৈধ নয়।

৫। হাত মোজা ব্যবহার করা।

৬। শিকার করা; হালাল পশু যেমন হরিণ, খরগোশ, পায়রা প্রভৃতি হারাম সীমানার বাইরে অথবা ভিতরে শিকার করা হারাম। অবশ্য ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা, যেমন বাঘ, সাপ, মশা ইত্যাদি হারাম জন্তু হত্যা করায় দোষ নেই।

৭। পুরুষদের জন্য দেহাঙ্গের মাপে সিলাইযুক্ত লেবাস (যেমন আন্ডারপ্যান্ট-জাঙ্গিয়া, প্যান্ট-পায়জামা, গেঞ্জি-জামা ইত্যাদি) পরা হারাম।

৮। পুরুষদের জন্য মাথার সাথে লাগালাগি কোন জিনিস (যেমন পাগড়ি, টুপি, রুমাল, গামছা ইত্যাদি) দিয়ে মাথা ঢাকা। অবশ্য যা মাথার সাথে লাগে না, তা (যেমন ছাতা, গাড়ির ছাদ ইত্যাদি) ব্যবহার করায় দোষ নেই। অনুরূপ মাথায় কোন বোঝা বহন করাও দোষাবহ নয়।

৯। বিবাহ করা বা দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য এই অবস্থায় তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে দোষ নেই।

যদি কেউ কোন হারাম জিনিস ক'রে ফেলে

এই অবৈধ কর্মগুলির কোন একটায় জড়িয়ে পড়লে তার কাফ্ফারাও পূর্বেকার মত। পক্ষান্তরে যারা এই সমস্ত অবৈধ কর্মে আলিপ্ত হয় তাদের

তিন অবস্থা হতে পারে;

১। কেউ বিনা ওজর ও বিনা প্রয়োজনে করে। এই অবস্থায় সে গোনাহগার হবে এবং তার উপর ফিদ্য়্যাহ ওয়াজেব।

২। কেউ কোন প্রয়োজন ও অসুবিধায় পড়ে করে। এমতাবস্থায় সে গোনাহগার হবে না। তবে তার জন্য ফিদ্য়্যাহ দেওয়া জরুরী হবে। যেমন কেউ যদি মাথায় ঘা অথবা জখমের কারণে চুল কাটে অথবা প্রচন্ড শীতের জন্য মাথা ঢাকে ইত্যাদি। *(মজমু ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/১১৩)*

৩। কেউ অজান্তে ভুলে, কারো তরফ থেকে বাধ্য হয়ে অথবা নিদ্রাবস্থায় করে ফেলে। এমতাবস্থায় তার উপর গোনাহ নেই এবং ফিদ্য়্যাহও নেই। কিন্তু যখনই এই সমস্ত ওজর ও আপত্তি দূর হয়ে যাবে তখনই ঐ অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করা জরুরী হবে। আল্লাহ পাক বলেন,

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৬ আয়াত)* আর তাঁর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃত এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয় তার (পাপ)কে অতিক্রম (ক্ষমা) করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং)* অতএব যে ইহরাম অবস্থায় ভুলে পায়জামা বা গেঞ্জি পরে নেয়, কিংবা মাথা ঢেকে নেয় অথবা অজান্তে নখ ইত্যাদি কেটে ফেলে তবে তার কোন পাপ নেই এবং ফিদ্য়্যাহও নেই। কিন্তু স্মরণ হওয়া মাত্র তার পক্ষে ওয়াজেব তা বর্জন করা।

মুহরিম নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং অপরের অভিভাবক বা উকীল হয়ে বিবাহ দিতেও পারবে না এবং পয়গামও দিবে না। অবশ্য এই অবৈধ কাজ ক'রে ফেললে (গোনাহগার হবে, কিন্তু) কোন ফিদ্য়্যাহ নেই, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। *(মুসলিম ১৪০৯নং)*

ফিদ্য়্যাহ কি?

আল্লাহপাক ফিদ্য়্যাহর ব্যাপারে বলেন,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: ١٩٦}

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত কুরবানীর (পশু) তার যবেহস্থলে উপস্থিত না হয়, তোমরা মস্তক মুন্ডন করো না (হালাল হয়ো না)। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে, অথবা মাথায় কোন ব্যাধি থাকলে (এবং তার জন্য মস্তক মুন্ডন করতে হলে পরিবর্তে) সে রোযা রাখবে কিংবা সাদকাহ করবে, কিংবা কুরবানী দ্বারা তার ফিদ্য়্যাহ দেবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৬)*

সুতরাং এই ফিদ্য়্যাহ আদায়ে এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা করলে তিন দিন রোযা পালন করবে কিংবা ছয়টি মিসকীন (নিঃস্ব)কে মাথা পিছু অর্ধ সা' (সওয়া এক কিলো) করে খাদ্য (চাল) দান করবে অথবা একটি ছাগ বা মেষ কুরবানী দিবে। (আর এই খাদ্য ও মাংস হারাম শরীফের মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে হবে।) যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ কা'ব বিন উজরাহকে বলেছিলেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাথার উকুণগুলি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?" বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমার মাথা মুন্ডন করে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ, কিংবা ছয়টি মিসকীন খাওয়াও, কিংবা একটি ছাগ কুরবানী কর।" *(বুখারী ১৮১৪, মুসলিম ১২০১নং)*

একটি সতর্কতা

ইহরামে হারাম জিনিসগুলি থেকে দূরে থাকা মুহরিমের জন্য ওয়াজেব। অবশ্য কোন ওজর থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সমস্যা হল, অনেকে বিনা ওজরে তা করে এবং বলে 'ফিদ্য়্যাহ দিয়ে দেব।' মনে করে ফিদ্য়্যাহর

মূল্য আদায় ক'রে দিলেই সে গোনাহ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে! কিন্তু এ হল স্পষ্ট ভুল ও জঘন্য অজ্ঞতা। আসলে মুহরিমের জন্য ঐ কাজ করা হারাম। তা করলে গোনাহগার হবে এবং তার উপর ফিদ্য়্যাহ ওয়াজেব হবে। ফিদ্য়্যাহ দিলেই ঐ কাজ করা বৈধ হয়ে যায় না। সুতরাং সতর্ক হন।

প্রকাশ থাকে যে, মুহরিম ছাতা, চশমা, আংটি, ঘড়ি, বেল্ট, মোবাইল, মানিব্যাগ, এয়ারফোন, বাঁধানো দাঁত ও চপ্পল ব্যবহার করতে পারে। মাথা-দাড়ি চুলকাতে পারে, তবে ধীরে ধীরে। প্রয়োজনে তায়াম্মুমও করতে পারে।

যা ইহরামের পূর্বে ও পরে সর্বদা হারাম

কিছু কাজ আছে যা মুহরিম-অমুহরিম সকলের ক্ষেত্রে হারাম। তবে মুহরিমের ক্ষেত্রে তা অধিকরূপে হারাম। সুতরাং তার জন্য ওয়াজেব, সেসব কাজ থেকে দূরে থাকা। যেমন, গীবত, চুগলী, মিথ্যাবাদিতা, মনগড়া কথা বলা, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া, গান-বাজনা শোনা, অবৈধ মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, গালাগালি করা, লড়াই-ঝগড়া করা এবং অনুরূপ কোন প্রকার পাপাচার করা। মহান আল্লাহ বলেন,

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ {البقرة: ١٩٧}

অর্থাৎ, সুবিদিত মাসে (যথা ঃ শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জে) হজ্জ্ব হয়। সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত)*

এই জন্য ইহরাম অবস্থায় অপ্রয়োজনে বেশী কথা বলা ভাল নয়। যাতে ফালতু কথা, মিথ্যা, গীবত ও অবৈধ কথা বলা থেকে বাঁচা যায়। কারণ, যারা বেশী কথা বলে, তারাই অধিকাংশ এসবে লিপ্ত হয়।

আবূ হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, নতুবা চুপ থাকে।" *(বুখারী ৬০১৮, মুসলিম ৪৭নং)*

সুতরাং মুহরিমের উচিত, তালবিয়াহ, আল্লাহর যিক্র, কুরআন তেলাঅত, দুআ, সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান, অজ্ঞকে শিক্ষাদান ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ জিহ্বাকে ব্যস্ত রাখা। এ ছাড়া সেই কথা বলা উচিত, যাতে কোন পাপ নেই।

মীকাত ও মক্কার মাঝপথে

ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়াহ পড়তে থাকা সুন্নত। তালবিয়াহর শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা অন্‌নি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থঃ- আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই। *(বুখারী ১৫৪৯, মুসলিম ১১৮৪নং)*

যথাসাধ্য এই তালবিয়াহ পড়তে থাকুন। যেহেতু এটি হল উমরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল। আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ হজ্জ হল, উচ্চ কণ্ঠে তালবিয়াহ এবং

কুরবানীবিশিষ্ট (হজ্জ)।" *(তিরমিযী ৮২৭, দারেমী ১৭৯৭, হাকেম ১/৬২০)*

সুতরাং (পুরুষদের জন্য) সুন্নত হল, উচ্চ স্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার নিকট জিব্রীল এসে বললেন, আমি যেন আমার সাহাবাগণকে উচ্চ স্বরে তালবিয়াহ পড়তে আদেশ করি।" *(আহমাদ ৫১৯২, আবূ দাউদ ১৮১৪, তিরমিযী ৮২৯, নাসাঈ ২৮৫৩, ইবনে মাজাহ ২৯২৩নং)*

সাহাবাগণ উচ্চ স্বরে তালবিয়াহ পাঠ করতেন, এমনকি তাঁদের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হত। তাঁরা যখন কোন উপত্যকা অতিক্রম করতেন, তখন তা তালবিয়াহ 'লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক'এর উচ্চ শব্দে মুখরিত হত।

অবশ্য এত জোরেশোরে বলা উচিত নয়, যাতে মুহরিমের গলা ফেটে যায় অথবা সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

উঁচু জায়গায় চড়ার সময়, নিচু জায়গায় নামার সময়, সওয়ারী চড়ার সময়, সওয়ারী থেকে নামার সময়, সকল সাথী একত্রিত হওয়ার সময়, নামায পড়ার পরবর্তী সময়, সেহরী, সকাল ও সন্ধ্যার সময় এবং অনুরূপ কোনও অবস্থার পরিবর্তনের সময় তালবিয়াহ পড়া অধিক মুস্তাহাব। অধিকাংশ উলামাদের মত তাই। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/৩৫৪)*

তালবিয়াহ ছাড়াও যিক্‌র, কুরআন তেলাঅত, সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান, অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজ মুহরিমের জন্য মুস্তাহাব।

তালবিয়াহতে একটি ভুল এই যে, একজন তালবিয়াহ পড়ে এবং তার পিছনে পিছনে অন্য সবাই এক সাথে পড়ে। এমন সমস্বরে জামাআতী তালবিয়াহ পাঠ বিধেয় নয় (বরং তা বিদআত)। যেহেতু এর কোন দলীল নেই। অন্যথা আনাস ﵁ বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর সাথে বিদায়ী হজ্জে ছিলাম। আমাদের কেউ কেউ তকবীর পড়ছিল, কেউ কেউ তহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়ছিল এবং কেউ কেউ তালবিয়াহ পড়ছিল।' *(মুসলিম ১২৮৫নং)*

মক্কা প্রবেশ

মক্কা প্রবেশের পূর্বে একটি সুন্নত আছে, যা কদাচ কোন মুসলিম পালন ক'রে থাকে। তা হল গোসল। অতএব মুহরিমের উচিত, প্রিয় নবী ﷺ-এর এই সুন্নত পালন করতে মক্কা প্রবেশের পূর্বে গোসল করা। *(বুখারী ১৫৭৩নং)*

মাসজিদুল হারাম প্রবেশ

মসজিদের সামনে এসেও তালবিয়াহ পড়তে থাকুন। অনেকে মক্কা প্রবেশ ক'রে তা বন্ধ ক'রে দেয়, এ কাজ সঠিক নয়। এখানে নিম্নের নির্দেশাবলী গ্রহণ করুন ঃ-

১। সম্ভব ও সহজ হলে 'বানী শাইবাহ' গেট দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন। একে 'আল-বাবুল কাবীর'ও বলা হয়। বর্তমানে এর নাম 'বাবুস সালাম'।

২। ডান পা আগে বাড়িয়ে বলুন,

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, অসস্বালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাফ্ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও। *(ইবনে মাজাহ ৭৭১, মুসলিম ৭১৩নং)*

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ- আউযু বিল্লা-হিল আযীম, অবিঅজ্হিহিল কারীম, অ সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আমি মহিমময় আল্লাহর নিকট এবং তার সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন পরাক্রমের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ ৪৬৬, সহীহুল জামে' ৪৫৯১নং)*

অবশ্য এই পদ্ধতি ও দুআ আমভাবে সকল মসজিদের জন্য। কেবল মাসজিদুল হারামের জন্য খাস নয়।

২। পবিত্র কা'বা নজরে পড়লে তালবিয়্যাহ পাঠ বন্ধ করুন।

৩। মসজিদে প্রথম প্রবেশের পর 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামায সুন্নত নয়। বরং সরাসরি তওয়াফ শুরু করাই সুন্নত। (অবশ্য ফরয নামায থাকলে আলাদা কথা।) সুতরাং (সুন্নত) নামায আদায় বা অন্য কিছু না ক'রে সোজা হাজারে আসওয়াদের নিকটে যান এবং তওয়াফ শুরু করুন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'নবী ﷺ প্রথম যে কাজ শুরু করেন, তা হল ওযূ করে তওয়াফ।' *(বুখারী ১৬১৪নং)*

৪। ইয্তিবা করুন। অর্থাৎ চাদরের মাঝখানটাকে ডান বগলের নীচে রেখে কিনারাটাকে বাম কাঁধের উপর চাপিয়ে দিন। এতে ডান কাঁধটি বীরদের মত খোলা থাকবে। যাতে ইবাদতস্থলে বলবত্তা ও কর্মণ্যতা প্রকাশ পাবে।

৪। অতঃপর (কা'বার পূর্ব কোণে স্থাপিত কালো পাথর) হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন দিন এবং বলুন, 'বিসমিল্লাহ, অল্লাহু আকবার।'

ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে ঠেলাঠেলি করবেন না এবং ভিড় ঠেলে জোর ক'রে অপরকে কষ্ট দিয়ে চুম্বন দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সে ক্ষেত্রে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রতি ডান হাত দিয়ে ইশারা করুন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলুন। আর নামাযের মত দুই হাতকে তুলে ইশারা করবেন না এবং সেখানে দাঁড়িয়ে ভিড় জমাবেন না।

এইরূপ প্রত্যেক চক্রের শুরুতে করবেন।

সতর্কতার বিষয় যে, পাথর চুম্বন আল্লাহর তা'যীমের জন্য প্রিয় নবী

ﷺ-এর সুন্নাহ পালন করার উদ্দেশ্যে; পাথরের প্রতি মহব্বত প্রকাশ অথবা পাথর দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়।

৫। হাজারে আসওয়াদকে সামনে ক'রে ডান দিকে চলতে শুরু করুন। এতে কা'বা পড়বে আপনার বাম দিকে। সামনে মাক্বামে ইব্রাহীম নজরে আসবে। তা স্পর্শ করবেন না। আরো সামনে বাম দিকে গোলাকার দেওয়াল 'হাত্বীম' দেখতে পাবেন। তার বাইরে থেকে চলতে থাকবেন।

৬। এই চলাতে রমল করুন। অর্থাৎ ছোট পদক্ষেপের সাথে শীঘ্র (কুচকাওয়াজী চলন) চলুন। কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে তওয়াফ আফযল। কিন্তু দূরবর্তী হয়ে রমল করা, নিকটবর্তী হয়ে তওয়াফ করতে গিয়ে ভিঁড়ে তা ত্যাগ করা থেকে উত্তম। যথা সম্ভব পুরো চক্রেই রমল করুন।

৭। চলতে চলতে বেশী বেশী যিক্র করুন। কুরআন তেলাঅতও করতে পারেন। কোন চক্করে নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই।

৮। যখন (হাজারে আসওয়াদের আগের কোণ) রুক্নে ইয়ামানীর বরাবর পৌঁছবেন, তখন সম্ভব হলে ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবেন এবং বলবেন, 'বিসমিল্লাহি অল্লাহু আকবার।' (হাতটিতে চুম্বন দেবেন না বা গায়ে বুলাবেন না। আর স্পর্শের সময় অন্য দুআও বলবেন না, কারণ এ ক্ষেত্রে দুআর হাদীসটি সহীহ নয়। *(যয়ীফুল জামে' ৬১২৭নং)*

যদি স্পর্শ সম্ভব না হয়, তবে ইশারা করবেন না এবং তকবীরও বলবেন না। বরং সাধারণভাবে অতিক্রম ক'রে যাবেন। অতঃপর এই রুক্নে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যাপকার্থবোধক মুনাজাতের এই দুআ বলবেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাহ, অক্বিনা আযা-বান্না-র।'

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পার্থিব জীবনে কল্যাণ দাও এবং পারলৌকিক জীবনেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অতঃপর হাজারে আসওয়াদের বরাবর (সবুজ বাতি) এলে এক চক্কর শেষ হবে এবং সেই সাথে শুরু হবে দ্বিতীয় চক্কর।

৯। এখানে এসে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলবেন এবং হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পারলে স্পর্শ করবেন। তা সম্ভব না হলে কেবল ডান হাত দ্বারা ইশারা করেই (এবং হাত চুম্বন না করেই) অতিক্রম করবেন। যেমন সেখানে (বাতির নিকট) থেমে ভিঁড় বাড়ানোও উচিত নয়।

১০। পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্কর শেষ করুন। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের নিকট 'রমল' বন্ধ ক'রে স্বাভাবিক চলনে চলে চতুর্থ চক্কর তওয়াফ করুন।

কেবলমাত্র তওয়াফে কুদূম (বা তওয়াফে উমরাহ) এর প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত। অন্য কোন তওয়াফ বা চক্করে নয়। যদি প্রথম তিন চক্করে কোন অসুবিধার কারণে 'রমল' ছুটে যায় এবং চতুর্থ বা তার পরবর্তী চক্করে 'রমল' করার সুযোগ হয়, তবে তা কাযা করবেন না। যাতে ঐ চক্করগুলির নির্দিষ্ট গুণ বিনষ্ট না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্রথম তিন চক্করের মধ্যে এক অথবা দুই চক্করে রমলের সুযোগ হলে তাও করে নেবেন।

১১। সুন্নত হল, কা'বার লাগালাগি কাছাকাছি থেকে তওয়াফ করা। যেহেতু তাতে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন এবং রুক্নে ইয়ামানী স্পর্শ সহজ হয়। আর যেহেতু নামাযের প্রথম কাতার পিছনের কাতার থেকে উত্তম এবং পবিত্র কা'বার তওয়াফ হল নামাযের মত। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তওয়াফ হল নামায। সুতরাং তোমরা তওয়াফ করলে কথা কম

বলো।” *(আহমাদ ৩/২১৪, সহীহুল জামে' ৩৯৫৬নং)*

কিন্তু ভিড় হলে দূরে থেকেই তওয়াফ করুন। অপরকে আপনার ধাক্কায় কষ্ট দেওয়া থেকে দূরে থাকুন। যে মহিলা আপনার জন্য হালাল নয় অথবা আপনার মাহরাম নয় তার গায়ের স্পর্শ থেকে দূরে থাকুন। আর জেনে রাখুন যে, নবী ﷺ বলেছেন, “যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয়, তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫০৪৫নং)*

তাছাড়া ইবাদত তো। আপনার এই মহান ইবাদতকে কোন মহিলার স্পর্শ যেন নষ্ট না ক'রে ফেলে।

১২। সলফে সালেহীন যখন তওয়াফ করতেন, তখন তাঁদের মধ্যে বিনয়-নম্রতা ও অনুনয়-বিনয় ভাব ফুটে উঠত। তাঁরা যিক্র করতেন। দেখলেই মনে হত, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করছেন।

আপনিও সেইরূপ তওয়াফ করুন। মসজিদের কারুকার্য, নানা মানুষের নানা বরন ও চলন নিয়ে গবেষণা পরে করুন।

১৩। এইভাবে হাজারে আসওয়াদের কাছে এসে সাত চক্কর তওয়াফ শেষ করুন। এবারে চাদর টেনে ডান কাঁধও ঢেকে নিন। আর জেনে রাখুন যে, তওয়াফে কুদূম শুরু করার পূর্ব হতে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুতে ইয্‌ত্বিবা সুন্নত। ইহরাম বাঁধার পর থেকে নিয়ে উমরাহ বা হজ্জের সর্বশেষ ইহরাম খোলা পর্যন্ত সময় ধরে (এমন কি নামাযের মধ্যেও!) ডান কাঁধটিকে খোলা রাখার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই; যেমন বহু হাজী তা করে থাকে। বরং ঐভাবে নামায শুদ্ধ হয় না।

১৪। অতঃপর সম্ভব হলে মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে যান। সেখানে পৌঁছে পড়ুন,

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ।

'অত্তাখিযূ মিম মাক্বা-মি ইবরা-হীমা মুস্বাল্লা।' *(সূরা বাক্বারাহ ১২৫ আয়াত)*

তারপর সেখানে দুই রাকআত 'তাহিয়্যাতুত ত্বাওয়াফ' (তওয়াফের নামায) আদায় করুন। ভিঁড়ের কারণে 'মাক্বাম' থেকে কাছে অথবা পশ্চাতে সম্ভব না হলে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়ে নিন। এই নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর 'ক্বুল ইয়্যা আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' ও দ্বিতীয় রাকআতে 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করা সুন্নত। আর এ নামাযও সুন্নত; ওয়াজেব নয়।

তওয়াফ ক'রে ২ রাকআত নামায পড়লে একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান সওয়াব লাভ হয়। *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫নং)*

প্রকাশ যে, এই নামায লম্বা ক'রে পড়া এবং নামাযের শেষে হাত তুলে মুনাজাত বিধেয় নয়। *(আলমু'তামির অলহাজ্জ......, ইবনে উসাইমীন ৪০পৃঃ)*

১৫। নামায শেষে ডিব্বাতে রাখা যমযমের পানি পান করুন এবং তারপরে আল্লাহর কাছে ইচ্ছামত দুআ করুন। ঐ পানি মাথায় নিন। *(আহমাদ ৩/৩৯৪, ইরওয়াউল গালীল ৪/২০৩)* এ পানি বর্কতের পানি। যে নিয়তে পান করবেন, সে নিয়ত পূরণ হবে ইন শাআল্লাহ।

১৬। অতঃপর হাজারে আসওয়াদের নিকট গিয়ে সম্ভব হলে তা ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করুন। এ সুন্নত নবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত আছে। ভিড়ের কারণে সম্ভব না হলে কোন ক্ষতি নেই।

১৭। অতঃপর সাঈর উদ্দেশ্যে কা'বার দক্ষিণ-পূর্বে ১৩০ মিটার দূরে স্বাফা পাহাড়ের দিকে যাত্রা করুন।

তওয়াফের কতিপয় বিশেষ আদব

১। তওয়াফকারী তওয়াফে অনুনয়-বিনয়ের ভাব নিয়ে শান্ত ও বিনম্র হবে। হৃদয়কে তওয়াফের যিক্র-আযকারে উপস্থিত রাখবে। তার ভিতরে-বাহিরে, আকারে, চলনে, চাহনে ইসলামী আদব প্রকাশ পাবে। যেহেতু তওয়াফ হল নামাযের মত। সুতরাং নামাযের মতই তাতেও

আদব বজায় রাখবে। এই সময় হৃদয়-মনে যে সত্তার ঘরের তওয়াফ করছে, তাঁর মহত্ত্ব অনুভূত রাখবে।

২। প্রয়োজনে কথা বলতে পারে, তবে তা ভাল কথা হতে হবে।

৩। কোন কথা বা কর্ম দ্বারা অপরকে কষ্ট দেবে না। যেহেতু মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া হারাম; বিশেষ ক'রে এই হারাম শরীফে। যদি কেউ তাকে কষ্ট দেয়, তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে। কেউ ধাক্কা দিলে তার সাথে নরম কথা বলবে, তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে, মনে করবে, তাকেও কেউ ধাক্কা দিয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।" *(মুসলিম ২৫৯৪, আবূ দাঊদ ৪৮০৮নং)*

৪। বেশী বেশী যিক্র ও দুআ-দরূদ পড়তে থাকবে।

পাথর স্পর্শের পর্যায়ক্রম

উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, তওয়াফকারীর জন্য তওয়াফের শুরুতে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা সুন্নত। এই স্পর্শ হবে নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রম অনুযায়ী ঃ-

১। ঠোঁট দ্বারা স্পর্শ বা চুম্বন।

২। না পারলে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ ও তা চুম্বন।

৩। তাও না পারলে লাঠি বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ ও তা চুম্বন।

৪। তাতেও সক্ষম না হলে ডান হাত দ্বারা ইশারা করা এবং তা চুম্বন না করা।

৫। প্রত্যেক অবস্থায় তকবীর বলবে; তকবীর বলে শুরু করবে না। *(বিদায়াতুত্ তাওয়াফ অনিহায়াতুহ, বাকর আবূ যায়দ ১৫পৃঃ)*

ভুল আচরণ

۞ হারাম প্রবেশে কিছু ভুল আচরণ

১। অনেকে মনে করে যে, নির্দিষ্ট একটি দরজা দিয়ে হারাম প্রবেশ জরুরী। সুতরাং দেখা যায় যে, উমরাহকারী সেই দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ও তা খুঁজতে খুঁজতে নিজেকে ক্লান্ত ক'রে তোলে। এটি কিন্তু ভুল আচরণ। সঠিক হল, তার সুবিধামত যে কোন দরজা দিয়ে হারাম প্রবেশ করা যায়।

২। হারাম প্রবেশের সময় মনগড়া দুআ পড়া ভুল। যেহেতু হারাম প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি। যা বর্ণিত হয়েছে, তা সব মসজিদের জন্য ব্যাপক।

৩। মাসজিদুল হারামের জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নেই ধারণা ভুল। যেহেতু এ মসজিদও অন্যান্য মসজিদের মতই। সেখানে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায বিধেয়। অবশ্য হজ্জ-উমরাহ করার জন্য আগমনকারী যখন তাওয়াফের জন্য প্রবেশ করবে, তখন তার জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নেই। তার জন্য তওয়াফই যথেষ্ট।

۞ তওয়াফের কিছু ভুল আচরণ

১। তওয়াফের পূর্বে মনগড়া নিয়ত পড়া, নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা ভুল। যেমন বলা যে, 'নাওয়াইতু আন আতূফা সাবআতা আশওয়াত্বিল লিল-উমরাহ.........।' এই শ্রেণীর নিয়ত শরীয়তে প্রমাণিত নয়।

২। হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দেওয়া ওয়াজেব ও জরুরী মনে করা ভুল। যেহেতু হাত দিয়ে স্পর্শ অথবা ইশারাই যথেষ্ট।

৩। পাথর চুমার জন্য ভিড় ঠেলা, ধাক্কাধাক্কি করা, তাতে অপর মানুষকে কষ্ট দেওয়া এবং নিজেও কষ্ট পাওয়া। এর সবটাই হারাম। অনেকে এর চাইতে বড় হারাম কাজে লিপ্ত হয়, যখন তারা মহিলাদের

সাথে ধাক্কাধাক্কি করে!

আল্লামা ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'বরং বলা যায় যে, খুব বেশী ভিড় হলে হাত দিয়ে ইশারা করাই সুন্নত। যেহেতু এ ক্ষেত্রে চুম্বন ও স্পর্শ করার চাইতে ইশারাই উত্তম। কেননা, এই আমলই ভিড়ের সময় রসূল ﷺ করেছেন। আর এর দ্বারা অপরের কষ্ট থেকে নিজেকে এবং নিজের কষ্ট থেকে অপরকে রক্ষা করতে পারবে।' *(আল-মু'তামির অলহাজ্জ ফী মীযানিল খাত্বাই অস্-স্বাওয়াব ২৭পৃঃ)*

৪। নামাযের মত দুই হাত তুলে ইশারা করা। যেহেতু সুন্নত হল, কেবল ডান হাত দিয়ে ইশারা করা।

৫। ডান হাত দিয়ে ইশারা করার পর তা চুম্বন করা।

৬। ইশারা করার জন্য পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে যাওয়া। বারবার ইশারা করতে থাকা এবং তার ফলে চলা থামিয়ে ভিড় সৃষ্টি করা।

৭। হাজারে আসওয়াদের নিকট থেকে তওয়াফ শুরু না করা। কা'বার দরজা থেকে শুরু করা। এতে ঐ চক্কর বাতিল গণ্য হয়।

৮। পাথর চুম্বন দেওয়ার প্রতিযোগিতায় ইমামের আগে নামাযের সালাম ফিরা! আর সে ক্ষেত্রে সুন্নত পালন করতে গিয়ে ফরয নষ্ট ক'রে দেওয়া!

৯। তাওয়াফ ছাড়া অন্য সময় পাথর চুম্বন দেওয়া।

১০। এই বিশ্বাস যে, কালো পাথর স্বতঃ উপকারী। এই জন্য অনেকে তা স্পর্শ ক'রে নিজের ও সঙ্গে ছেলেমেয়েদের গায়ে-মুখে হাত বুলায়। অথচ এমনটি করা অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার পরিচয়। পক্ষান্তরে উপকার-অপকার একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকেই হয়ে থাকে। আর পাথর চুমতে হয় কেবল সুন্নত পালন ক'রে।

উমার ؓ পাথর চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, '(হে পাথর!) আমি জানি তুমি একটি পাথর। তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

১১। পবিত্র কা'বার তওয়াফ একটি ইবাদত, যাতে আছে মহান আল্লাহর দরবারে বিনয়-নম্রতা প্রকাশ। তওয়াফকারীর কর্তব্য হল, সত্য হৃদয় নিয়ে দুআ, প্রশংসা, আশা ও ভয়-ভরসার সাথে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। কিন্তু তওয়াফের চক্করে চক্করে কোন নির্দিষ্ট দুআ বর্ণিত হয়নি। কেবল দুই পাথরের মধ্যবর্তী জায়গায় 'রাব্বানা আ-তিনা.....' দুআ বলতে হয়। অথচ প্রচলিত ভুলগুলির মধ্যে একটি ভুল এই যে, লোকেরা সঙ্গে এমন বই-পত্র নিয়ে দেখে দেখে প্রত্যেক চক্করের জন্য খাস এমন সব দুআ পড়ে থাকে, কিতাব ও সুন্নাহতে যার কোন দলীল নেই। বরং তা মনগড়া বিদআত। অনেকে হয়তো যা পড়ে, তার মানেও বুঝে না। বরং তার সঠিক উচ্চারণও জানে না। অনেকে দোহারের মত অপরের পঠিত দুআর সম্পূর্ণ বুঝতে বা শুনতে না পেয়ে শেষের শব্দগুলি বলে। অথচ তাতে অর্থ বিগড়ে যায়। তাছাড়া এতে পার্শ্ববর্তী তওয়াফকারীদের বড় ডিস্টার্ব হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ সাহাবাগণকে সশব্দে কুরআন পড়তে নিষেধ ক'রে বলেন, "তোমরা একে অপরকে কষ্ট দিয়ো না এবং একে অপরের উপর ক্বিরাআতে শব্দ উঁচু করো না।" *(আহমাদ ৩/৯৪, আবূ দাউদ ১২৩২নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ)* এ যদি কুরআন পড়ার কথা হয়, তাহলে মনগড়া বিদআতী দুআ জোরেশোরে পড়ে অপরের ডিস্টার্ব করা কত বড় ভুল ? যে দুআ পড়ে তওয়াফকারী কোন মিষ্টতা অনুভব করে না। পক্ষান্তরে তারা যদি এমন দুআ ও যিক্র পড়ত, যার মানে বুঝে এবং যা তাদের মুখস্থ আছে, তাহলে তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত এবং কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত হত। পরন্তু তা-ই যথেষ্ট ও বর্কতময় হত।

১২। অনেকে কা'বাগৃহের দেওয়াল, গেলাফ, দরজা ইত্যাদি চুম্বন করে অথবা স্পর্শ ক'রে হাত চুমে। অনেকে হাত্বীমের লাইট, মাক্বামে ইব্রাহীম ইত্যাদি স্পর্শ ক'রে হাত চুমে অথবা গায়ে-মুখে বুলায়। কোন কোন মহিলা সেসব স্পর্শ ক'রে নিজ নিজ ছেলে-মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে

বর্কত গ্রহণ করে। এ সকল কর্ম আদৌ বৈধ নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, '(কা'বা ঘরের চারটি) কোণের মধ্যে দুই ইয়ামানী কোণ (রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ) ছাড়া অন্য দুই শামী কোণ স্পর্শ করা যাবে না। যেহেতু নবী ﷺ ঐ কোণ দুটিকেই স্পর্শ করেছেন এবং ঐ দুটিই ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর বহাল আছে। পক্ষান্তরে অন্য কোণ দু'টিকে স্পর্শ করা যাবে না, চুম্বন করাও যাবে না। বাকী থাকল কা'বাগৃহের অন্যান্য দিক (দেওয়াল), মাক্বামে ইব্রাহীম, পৃথিবীর যে কোনও মসজিদ বা তার দেওয়াল, আম্বিয়া ও সালেহীনগণের কবর, বায়তুল মাক্বদিসের পাথর, এ সকলও (তাবার্রুকের উদ্দেশ্যে) না স্পর্শ করা যাবে, আর না চুম্বন। এ কথায় সকল ইমামগণ একমত।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ২৬/১২১)*

১৩। রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা অথবা তা স্পর্শ করে হাত চুম্বন করা বা গায়ে-মুখে বুলানো। তা না পারলে ইশারা করা। এগুলির সবটাই ভুল আচরণ। সঠিক হল, সম্ভব হলে তা কেবল ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা। অতঃপর সে হাত চুমা সুন্নত নয়। যেমন স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করাও বিধেয় নয়।

১৪। পুরুষদের 'রমল' ত্যাগ করা। যা প্রথম তওয়াফের প্রথম তিন চক্করে সুন্নত। অবশ্য যদি ভিড়ের কারণে অথবা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ তা না করতে পারে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

১৫। অনেকে কেবল লুঙ্গি পরে থাকে এবং গরমের কারণে অথবা দেহে না রাখতে পারা কারণে চাদর না পরা। অনেকের লুঙ্গি তো নাভির নিচে নেমে যায় এবং তাতে লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়। এমন আচরণ হারাম। বিশেষ ক'রে মহিলাদের সামনে তা আরো গুরুতর হারাম।

১৬। হাত্বীমের ভিতর বেয়ে তওয়াফ করা। এই হাত্বীম আসলে কা'বা ঘরেরই একটি অংশ। সুতরাং তার ভিতর বেয়ে তওয়াব করলে কা'বার ভিতরে তওয়াফ হবে, তার চারিপাশে তওয়াফ হবে না। আর তাতে

তওয়াফই বাতিল গণ্য হবে। উমরার তওয়াফ হলে উমরাহ বাতিল এবং হজ্জের তওয়াফ (তওয়াফে ইফায়াহ) হলে হজ্জও বাতিল গণ্য হবে। তাছাড়া মহানবী ﷺ হাত্বীমের বাইরে থেকেই তওয়াফ করেছেন।

১৭। কা'বা ঘরকে বামে না রেখে ডানে বা অন্য দিকে রেখে তওয়াফ করা। যারা সপরিবারে উমরাহ করতে যায়, তাদের অনেকে ভিড়ের সময় মহিলাদেরকে লোকের ভিড় ও ধাক্কা থেকে বাঁচানোর জন্য দু'-তিনজন মিলে হাতে-হাত ধরে তাদেরকে ঘিরে তওয়াফ করে। ফলে কা'বা ঘর তাদের কারো বামে পড়ে, কারো ডানে এবং কারো সামনে বা পিছনে। এইভাবে তওয়াফ সঠিক ও শুদ্ধ নয়। যে তওয়াফে কা'বাগৃহ উল্টদিকে হবে, সে তওয়াফ বাতিল গণ্য হবে। যেহেতু তওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, কা'বাগৃহ তওয়াফকারীর বাম দিকে হতে হবে; যদিও সে বহনকৃত অবস্থায় তওয়াফ করে। (অর্থাৎ, কেউ খাটে শয়নাবস্থায় তওয়াফ করলে, তার পা দু'টি সামনের দিকে হতে হবে; যাতে কা'বা তার বাম দিকে পড়ে।)

১৮। তওয়াফে একজন গাইডের পিছনে সমস্বরে দুআ ও যিক্র পড়া। গাইড উচ্চকণ্ঠে দুআ বলে। অতঃপর একদল লোক তার অনুকরণে সমস্বরে সেই দুআ দোহরায়। এটি সুন্নাহর তরীকা নয়। তাছাড়া এতে রয়েছে হট্টগোল, গোলমাল ও অপর লোকের ডিস্টার্ব এবং তার ফলে এই নিরাপদ পবিত্র স্থানে অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়। পার্শ্ববর্তী অনেক মানুষের তওয়াফে বিনয়-নম্রতা, ভাবাবেগ ও আন্তরিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯। তওয়াফ এরিয়ার আশেপাশে যে সকল ইবাদতগুযার মানুষ থাকেন, তাঁদেরও উচিত নয়, উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাঅত ক'রে তওয়াফকারীদের ডিস্টার্ব করা। তাঁদের উচিত, নিম্নস্বরে কুরআন তেলাঅত করা, যাতে তওয়াফকারিগণ একাগ্রতার সাথে তওয়াফ করতে পারেন।

❁ 'তাহিয়্যাতুত ত্বাওয়াফ' পড়তে ভুল আচরণ

১। সরাসরি মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে নামায পড়া জরুরী মনে করা। আর তার ফলে চরম ভিড়ের মাঝেও লোকের ভিড় ঠেলে ঠেলে অনেকে নামায পড়ে থাকে। আবার অনেকের জন্য তাদের সঙ্গী-সাথীরা হাতে হাত দিয়ে জায়গা ঘিরে নামায পড়ার সুযোগ ক'রে দেয়। আর তার ফলে তওয়াফকারীদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। অনেকে জোর ক'রে তার কোল ঘেসে পার হয়ে তার নামায নষ্ট করে। বাড়াবাড়ির ফলে উভয়ে গোনাহতে লিপ্ত হয়ে যায়। অথচ সে ভিড়ে নামায না পড়ে হারামের যে কোন খালি জায়গায় নামায পড়লে ঐ নির্দেশও পালন হয় এবং সওয়াবও। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধত্ব মানুষকে শরীয়তের নির্দেশ পালনে কঠোর ক'রে তোলে।

২। এই নামাযের রুকূ-সিজদা ও বৈঠক ইত্যাদি লম্বা করা। অথচ তা মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর বিপরীত। যেহেতু তিনি এ নামাযকে হাল্কা ক'রে পড়তেন। তাছাড়া এতে জায়গা ঘিরে অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়। সুতরাং উচিত হল, হাল্কাভাবে দু' রাকআত নামায পড়ে উঠে গিয়ে অপরকে নামায পড়তে সুযোগ দেওয়া।

৩। এই নামাযের পর হা তুলে মুনাজাত করা। যেহেতু মহানবী ﷺ এই স্থানে দুআ করেছেন অথবা উম্মতকে করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রমাণিত নেই। আর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহানবী ﷺ-এর আদর্শ।

৪। মাক্বামে ইব্রাহীম স্পর্শ ও চুম্বন করা। এটি বিধেয় নয়। তাছাড়া তাবার্রুকের নিয়তে স্পর্শ ক'রে গায়ে-মুখে হাত বুলালে শির্ক হতে পারে।

৫। এই নামায বা অন্য নামায পড়ার সময় লুঙ্গি নাভির নিচে নেমে যাওয়া। এতে লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে নামায বাতিল হয়ে যায়।

স্বাফা-মারওয়ার সাঈ

নামায শেষে যমযমের পানি পান ক'রে সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ক'রে সাঈর জন্য স্বাফার দিকে যান। স্বাফার নিকটবর্তী হলে পাঠ করুন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

'ইন্নাস স্বাফা অল-মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ।' *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৮ আয়াত)*[২]

অতঃপর 'আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহ' বলে স্বাফার উপর চড়ে কেবলামুখ হন এবং কা'বা দেখার চেষ্টা করুন। তিনবার তকবীর পাঠ করুন। তবে হাত তুলবেন না বা হাত দ্বারা ইশারা করবেন না। অতঃপর এই দুআ বলুন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ (لاَ شَرِيْكَ لَهُ) أَنْجزَ وَعْدَهُ، وَنَصرَ عَبْدَهُ، وَهزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়্যী অয়্যুমীতু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু (লা শারীকা লাহ), আনজাযা ওয়া'দাহ, অনাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি সর্বমহান। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।

([২]) *এতটুকু পড়লেই যথেষ্ট। যেহেতু পূর্ণ আয়াত পড়ার ব্যাপারে বর্ণনা মিলে না।*

আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, (তাঁর কোন শরীক নেই।) তিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবে শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন। *(মুসলিম ১২১৮নং)*

অতঃপর দুই হাত তুলে যথাসাধ্য দুআ ও মুনাজাত করুন। এইভাবে যিক্র ও দুআ তিনবার করুন।

এখানে আপনি জান-মন ভরে মুনাজাত করুন। এটি হল একটি জায়গা, যেখানে দুই হাত তুলে মুনাজাত করা বিধেয়। আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, কারণ এ হল প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার জায়গা।

বড় দুঃখের বিষয় যে, কত শত মানুষ এ সুন্নাহ পালন করে না। বরং জলদি জলদি পাহাড়ের গোড়া ঘেঁসেই সামান্য ক্ষণ থেমে বা না থেমেই চলতে শুরু করে। এখানে নিজের স্বার্থেও সামান্য সময় ব্যয় করে না। সুতরাং আপনি আপনার সঙ্গী-সাথী ও আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক ক'রে সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন। বিশেষ ক'রে যদি আপনি দূর দেশ থেকে এসে থাকেন এবং দ্বিতীয়বার আসার কোন সুযোগ ও আশা না থাকে, তাহলে এ বিনা পুঁজির ব্যবসায় অবহেলা করবেন কেন?

দুআ শেষে স্বাফা থেকে নেমে মারওয়ার দিকে চলতে শুরু করুন। একটু দূরে গিয়ে সবুজ বাতি এলে যথাসাধ্য জোরে ছুটতে শুরু করুন। যেহেতু মহানবী ﷺ এখানে এত জোরে ছুটেছেন যে, তার ফলে তাঁর লুঙ্গি হাঁটুর কাছে উঠে গেছে। *(আহমাদ ১/৭৯)* অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, সবেগে ছুটার কারণে তাঁর লুঙ্গি হাঁটুর সাথে ঘুরছিল। *(ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাক্বী ৫/৯৮, হাকেম ৪/৭৯, দারাকুত্বনী ২৫৬২, ইবনে খুযাইমা ২৭৬৪নং)*

অতঃপর স্বাভাবিক গতিতে চলতে শুরু করুন। মারওয়ায় পৌঁছে তার উপরে চড়ে ক্বিবলামুখ ক'রে সাফায় যেভাবে দুআ আদি পড়েছিলেন সেইভাবে এখানেও পড়ুন। (কেবল আয়াতটি পড়বেন না এবং 'আবদাউ.....'ও বলবেন না।)

অতঃপর সেখান হতে নেমে স্বাফার প্রতি যাত্রা করুন। পূর্বে চক্রের মত এ চক্রেও স্বাভাবিক চলার স্থানে চলুন এবং দৌড়ের স্থানে দৌড় দিন। এইভাবে স্বাফার নিকট পৌঁছে দ্বিতীয় চক্র সমাপ্ত করুন। স্বাফায় চড়ে ঐ দুআ ও মুনাজাত পূর্বের মতই করুন। তবে পূর্বের মত ঐ আয়াত পড়বেন না এবং 'আবদাউ.....'ও বলবেন না।

এইরূপ সাত চক্র করুন; স্বাফা থেকে মারওয়া এক চক্র এবং মারওয়া থেকে স্বাফা এক চক্র। এইভাবে মারওয়াতে গিয়ে আপনার সাত চক্র শেষ হবে।

শেষ চক্রে মারওয়ায় পৌঁছে কোন দুআ-যিক্র নেই। আর শেষ করারও কোন দুআ নেই।

সাঈর মাঝে সাধ্যমত যিক্র ও তেলাঅত করুন। প্রকাশ যে, সাঈর জন্যও নির্দিষ্ট চক্রে নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। তবে এতে

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَم.

'রাব্বিগফির অরহাম ইন্নাকা আন্তাল আআযযুল আকরাম' দুআটি বলা যায়। এটি ইবনে উমার ﷺ ও ইবনে মাসউদ ﷺ পাঠ করতেন বলে প্রমাণিত আছে। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৩/৪০৪)*

সাঈর অন্যান্য মাসায়েল

❁ এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, সাঈ তওয়াফের পর ছাড়া শুদ্ধ নয়। সুতরাং কেউ যদি তওয়াফের পূর্বে সাঈ করে, তাহলে তার সাঈ শুদ্ধ হবে না। (হজ্জের তওয়াফ ও সাঈর কথা স্বতন্ত্র।)

❁ ওযূ অবস্থায় সাঈ করা মুস্তাহাব। ওযূ ছাড়া সাঈ করলে অথবা সাঈ করতে করতে ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে সাঈ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

❁ সঠিক মতে তওয়াফের মতই সাঈও একটানা করা জরুরী। মাঝে বাদ পড়লে নতুনভাবে সাঈ শুরু করতে হবে। অবশ্য সামান্য ক্ষণ বাদ

পড়লে (যেমন পানি পান করলে অথবা কোন প্রয়োজনে একটু থামলে অথবা ফরয নামায শুরু হয়ে গেলে জামাআতে নামায পড়লে) কোন ক্ষতি হবে না।

❁ অধিকাংশ উলামা সাঈতে পর্যায়ক্রম সাঈ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত গণ্য করেন। অর্থাৎ, স্বাফা থেকে শুরু ও মারওয়াতে শেষ করতে হবে। কেউ মারওয়া থেকে শুরু করলে ঐ চক্র বাতিল গণ্য হবে।

❁ নামাযের সময়ে সাঈর গমনাগমন পথ ছেড়ে হারামের ভিতরে নামায পড়তে চেষ্টা করুন। যেহেতু অনেক উলামার মতে সাঈর এরিয়া হারাম বা মসজিদের অংশ নয়। তবে ভিড় থাকলে আলাদা কথা।

❁ ঠেলা গাড়ি ইত্যাদিতে সওয়ার হয়ে সাঈ করায় কোন দোষ নেই। যেহেতু মহানবী ﷺ বিদায়ী হজ্জে সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়েই তওয়াফ ও সাঈ করেছিলেন। *(মুসলিম ১২৭৩নং)*

❁ স্বাফা-মারওয়া পাহাড় দু'টির উপর চড়া সাঈ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছলেই যথেষ্ট।

সাঈর কিছু ভুল আচরণ

১। প্রত্যেক চক্রের শুরুতে 'ইন্নাস স্বাফা অল-মারওয়াতা....' আয়াতটি পাঠ করা। অথচ সঠিক হল কেবল সাঈর শুরুতে স্বাফার উপর একবার পাঠ করা।

২। পুরো আয়াতটি পাঠ করা। সঠিক হল, কেবল 'ইন্নাস স্বাফা অল-মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ' পাঠ করা।

৩। সাঈর মনগড়া নিয়ত মুখে পড়া।

৪। প্রত্যেক চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দুআ পড়া। নির্দিষ্ট দুআ পড়ার কোন দলীল সুন্নাহতে নেই। সুতরাং ইচ্ছা ও সাধ্যমত আম যিক্র করা যায়।

৫। ইয়্‌ত্বিবা' করা। (ডান কাঁধকে বার ক'রে রাখা।) অথচ এটি কেবল প্রথম তওয়াফের সুন্নত।

৬। স্বাফা-মারওয়ায় দাঁড়িয়ে কা'বার দিকে ইশারা করা অথবা নামাযের মত দুই হাত তুলে ইশারা করা। অথচ এখানে সুন্নত হল দুই হাত তুলে মুনাজাত করা। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ স্বাফার উপরে দুই হাত তুললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও ইচ্ছামত দুআ করতে লাগলেন।' *(মুসলিম ১৭৮০নং)*

৭। ভিড় না থাকলেও দুই সবুজ বাতির মাঝে দৌড়ে পার না হওয়া। অথচ পুরুষদের জন্য সুন্নত হল দৌড়ে পার হওয়া। তবে শর্ত হল, তাতে যেন অন্য কেউ কষ্ট না পায়।

৮। পুরো পথটাই দৌড়ে চলা। এতে সুন্নাহর বিপরীত হয়, নিজেকে তথা অপরকে কষ্ট দেওয়া হয়। অনেক সময় অপরকে, বরং মহিলাকে ধাক্কা দেয়! অনেকে তা সুন্নত মনে ক'রে বা বেশী সওয়াবের আশায় করে না, বরং তাড়াতাড়ি সাঈ শেষ করার জন্য করে। অথচ এ কাজ এ কথার উপর দলীল যে, আল্লাহর ইবাদতে তার ধৈর্য নেই। তাই সে যেন বিরক্তির সাথে ভার হাল্কা করার জন্য ছটফট করে। পক্ষান্তরে উচিত হল, মুসলিমের হৃদয় ইবাদতে প্রশান্ত হবে, বক্ষ প্রশস্ত হবে এবং শরয়ী পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদত সম্পন্ন করবে।

৯। মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করা। এরূপ করলে স্বাফা পর্যন্ত প্রথম সাঈ বাতিল গণ্য হবে এবং স্বাফা থেকে শুরু ক'রে সাত চক্র পূর্ণ করতে হবে।

১০। হাজারে আসওয়াদ থেকে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তওয়াফের এক চক্র গণনা করার মত স্বাফা থেকে স্বাফা পর্যন্ত সাঈর এক চক্র গণনা করা। অথচ স্বাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক চক্র গণ্য হয়।

১১। হজ্জ-উমরাহ ছাড়া পৃথক সাঈ করা। অনেকে বিনা ইহরামে হজ্জ-উমরাহ ছাড়াই সাঈ করে এবং নফল তওয়াফের মত পৃথক ইবাদত মনে করে। অথচ এর কোন ভিত্তি নেই।

১২। ফরয নামায চলাকালেও সাঈ করা। অথচ সঠিক হল নামাযের ইকামত হলে সাঈ বন্ধ রেখে জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়া। অতঃপর বাকী সাঈ পূর্ণ করা।

১৩। কিছু লোক বড় কষ্টের সাথে স্বাফা-মারওয়ার শেষ প্রান্তে চড়ে, যাদের পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। এ আচরণ ভুল। সঠিক হল, কিছু উপরে চড়ে প্রশান্তির সাথে দুআ করা।

১৪। কিছু লোক ঠেলা-গাড়িতে সাঈ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু গাড়ি-ওয়ালা তাদেরকে দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সাঈ শেষ করে। তাদের ধান্দা থাকে এক সাঈ শেষ হলে আর এক সাঈ পাওয়া যাবে এবং তার ভাড়া পাবে। সুতরাং সাঈকারীর উচিত, গাড়ি-ওয়ালাকে ধীরে-সুস্থে চলতে আদেশ করা। যাতে সঠিকভাবে দুআ-যিক্র করতে সুযোগ লাভ করে। সম্ভবতঃ কিছু পয়সা বেশী দিলে সে তাতে সম্মত হবে।

১৫। কিছু লোক যখন তার আত্মীয়কে নিয়ে ঠেলা গাড়িতে সাঈ করে, তখন তার নির্দিষ্ট চলার পথ ছেড়ে লোকেদের হাঁটার পথে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ে। তাতে ঐ গাড়ির ধাক্কায় বহু মানুষের পা ক্ষত-বিক্ষত করে। বলা বাহুল্য, এ কাজ নিশ্চয়ই অন্যায়।

১৬। সাঈর পর দু' রাকআত নামায পড়া। মনে করা যে, এটা তাহিয়্যাতুত ত্বাওয়াফের মত সুন্নত। অথচ তা ভুল।

আরো কিছু ভুল আচরণ

কিছু লোক সাঈর পর মারওয়া-গেটকে জামাআতের সকলের সাক্ষাতের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে। তারা সাঈর শুরুতেই ঠিক করে নেয় যে, যার সাঈ সমাপ্ত হয়ে যাবে, সে মারওয়া-গেটে অপেক্ষা করবে। এর ফলে তারা ঐ গেটের কাছে প্রচণ্ড ভিড় সৃষ্টি ক'রে থাকে। অথচ উচিত হল, ভিড় থেকে বাঁচার জন্য অন্য গেটকে সাক্ষাতের বা মিলিত হওয়ার

স্থান হিসাবে নির্বাচন করা।

কিছু লোক জামাআতের লোকদের জন্য সময় বেঁধে দেয়। বলে, 'ঠিক আধা ঘন্টার পর অমুক জায়গায় যেন সাক্ষাৎ হয়। যেন দেরী না হয়।' ফলে অনেকে বকুনির ভয়ে তাড়াহুড়া ক'রে যথাসময়ে সাঈ শেষ করে এবং ঐ ইবাদতের স্বাদ পায় না।

প্রকাশ থাকে যে, স্বাফা ও মারওয়ার মাঝে দূরত্ব প্রায় সাড়ে চারশ' মিটার।

সাঈর পর করণীয়

১। সাঈ শেষ হলে মসজিদের বাইরে কোন সেলুনে যান এবং মাথা নেড়া করুন অথবা চুল ছোট করুন। অবশ্য নেড়া করাটাই উত্তম। যেহেতু মহানবী ﷺ যে মাথা নেড়া করবে তার জন্য তিনবার এবং যে চুল ছোট করবে তার জন্য একবার রহমতের দুআ করেছেন।

২। চুল চাঁছতে বা কাটতে শুরু করলে আপনি আপনার মাথার ডান দিক বাড়িয়ে দিন। এটাই হল মহানবী ﷺ-এর সুন্নত। *(মুসলিম ১৩০৫নং)*

৩। নেড়া করুন অথবা চুল ছোট করুন, পুরো মাথাটাই করুন। ছোট করলে মেশিন দিয়ে করাই উত্তম। যাতে পুরো মাথাতে চুল ছোট হওয়াটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪। স্বাস্থ্য-নিরাপত্তার খাতিরে নিশ্চিত হন যে, নাপিত নতুন ব্লেড ব্যবহার করছে এবং ক্ষুর জ্বালিয়ে তার জীবাণু দূর করছে। অন্যথা নাপিতের হাতে কোন সংক্রামক ব্যাধি আপনাকে আক্রমণ করতে পারে। বিশেষ ক'রে এড্স ও অন্যান্য সংক্রামক জাতীয় রোগজীবাণু ব্লেড বা ক্ষুরের মাধ্যমে সংক্রমণ করতে পারে। সুতরাং সাবধান!

চুল কাটার কিছু ভুল আচরণ

১। মাথার কিছু অংশ নেড়া ক'রে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা। এটি বড় ভুল আচরণ। এমন করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৪২৬নং)*

২। মাথার এখান সেখান থেকে কিছু চুল কেটে যথেষ্ট মনে করা। অথচ মোটামুটিভাবে পুরো মাথা থেকে চুল ছাঁটতে হবে।

৩। অনেকে চুল কাটার মত লোক না পেলে এবং সেলুনে প্রচন্ড ভিড় লক্ষ্য করলে বাসায় গিয়ে ইহরামের কাপড় খুলে সাধারণ কাপড় পরে চুল কাটে বা নেড়া করে। এ কাজ নিঃসন্দেহে ভুল। এমন লোকের উচিত, পুনরায় ইহরামের কাপড় পরে চুল কাটা অথবা নেড়া করা। এ কাজ না জেনে করলে কোন ক্ষতি হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/৬৩২)*

৪। চুল কাটার সময় ক্বিবলামুখে বসা।

৫। এর জন্য নির্দিষ্ট দুআ করা। অথচ তা বিদআত।

৬। সাঈ শেষে মারওয়ার উপরেই চুল কাটা। অথচ এখানে অন্য হাজী ও উমরাহকারীদের কষ্ট হয় এবং এত সুন্দর জায়গা নোংরা হয়ে যায়।

উমরাহ সমাপ্তি

মাথা নেড়া বা চুল ছাঁটা হয়ে গেলে আপনার উমরার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। এখন আপনি স্বাভাবিক কাপড় পরতে পারেন। আর ইহরামের কারণে যা যা হারাম ছিল, এখন সব আপনার জন্য হালাল।

সাঈর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইব্রাহীম عليه السلام ইসমাঈলের মা (হাজার; যা বাংলায় প্রসিদ্ধ হাজেরা) ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে (বর্তমান) মসজিদের সবচেয়ে

উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইব্রাহীম عليه السلام ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, 'হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু?' তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম عليه السلام সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর হুকুম কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, 'তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না।' অতঃপর হাজেরা ফিরে এলেন।

ইব্রাহীম عليه السلام চলে গেলেন। পরিশেষে যখন তিনি (হাজূনের কাছে) সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ ক'রে দু'হাত তুলে এই দুআ করলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। *(সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত)*

(অতঃপর ইব্রাহীম عليه السلام চলে গেলেন।) ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে ঐ মশকের পানি শেষ হয়ে গেল তখন তিনি নিজেও পিপাসিত হলেন এবং (ঐ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর

শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, (পিপাসায়) শিশু মাটির উপর ছট্‌ফট্‌ করছে। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তার পক্ষে সহনীয় ছিল না। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটতম পর্বত হিসাবে 'স্বাফা'কে পেলেন। তিনি তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে এলেন। অতঃপর যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের (ম্যাক্সির) নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত মানুষের মত দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। (যে উপত্যকার দুই প্রান্তে এখন সবুজ বাতি লাগানো আছে।) অতঃপর 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। (এইভাবে তিনি পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে) সাতবার (আসা-যাওয়া) করলেন।

নবী ﷺ বলেছেন, "এ কারণে (হজ্জের সময়) হাজীগণের এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সাঈ বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।"

এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই বললেন, চুপ! অতঃপর তিনি কান খাড়া করে ঐ আওয়াজ শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন যদি তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর। হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে (জিব্রীল) ফেরেশ্তাকে দেখতে পেলেন। ফেরেশ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি প্রকাশ পেল। হাজেরা এর চার পাশে

নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে তাকে হওযের রূপদান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার ভরা শেষ হলেও পানি উথলে উঠতে থাকল।

নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর করুণা বর্ষণ করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, তবে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত।" *(বুখারী)*

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাঈর আধ্যাত্মিকতা

উমরাহ আদায়কারীর উচিত, ব্যাপকভাবে এই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য স্মরণে রাখা। যখন সে এই মহান ইবাদত আদায় করে, তখন যেন এমন না হয় যে, তার দেহ আন্দোলিত হয় অথচ তার হৃদয় নিস্তব্ধ থাকে। উমরার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা থেকে তার অন্তর উদাসীন থাকে।

সাঈতে যে সকল হিকমত আছে, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। সাঈ আদায়কারী এই অনুভব করবে যে, সে মহান আল্লাহর একান্ত মুখাপেক্ষী; যেমন উম্মে ইসমাঈল সেই সুকঠিন দুরবস্থার সময় তাঁর মুখাপেক্ষিণী ছিলেন।

২। এ কথা স্মরণ করবে যে, যে ব্যক্তি ইব্রাহীম ও হাজার (আলাইহিমাস সালাম)এর আল্লাহর আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না। বরং তিনি তার দুআ কবুল করবেন। *(আযওয়াউল বায়ান ৫/৩১৮)*

৩। স্মরণ করবে যে, ইব্রাহীম নবী ﷺ আল্লাহর আদেশ পালন ক'রে, তাঁর প্রতিদানের আশা রেখে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে একাকী সেই জন-পানিহীন গৃহহীন প্রান্তরে ছেড়ে গিয়েছিলেন। যেখানে আল্লাহ ছাড়া তাঁদের কোন সাহায্যকারী ছিল না।

৪। মহান আল্লাহর মহাশক্তি ও অসীম কুদরত স্মরণ করবে। যিনি

ইচ্ছা করলে পাথর থেকেও পানি বের ক'রে বান্দাকে পান করাতে পারেন। যে পানি সেই যুগ থেকে আজ অবধি কোটি কোটি মানুষ পান করেছে, করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবে। সে পানি বন্ধ হবে না এবং সে পানি পান করতে বিশ্বের মুসলিমরা সদা আগ্রহী থাকবে। যেহেতু তাতে আল্লাহ বর্কতও রেখেছেন।

সতর্কতার বিষয় যে, সাঈ আদায়কারী এ কথা মনে করবে না যে, সে সাঈ করার সময় মা হাজেরার মত লোক বা পানি খোঁজার জন্য ছুটাছুটি করছে। কারণ, সে তো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে তা করছে।

উমরাহ সংক্রান্ত মাসায়েল

۞ যদি কেউ তওয়াফ বা সাঈর চক্কর সংখ্যায় সন্দেহে পড়ে, তাহলে তার দুই অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। তওয়াফ ও সাঈ করতে করতে যদি সংখ্যায় সন্দেহ হয়, তাহলে নিশ্চিতের উপর (অর্থাৎ, কম সংখ্যার উপর) ভিত্তি ক'রে বাকী চক্কর পূরণ করবে। অর্থাৎ, তিন চক্কর হল, না চার চক্কর --এই সন্দেহ হলে তিন চক্কর ধরে নিয়ে বাকী চার চক্কর পূরণ করবে।

২। সন্দেহ যদি তওয়াফ ও সাঈর স্থান ত্যাগ করার পরে হয়, তাহলে সন্দেহ প্রবল না হলে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। *(আল-মানহাজ, ইবনে উসাইমীন ৩২পৃঃ)*

۞ মূলতঃ তওয়াফ পায়ে হেঁটে করতে হবে। তবে যদি বার্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে হাঁটতে না পারে, তাহলে খাট, গাড়ি বা অন্য কিছুর উপর বহন অবস্থায় তওয়াফ বৈধ। যেহেতু মহানবী ﷺ বিদায়ী হজ্জে সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়েই তওয়াফ ও সাঈ করেছিলেন। *(মুসলিম ১২৭৩নং)*

۞ যে ব্যক্তি কোন অক্ষম বা শিশুকে বহন করা অবস্থায় তওয়াফ করবে, অসুবিধার কারণে 'রমল' মাফ হয়ে যাবে; যেমন ভিড়ের

কারণে হয়।

۞ প্রথম তিন চক্করে 'রমল' ছুটে গেলে, পরবর্তী চক্করগুলিতে তার কাযা নেই।

۞ বিশেষ ক'রে ভিড়ের সময় মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাৎ বেয়ে তওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই। পুরো মসজিদটাই তওয়াফের জায়গা। কেউ মসজিদের বারান্দায় অথবা দু' তলায় বা তিন তলায় তওয়াফ করে, তাও যথেষ্ট। কিন্তু সম্ভব হলে কা'বার পাশে পাশে তওয়াফ করাটাই উত্তম। অনুরূপ সাঈ নিচের তলায় উত্তম। কিন্তু উপর তলাগুলোতেও যথেষ্ট।

۞ মসজিদে প্রথম প্রবেশ করলে তওয়াফই হবে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ'। কিন্তু যদি ফরয নামায বাকী থাকে অথবা নামাযের ইকামত হয় অথবা বিত্র বা ফজরের সুন্নত ছুটার ভয় হয়, তাহলে নামায পড়ার পর তওয়াফ করতে হবে।

۞ তওয়াফ ও সাঈ করতে করতে নামাযের ইকামত হলে অথবা জানাযার নামায শুরু হলে, তওয়াফ বা সাঈ বন্ধ রেখে নামাযে শামিল হবে। অতঃপর নামায শেষ হলে তওয়াফ ও সাঈর বাকী অংশ সমাপ্ত করবে।

۞ উমরাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত এই নয় যে, তওয়াফের সাথে সাথেই সাঈ হতে হবে। বরং কেউ যদি সকালে তওয়াফ শেষ ক'রে আরাম নিতে বাসায় যায়, অতঃপর ঘুমিয়ে বিকালে সাঈ ক'রে উমরাহ শেষ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। তবে উত্তম এই যে, তওয়াফের পরেই সাঈ হবে। যেমন মহানবী ﷺ করেছেন।

۞ উমরাহতে বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজেব নয়। তবে তা ক'রে নেওয়া উত্তম ও সওয়াবের কাজ। সুতরাং কেউ যদি বিদায়ী তওয়াফ না ক'রে মক্কা ত্যাগ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু হজ্জে তা ওয়াজেব।

যেহেতু মহানবী ﷺ হাজীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "তোমাদের কেউ যেন (কা'বা)গৃহের সাথে শেষ সময় অতিবাহিত না ক'রে প্রস্থান না করে।" *(আহমাদ ১/২২২, মুসলিম ১৩২৭নং)* অবশ্য বিদায়ী তওয়াফের পরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এমনকি ব্যবসার পণ্যও ক্রয় করতে পারে; যদি তা অল্প সময়ের ভিতরে হয়। কিন্তু যদি সময় লম্বা হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয়বার বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। কিন্তু যদি তেমন লম্বা না হয়, তাহলে আর তওয়াফ করতে হবে না। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫৭)*

۞ তওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযূ শর্ত। *(ঐ ২/২৪৮)* সুতরাং তওয়াফ করতে করতে যদি আপনার ওযূ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বের হয়ে ওযূ ক'রে এসে নতুনভাবে তওয়াফ শুরু করুন। পক্ষান্তরে সাঈর জন্য ওযূ শর্ত নয়। (মতান্তরে তওয়াফের জন্যও ওযূ শর্ত নয়। তবে নবী ﷺ ওযূ করেই তওয়াফ করেছেন।)

۞ তওয়াফে লজ্জাস্থান ঢাকা জরুরী। সুতরাং তওয়াফ করতে করতে যদি কারো লজ্জাস্থান বের হয়ে যায় অথবা কেউ পাতলা কাপড় পরে তওয়াফ করে, তাহলে তার তওয়াফ বাতিল। যেহেতু হাদীসে আছে যে, "কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন কা'বা ঘরের তাওয়াফ না করে।" *(বুখারী ৩৫৯নং, আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

۞ তওয়াফ বা সাঈ করতে করতে যদি একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন অথবা পানি পান করেন অথবা এক তলা থেকে অপর তলায় যান, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

হারামে সতর্ক হন

۞ আপনার ইহরাম পরে থাকা অবস্থায় যদি নামায পড়তে হয়, তাহলে সতর্ক হন, যাতে আপনার কাঁধ খোলা না থাকে। যেহেতু কিছু লোক প্রায় সর্বদাই তাদের ডান কাঁধ বের ক'রে রাখে। এমনকি নামাযেও

তারা ঐভাবে কাঁধ খুলে রাখে। অথচ মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন একটা কাপড়ে নামায না পড়ে, যার কাঁধে কিছু নেই।" *(বুখারী ৩৫৯নং)*

۞ ইহরামের লেবাস পড়ে থাকা অবস্থায় সদা সতর্ক থাকুন, বিশেষ ক'রে পা দু'টিকে পেটের সাথে লাগিয়ে বসার সময় এবং ঘুমাবার সময়। যেহেতু এই সময় অনেকের অজান্তে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে।

۞ বসে থাকতে থাকতে অথবা শুয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর নামাযের সময় উঠে নামায পড়া বড় ভুল। কারণ, গভীর ঘুমের ফলে ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সে নামায বাতিল গণ্য হয়।

۞ কাতার বাঁধার সময় সতর্ক হন, যাতে কাতার সোজা হয় এবং আগের কাতার খালি না থাকে।

۞ ঠেলা-গাড়ি চালাবার সময় অথবা তার সামনে চলার সময় সতর্ক থাকুন। যাতে কাউকে কষ্ট না দেন অথবা কষ্ট না পান।

۞ হারামে বহু মহিলা সঠিক পর্দা করে না। সুতরাং আপনি আপনার চক্ষু সংযত রাখুন।

۞ সতর্ক থাকুন, যেন তওয়াফ ও সাঈতে ভিড়ের সময় আপনার পকেট মারা না যায়!

۞ সতর্ক থাকুন, যেন আপনার ঈমান চুরি না যায়, মাযার-পূজার কোন দলীল মক্কা-মদীনায় না পান। তওহীদের ডাক দিয়ে যেন মুশরিক হয়ে বাড়ি ফিরে না যান।

ঐ দেখুন না, কত পুরুষ-মহিলা কা'বার গিলাফে মাথা রেখে সিজদাহ করছে। গিলাফ চুম্বন করছে। গিলাফ ছুঁয়ে সেই হাত গায়ে-মাথায় বুলিয়ে নিচ্ছে। এ সব কি শির্ক নয়?

এক ব্যক্তি লুকিয়ে বড় সতর্কতার সাথে কা'বা শরীফের গিলাফের সুতো বের করছে। ঐ সুতো সে তাবীয বানিয়ে ব্যবহার করবে। সেটা কি শির্ক নয়?

বৃষ্টি নামলে হারামের দৃশ্য এক মনোরম। এ দেশে বেশী বৃষ্টি হয় না। তাছাড়া মক্কায় গরম বেশী বলে বৃষ্টির সময় অনেকে তওয়াফ করতে নামে এবং ভিজে ভিজে তওয়াফ ক'রে মনে আনন্দ নেয়। কিন্তু কেউ যদি মনে করে হারামের ঐ বৃষ্টি বর্কতময়, তাতে ভিজলে কোন উপকার আছে, তাহলে সেটা কি শির্ক নয়?

কা'বাগৃহের ছাদ থেকে সোনার 'মীযাব' (পানি পড়ার নল) বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। মাযারী পরিবেশের কোন কোন পুরুষ ও মহিলা গ্লাস নিয়ে সেই পানি ধরে পান করছে, কেউ বা তাতে গোসল করছে। কা'বা শরীফের ছাদ ধোওয়া এই পানি নাকি খুব বর্কতময়। এই পানি পাওয়া নাকি বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তা পান করলে অথবা তাতে গোসল করলে নাকি কোন উপকার হয়। এ সব কি শির্ক নয়?

কোন্‌টি উত্তম, নফল তওয়াফ, নাকি নফল নামায?

ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে উত্তম হল, উভয়ই আদায় করা। সুতরাং বেশী বেশী নামাযও পড়বে এবং তওয়াফও করবে। যাতে উভয় প্রকার কল্যাণ একত্রিত হয়। কোন কোন উলামা বলেছেন, যারা বিদেশ থেকে এসেছে, তাদের জন্য তওয়াফই উত্তম। যেহেতু তারা তাদের দেশে কা'বাগৃহ তথা তওয়াফের সুযোগ পাবে না। কিছু উলামা নামাযকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি মনে করি, উত্তম হল তওয়াফ ও নামায উভয়ই বেশী বেশী আদায় করা। যাতে দু'টির মধ্যে একটিরও ফযীলত ছুটে না যায়।' *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২৫৮)*

কোন্‌টি উত্তম, নফল তওয়াফ, নাকি বারবার উমরাহ?

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মক্কায় অবস্থানকারীর জন্য মক্কী উমরাহ করার চাইতে বেশী বেশী তওয়াফ করা উত্তম। যেমন সাহাবাগণ মক্কায় অবস্থান করলে তা করতেন। তাঁরা বেশী বেশী তওয়াফ করতেন এবং মক্কী উমরাহ করতেন না।.......

মক্কায় অবস্থানকারীর জন্য উমরাহ অপেক্ষা তওয়াফ উত্তম হওয়ার ব্যাপারে সেই ব্যক্তির কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, যিনি নবী ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত, সাহাবাগণের আসার এবং উম্মতের সলফ ও ইমামগণের আমল সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। যেহেতু কা'বাগৃহের তওয়াফ সেই সকল নৈকট্যদানকারী শ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের অন্যতম, যা আল্লাহর নিজ কিতাবে এবং তাঁর নবী ﷺ-এর মুখে বিধিবদ্ধ করেছেন। আর তা হল মক্কাবাসী -- অর্থাৎ, স্থায়ী-অস্থায়ী সকল বসবাসকারীর একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি হল তাঁদের একটি সার্বক্ষণিক নিয়মিত ইবাদত, যার দ্বারা তাঁরা সকল দেশের মানুষ হতে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ২৬/৫৪)*

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "ইবাদতে মৌলিক দু'টি শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। (যারা এক সফরে বারবার উমরাহ করে) তারা কি সাহাবা থেকেও ভাল কাজে বেশী আগ্রহী? আল্লাহর কসম! না। তারা তাঁদের থেকে বেশী আগ্রহী নয়। আল্লাহর শরীয়তের ব্যাপারে সাহাবা থেকে বেশী জ্ঞানী নয়। তারা একটি হাদীস পেশ ক'রে প্রমাণ করুক যে, সাহাবাগণ রমযান অথবা অরমযানে বারবার উমরাহ করতেন। জেনে রাখুন, এ ব্যাপারে কোন সহীহ অথবা যয়ীফ একটি হরফও নেই, যাতে প্রমাণ হয় যে, সাহাবাগণ রমযান বা অন্য মাসে

বারবার উমরাহ করেছেন। অথবা কেউ উমরাহ থেকে হালাল হলে আবার তানঈম গিয়ে আর একটি উমরাহ করবে। এমনকি মক্কাবাসীদের ফক্বীহ ইমাম আত্বা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'জানি না যে, যারা তানঈম গিয়ে উমরাহ করছে, তারা গোনাহগার হবে, নাকি সওয়াব পাবে!' অর্থাৎ, তাদের এ কাজে কষ্ট আছে, কোন সওয়াব নেই; আল্লাহর পানাহ। যেহেতু তারা শরীয়তের বহির্ভূত কাজ করে।" *(আল-লিক্বাউশ শাহরী ৪১/১)*

আর বিদিত যে, সে যুগে সফর অতিশয় কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মহানবী ﷺ তথা সাহাবা ﷺগণ এক সফরে একাধিক উমরার সুযোগ গ্রহণ করেননি। তাহলে এ যুগে সফর সহজ হওয়া সত্ত্বেও সে সুযোগ গ্রহণ করার কি যুক্তি থাকতে পারে?

মহিলার উমরাহ
একটি জরুরী শর্ত

সফর সাধারণতঃ বিপদ ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা দিয়ে ঘেরা। কিন্তু উমরার জন্য তাদের পক্ষে সফর জরুরী, যারা মক্কা থেকে দূরে বাস করে।

মহিলা যেহেতু দুর্বল, সেহেতু তাদের নিরাপত্তা ও হিফাযতের জন্য তার উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত এমন একটি মাহরাম পুরুষ সঙ্গে থাকার শর্ত আরোপ করেছে, যে তার দেখাশোনা করবে এবং তার বিশেষ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

সুতরাং মহিলা যদি স্বামী বা এমন কোন মাহরাম পুরুষ না পায়, যার সাথে তার চিরতরে বিবাহ হারাম, তাহলে তার উপর উমরাহ ওয়াজেব নয়। বরং তার জন্য একাকিনী সফরই হারাম।

ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে এবং

মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা একাকিনী সফর না করে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী (একাকিনী) হজ্জ করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়ে ফেলেছি। (এখন আমি কি করতে পারি?)' তিনি বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।" *(বুখারী ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

এ বিধানে যুবতী ও বৃদ্ধা, সুন্দরী ও অসুন্দরী সকল শ্রেণীর মহিলা অন্তর্ভুক্ত। যেমন সে সফর গাড়িতে হোক অথবা প্লেনে, সকল ক্ষেত্রে বিধান একই।

ইহরামে মহিলার লেবাস

ইবনুল মুনযির বলেন, 'আমরা যাঁদের নিকট থেকে ইল্ম গ্রহণ করেছি, তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, লেবাস ছাড়া অন্যান্য জিনিস হারাম হওয়ার ব্যাপারে মহিলারাও পুরুষদের মতই।'

মহিলাদের ইহরামের লেবাস সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল নিম্নরূপ ঃ-

১। মহিলা যে কোন লেবাসে ইহরাম বাঁধতে পারে। যেহেতু এর জন্য মহিলার কোন বিশেষ ধরন বা রঙের লেবাস হওয়ার শর্ত শরীয়ত আরোপ করেনি। সাদা, কালো, লাল, হলুদ, সবুজ যে কোন রঙের, ম্যাক্সি, শেলোয়ার-কামীস, স্কার্ট-ব্লাউজ যে কোন ধরনের পোশাকে ইহরাম বাঁধতে পারে। ইহরামে অন্যান্য রঙের উপর সবুজ রঙের কোন বৈশিষ্ট্য নেই; যেমন অনেক মহিলা মনে ক'রে থাকে। কিন্তু এ কথা জরুরী যে, সে লেবাস-পোশাক শরয়ী গুণের হতে হবে। যেমন, তা যেন ঢিলেঢালা হয় এবং টাইট-ফিট না হয়, পুরু হয় এবং পাতলা না হয়, সাদাসিধা হয় এবং দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়, অর্থাৎ, এমন সুন্দর কাপড় না হয়, যা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ফিতনা সৃষ্টি করে। সুন্দর পোশাকে ইহরাম বাঁধলে অবশ্য ইহরাম শুদ্ধ; কিন্তু তাতে উত্তম বর্জন করা হয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২২৫)*

(অবশ্য সুন্দর পোশাককে যদি বোরকা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই।)

২। ইহরাম অবস্থায় মহিলা অলঙ্কার পরে থাকতে পারে। তবে তা পরপুরুষের নজর থেকে গোপন করতে হবে, যাতে কেউ প্রলুব্ধ না হয়। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'মহিলা ইহরামে তাই পরবে, যা হালাল অবস্থায় পরে; রেশমবস্ত্র ও অলংকার ইত্যাদি।' *(মুসনাদে ইবনুল জা'দ ৩৪১৪নং)*

৩। মহিলা ইহরাম অবস্থায় দস্তানা ও নিকাব পরতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "মুহরিম মহিলা নিকাব বাঁধবে না এবং দস্তানা পরবে না।" *(আহমাদ ২/১১৯, বুখারী ১৮৩৮, আবূ দাউদ ১৮২৫-১৮২৬, তিরমিযী ৮৩৩নং প্রমুখ)*

কিন্তু তার সামনে কোন গায়র মাহরাম (যার সাথে কোন কালে বিবাহ বৈধ এমন) পুরুষ এলে মাথার ওড়না দিয়ে চেহারা ঢাকা ওয়াজেব। যেহেতু শরীয়তের সাধারণ দলীলসমূহ সেই কথাই প্রমাণ করে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২২৪)* যেমন সাহাবী মহিলাগণ করতেন; আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'কাফেলা আমাদের সামনে বেয়ে পার হত, তখন আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকতাম। তারা যখন আমাদের সামনাসামনি হত, তখন আমাদের প্রত্যেকে তার চাদরকে মাথার উপর থেকে চেহারায় টেনে নিত। তারপর তারা পার হয়ে গেলে আমরা চেহারা খুলে নিতাম।' *(আহমাদ ৬/৩০, আবূ দাউদ ১৮৩৩, বাইহাক্বী ৫/৪৮, আল্লামা আলবানীর নিকট হাদীসটি দুর্বল)*

৪। মহিলা ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধযুক্ত কাপড় পরতে পারে না। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মহিলা মুখে মুখোশ বা নিকাব বাঁধবে না এবং এমন কাপড় পরবে না, যা অর্স ও জাফরান দিয়ে রঙানো।' *(বুখারী)*

৫। যে কাপড়েই মহিলা ইহরাম বাঁধুক, সে কাপড় সে প্রয়োজনে পাল্টাতে পারে।

৬। মহিলা ইহরাম অবস্থায় পায়ে মোজা পরতে পারে। বরং পায়ের পাতার পর্দার জন্য তা পরাই উত্তম। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২২৪)* যেহেতু বিশেষ ক'রে গাড়িতে চাপা-নামার সময় তার পায়ের নলী নজরে আসে।

মহিলার উমরাহ করার পদ্ধতি

১। মীকাতে ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। মাসিক অবস্থায় থাকলেও এ গোসল করতে পারে।

যেহেতু এ অবস্থা তার এখতিয়ারে নয় এবং যাতে সে উমরাহ থেকে বঞ্চিতা না হয়ে যায় এবং তার সফর ও তার কষ্ট বেকার না যায়, সেহেতু এ অবস্থাতেও তার জন্য ইহরাম বাঁধা বৈধ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হজ্জ সফরে রসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। রাস্তায় তাঁর ঋতু শুরু হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি কাঁদতে লাগি। সেই সময় নবী ﷺ আমার নিকটে এলেন। বললেন, "কাঁদছ কেন?" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! যদি এ বছরে হজ্জে বের না হতাম (তাহলে ভাল হত)!' তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমার মাসিক শুরু হয়েছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "এটি তো এমন জিনিস যা আদম কন্যাদের উপর আল্লাহ অনিবার্য করেছেন। সুতরাং তুমি হাজী যা করে তাই কর, তবে পবিত্রা না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ করো না।" *(বুখারী ২৯৪, ৩০৫, মুসলিম ১২১১নং)*

২। দেহে আতর লাগানো মুস্তাহাব। অবশ্য শর্ত হল, তার সুগন্ধ যেন কোন গায়র মাহরাম পুরুষ না পায়। নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ ইহরামের আগে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তিনি তা দেখতেন এবং কোন আপত্তি জানাতেন না। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর সাথে মক্কায় বের হতাম। ইহরামের সময় আমাদের কপালে কস্তুরী লাগাতাম। অতঃপর আমাদের কেউ ঘেমে গেলে তার চেহারায় তা গড়িয়ে পড়ত। নবী ﷺ তা দেখতেন এবং আমাদেরকে মানা করতেন না।' *(বুখারী ১৫৩৭নং)*

৩। মেহেদি লাগানো। মহিলার হাতকে সর্বদা মেহেদি দিয়ে রঙিয়ে রাখা মুস্তাহাব। ইহরামেও কোন সমস্যা নেই। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'ইহরাম অবস্থায় মহিলা তার রেশমবস্ত্র, রঙ-রঞ্জনী ও অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারবে।' *(মুসনাদে ইবনুল জা'দ ৩৪১৪নং)*

৪। নেকাব, ওড়না বা চাদর দিয়ে মুখ ঢাকা বৈধ নয়। বৈধ নয় হাতমোজা দস্তানা পরা। তবে সামনে গায়র মাহরাম পুরুষ এলে ফিতনার আশঙ্কায় মাথার ওড়না বা চাদর টেনে মুখ ঢেকে নেওয়া ওয়াজেব। যেমন মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও অন্যান্য সলফদের স্ত্রীগণ করতেন। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/২২৪)*

৫। বেশী বেশী ক'রে তালবিয়্যাহ পড়া মুস্তাহাব। তবে গায়র মাহরাম পুরুষ আশেপাশে থাকলে নিম্নস্বরে পড়বে। যেহেতু মহিলাদের সমস্ত বিষয়ই গোপন ও পর্দার সাথে সম্পৃক্ত।

৬। তওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছোট-বড় উভয় প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্রা হওয়া জরুরী। সুতরাং মহিলা মাসিক অবস্থায় থাকলে অথবা সন্তান প্রসবের পর স্রাব অবস্থায় থাকলে অথবা ওযূ না থাকলে তওয়াফ শুদ্ধ নয়। যেহেতু তওয়াফ নামাযের মত। আর মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র মাসিক শুরু হলে মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি হাজী যা করে তাই কর, তবে পবিত্রা না হওয়া পর্যন্ত তওয়াফ করো না।" *(বুখারী ২৯৪, ৩০৫, মুসলিম ১২১১নং)*

৭। মহিলার জন্য সেই সময়ে তওয়াফ বিধেয়, যে সময় পুরুষদের ভিড় কম থাকে। নিরুপায় হলে অন্য কথা। তার সঙ্গে তার স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু পুরুষের ভিড়ে প্রবেশ করায় ফিতনার আশঙ্কা আছে। তওয়াফ কর্মেও সেই আশঙ্কা আছে। এই জন্য গভীর রাতে অথবা ভিড় হতে দূরে থেকে ধারে ধারে তওয়াফ করা উত্তম।

৮। ঐ পর্দা রক্ষার কারণেই মহিলা তওয়াফে 'রমল' করবে না এবং সাঈতে দুই সবুজ বাতির মাঝে দৌড় দেবে না। বরং সমস্ত চক্করে

স্বাভাবিকভাবে চলে তওয়াফ ও সাঈ শেষ করবে। যেমন পুরুষদের ভিড় ঠেলে কা'বার কাছে আসবে না এবং পাথর চুমার জন্য তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না।

৯। সাঈতে পবিত্রতার শর্ত নেই, বরং তা মুস্তাহাব। অতএব সাঈ করতে করতে যদি মাসিক শুরু হয়ে যায়, তবুও সাঈ স্বাভাবিক নিয়মে শেষ করবে।

১০। মহিলা সাঈ শেষে চুলের ডগা হতে আঙ্গুলের ডগা পরিমাণ কেটে ফেলবে। তার থেকে কম কাটবে না এবং তার থেকে বেশীও নয়। যাতে নারী-বৈশিষ্ট্যের কেশ-সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে।

উপর্যুক্ত আহকাম নিয়ে ভেবে দেখলে ইসলামী শরীয়তের মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেহেতু শরীয়ত মহিলার জন্য এমন সব বিধান দিয়ে রেখেছে, যা তার প্রকৃতি ও নারীত্বের সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ।

মহিলাদের কতিপয় ভুল আচরণ

۞ মাসিক বা স্রাব আছে বলে মীকাতে ইহরাম না বাঁধা এবং উমরার মনস্থ ক'রে মক্কায় প্রবেশ করা।

۞ মাসিক বা স্রাব থাকা অবস্থায় তওয়াফ করা। অনেকে লজ্জায় বলতে না পেরে সজনদের সাথে তওয়াফ ক'রে ফেলে। এ কাজ কিন্তু হারাম এবং পবিত্র স্থান তথা আল্লাহর সাথে বেআদবী।

۞ পাথর চুম্বন দেওয়ার জন্য পুরুষদের সাথে ঠেলাঠেলি করা এবং তাদের সামনে চেহারা খুলে চুম্বন দেওয়া। বেপর্দা হওয়ার সাথে এতে যে ফিতনা ও ফাসাদ রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। অনুরূপ রুকনে য়্যামানী স্পর্শ করার জন্য পুরুষদের সাথে পাল্লা দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং চুম্বন ও স্পর্শ ছেড়ে পুরুষদের ভিড় হতে দূরে থেকে ধারে ধারে তওয়াফ করবে, এতেই মহিলার বেশী সওয়াব হবে এবং সে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।

۞ নেকীর আশাধারিণী বোনটি আমার! মানবূয বিন সুলাইমান কর্তৃক বর্ণিত এই ঘটনাটি নিয়ে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন। তাঁর মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সাথে ছিলেন, তিনি বলেন, আয়েশার স্বাধীনকৃতা এক দাসী তাঁর নিকট এসে বলল, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি কা'বাঘরের সাত চক্র তওয়াফ করেছি এবং দুই-তিনবার হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দিয়েছি!' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে সওয়াব না দিন। আল্লাহ তোমাকে সওয়াব না দিন। পুরুষদের সাথে ঠেলাঠেলি কর? তুমি তকবীর বলে পার হয়ে গেলে না কেন?' *(বাইহাক্বী ৫/৮১, মুসনাদে শাফেয়ী ১/১২৭)*

۞ তওয়াফ, সাঈ ও নামাযে বেপর্দা হওয়া।

কেউ তো এত সুন্দর সেন্ট্ লাগিয়ে থাকে যে, সে পার হতেই অথবা তার নিকট বেয়ে পার হতেই পুরুষের মন মোহিত হতে বাধ্য!

কেউ বোরকা পরে থাকে; কিন্তু তার উপর এত চকচকে নকশা করা থাকে যে, পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যা আরো একটি বোরকা দিয়ে ঢাকা প্রয়োজন।

কেউ তো বোরকা পরে থাকে; কিন্তু নিচের দিক তুলে সুন্দর জরিদার কাপড়ের নিম্নাংশ প্রদর্শন করে।

কেউ আবার এমন টাই-ফিট পোশাক বা বোরকা পরে থাকে যে, তাদের দেহের উঁচু-নিচু স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

কেউ তো বোরকাই পরে না। কেবল ওড়না এবং অধিকাংশ রঙিন ছাপা ওড়না গায়ে-মাথায় দিয়ে থাকে। আর তাতে সম্পূর্ণ পর্দা অবশ্যই হয় না। তাদের পায়ের অলঙ্কার সহ হাতের ও কানের অলঙ্কারও নজরে আসে। যেহেতু তাদের চেহারায় নাকি পর্দা নেই।

কেউ পরে আসে পাতলা দামী পোশাক। কারো মাথার চুল থাকে বোরকা বা ওড়নার ভিতরে উটের কুঁজের মত উঁচু হয়ে।

কেউ আবার তার সাথে পায়ে নূপুর বেঁধে ঝমক ঝমক শব্দে তওয়াফ-সাঈ করে!

কোন কোন হতভাগিনী হারামে পুরুষদের সামনেই কাপড় পরিবর্তন করে, চুল আঁচড়ায়, লিপিষ্টিক লাগায়! কেউ আবার শিশুকে বুক খুলে দুধ পান করায়!

বিশেষ ক'রে বিদায়ী তওয়াফ করার সময় মহিলা যে সৌরভ ও সাজ-সজ্জার সাথে তওয়াফে নামে, তাতে পুরুষের দৃষ্টি-মন আকৃষ্ট হতে বাধ্য। যার ফলে পুণ্যের উদ্দেশ্যে আগতা ঐ মহিলা পাপ নিয়ে ঘরে ফিরে! অর্থাৎ, তার 'লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়।'

অনেক মহিলা মহিলাদের জায়নামাযে গিয়ে চেহারা খুলে দেয়। অথচ সেখানেও কুরআন রাখা আলমারী অথবা নেটের আড়ের ফাঁকে ফাঁকে অথবা তার উপর থেকে পুরুষদের নজর যায়। সেখানেও হারামের কর্মচারী ও অনেক উমরাহ আদায়কারী পৌঁছে থাকে। সুতরাং সর্বদা চেহারা ঢেকে রাখাই ওয়াজেব।

۞ পুরুষের পাশে ও সামনে নামায পড়া। অনেকে তওয়াফ করতে করতে জামাআত শুরু হয়ে গেলে পুরুষদের পাশেই দাঁড়িয়ে যায় নামাযে। অনেকে মাক্বামে ইব্রাহীমের পশ্চাতে নামায পড়া জরুরী মনে ক'রে পুরুষদের পাশে ও সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে!

۞ স্বাফা-মারওয়ার সবার উপরে কষ্টের সাথে চড়া। অথচ তা বিধেয় নয়।

۞ সাঈ শেষে গায়র মাহরাম পুরুষদের সামনেই চুল খুলে ছোট করা। অথচ তার জন্য ওয়াজেব পুরুষদের নজর থেকে আড়ালে থেকে চুল ছোট করা।

۞ অনেক মহিলা রাস্তায়, ফুটপাতে, হারামের আঙিনায় শুয়ে আরাম করে অথবা ঘুমিয়ে যায়। ফাঁকা জায়গায় পুরুষদের সামনে এমনভাবে শুয়ে

থাকা কোন মুসলিম মহিলার জন্য শোভনীয় নয়। বিশেষ ক'রে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমের ঘোরে বেখেয়াল হয়ে দেহ থেকে কাপড় সরে গিয়ে বেপর্দা হয়ে যায়। এটি হল এই পবিত্রতম জায়গায় বড় বড় বিরুদ্ধাচরণসমূহের অন্যতম।

۞ পুরুষদের মাঝে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হয়ে গেলে বের হওয়ার পথ পেলে, বের হয়ে গিয়ে মহিলাদের জায়নামাযে গিয়ে মহিলাদের সাথে নামাযে দাঁড়াবে। পথ না পেলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, তবুও পুরুষদের সাথে নামাযে দাঁড়াবে না। নামায শেষ হলে মহিলাদের নির্দিষ্ট মুসাল্লায় গিয়ে একাকিনী নামায আদায় ক'রে নেবে।

۞ অনেক মহিলা (এবং পুরুষও) কুরআন রাখার আলমারীতে ঠেস দিয়ে অথবা সেদিকে পা বাড়িয়ে বসে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এ কাজ আল্লাহর কিতাবের প্রতি বেআদবী এবং অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ফলশ্রুতি।

মহিলাদের জন্য সাধারণ উপদেশ

দ্বীনী বোনটি আমার! আমল কবুল হওয়ার একটি বিশেষ নিদর্শন হল, যাবতীয় পাপ থেকে তওবা করা এবং ভবিষ্যতে সুশীলা ও সৎশীলা হওয়ার পাক্কা সংকল্প করা। পাপের পর পাপবিনাশী পুণ্যকাজ কতই না সুন্দর। কিন্তু পুণ্যের পর পুণ্য আরো বেশী সুন্দর। আর পুণ্যের পর পুণ্যবিনাশী পাপ কতই না বিশ্রী!

সম্মানিতা বোনটি আমার! আজ আপনি আনুগত্যের পুণ্যে সম্মানিতা আছেন। কাল যেন পাপাচরণের লাঞ্ছনা ও ঔদাস্যের হীনতায় ফিরে না যান।

হে আয়েশার দৌহিত্রী! নগ্ন ফ্যাশন, নোংরা ফ্লিম এবং অশ্লীল পত্র-পত্রিকা থেকে আপনি বহু উর্ধ্বে। অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রী-কাতরতা পোষণ করা থেকে আপনার কোমল হৃদয় অনেক উর্ধ্বে। আপনার

চক্ষু ও মনকে যেমন পবিত্র রাখবেন, তেমনি পবিত্র রাখুন কানকে। সুতরাং পরের গীবত, চুগলী ও গান-বাজনা শোনা থেকে দূরে থাকুন।

হে আয়েশার দৌহিত্রী! আপনার সন্তান আপনার ঘাড়ে আমানত স্বরূপ। আপনি তাদেরকে ঈমানী তরবিয়ত দিন। তাদের হৃদয়-জমিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বত বৃক্ষ রোপণ করুন। যাবতীয় অশ্লীলতা ও নোংরা কাজ থেকে তাদেরকে দূরে রাখুন। অসৎ সঙ্গীর ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করুন। আপনি আপনার প্রতিপালকের আনুগত্য ও সচ্চরিত্রতার মাধ্যমে তাদের জন্য আদর্শ হন।

হে আয়েশার দৌহিত্রী! আপনার স্বামী আপনাকে পুণ্যময়ী স্ত্রীরূপে দেখতে পছন্দ করে। যখন সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনি তাকে খোশ ক'রে দেবেন। যখন সে কিছুর আদেশ করবে, তখন আপনি তা পালন করবেন। যেমন আপনার উপর তার একটি অধিকার এই যে, আপনি তাকে গ্রহণযোগ্য সুন্দর ভঙ্গিমায় সৎকাজের আদেশ দেবেন এবং তার সন্ধান দিয়ে তাকে সাহায্য করবেন, মন্দ কাজে বাধা দান করবেন এবং তাতে তাকে সতর্ক করবেন।

হে আয়েশার দৌহিত্রী! সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। সুতরাং আপনি যার সাথে উঠা-বসা করবেন, সে যেন পুণ্যময়ী ইবাদতকারিণী হয়। সে যেন সেই মহিলাদের দলভুক্ত না হয়, যে দুনিয়ার খেল-তামাশায় মত্ত থাকে এবং দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনা থাকে; যদিও সে আপনার অতি নিকটাত্মীয় হয় এবং একই বাড়িতে বসবাস করেন। মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মগামী হয়। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য ক'রে দেখে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৩৫৪৫নং)*

হে আল্লাহর বান্দী! আপনার উপর আপনার উম্মতের হক আছে, আপনার দ্বীনেরও অধিকার আছে। আপনি সে হক ও অধিকার আমল ও দাওয়াতের মাধ্যমে আদায় করুন। মহিলাদের মধ্যে ইল্ম ও দাওয়াতের

যে অভাব ও শূন্যতা থেকে গেছে, আপনি তা পূরণ করুন। আপনি আপনার সমশ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে অধিক অবগতা। সুতরাং তাদের জন্য দাওয়াতের সে দরজাকে উন্মুক্ত ও ময়দানকে খালি ছেড়ে রাখবেন না, যারা মহিলাদের মাঝে শির্ক, বিদআত ও নগ্নতা প্রচার করছে। অথচ আপনি মুখ বন্ধ ক'রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন!

শিশুর উমরাহ

❁ আপনার শিশুকে যদি উমরাহ করান, তাহলে তওয়াফের সময় খেয়াল করবেন যাতে, আপনার কোলে কা'বা তারও বাম দিকে হয়। সুতরাং বাম কোলে রাখুন অথবা ঘাড়ের উপরে বসান, যাতে তার ডান পা আপনার ডান কাঁধে এবং বাম পা বাম কাঁধে থাকে।

❁ আপনার শিশুদেরকে হারামের বারান্দা ও আঙিনায় খেলে ফিরতে ছেড়ে দেবেন না। যাতে নামাযীদের ডিষ্টার্ব না হয়। নচেথ তাতে আপনি গোনাহগার হতে পারেন। যেহেতু শিশুরা তো ভাল-মন্দ বুঝে না।

❁ যে শিশু পেশাব-পায়খানার সময় বলতে শিখেনি, তাকে পাম্পার্স (পেশাব-পায়খানা রোধক প্যান্ট) পরিয়ে রাখুন। যাতে তাদের পেশাব-পায়খানায় মসজিদ তথা তার কার্পেটাদি অপবিত্র ও নষ্ট না হয়ে যায়।

❁ আপনার শিশু বাচ্চাকে সতর্ক করুন, যাতে হারামে হাতের কাছে ঘুরতে থাকা পায়রাকে ধরতে না যায় অথবা কোন গাছ বা ঘাস না ছিঁড়ে ফেলে অথবা পড়ে থাকা কোন জিনিস কুড়িয়ে না নেয়।

❁ শিশুদের সাথে আপনার নাম-ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দিয়ে রাখুন। যাতে -- আল্লাহ না করুন -- সে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলে তা কাজে লাগে।

❁ শিশুকে এমন পোশাক পরাবেন না, যাতে তার গোপনীয় অঙ্গ প্রকাশ পায় এবং এমন পোশাকও নয়, যা মলিন ও অপরিচ্ছন্ন।

মক্কা মুকার্রামার বৈশিষ্ট্য

১। অধিকাংশ উলামার মতে কোন অমুসলিম মক্কার হারাম সীমানায় প্রবেশ করতে পারে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে। *(সূরা তাওবাহ ২৮ আয়াত)*

সুতরাং কোন মুসলিম পরিবারের জন্য কোন কারণেই বৈধ নয়, তাদের সঙ্গে কোন অমুসলিম ড্রাইভার বা দাসীকে মক্কায় নিয়ে আসা।

২। মক্কায় একবার নামায পড়লে এক লক্ষ বার নামায পড়া হয়। এক লক্ষ ফরয আদায় হয় না, বরং এক লক্ষ নামাযের সওয়াব লাভ হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা'বার মসজিদে) একটি নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৩৮৩৮ নং)*

আর (অনেকের মতে) হারাম সীমানার ভিতরে নামাযের সওয়াবও মাসজিদুল হারামের মতই।

৩। হারামের কোন (প্রকৃতিগতভাবে জন্মিত) গাছ কাটা যাবে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "মক্কাকে আল্লাহ 'হারাম' বানিয়েছেন, মানুষে নয়। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্য তার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো এবং কোন গাছ কাটা বৈধ নয়।" *(আহমাদ, বুখারী ১০৪, মুসলিম ১৩৫৪, তিরমিযী, নাসাঈ)*

৪। হারামে কোন ভাল কাজ করলে তার সওয়াব বহুগুণ হয়, যেমন কোন পাপকাজ করলে তার শাস্তিও বহুগুণ হয়। সওয়াবের পরিমাণ আকার ও সংখ্যায় আল্লাহর অনুগ্রহে বহুগুণ হয়। তবে নামায ছাড়া অন্য

কোন পুণ্যকাজের সওয়াবের নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্ণনায় কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট উক্তি নেই। পক্ষান্তরে পাপকাজের শাস্তি সংখ্যায় বহুগুণ নয়, বরং আকারে বহুগুণ হয়। তত্ত্বানুসন্ধানী উলামাগণ এই অভিমতই সঠিক বলেছেন। *(ইবনে বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/৩০৯)*

৫। মক্কার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে রয়েছে পৃথিবীর আদি ঘর, কা'বাতুল্লাহ। যেখানে রয়েছে পবিত্র হারাম। যেখানে প্রবেশ করলে মানুষ নিরাপত্তা লাভ করে। যেখানে এক পাথরের উপর রয়েছে ইব্রাহীম ﷺ-এর পদচিহ্ন।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴿آل عمران: ٩٦-٩٧﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বর্কতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী। ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাকামে ইব্রাহীম (পাথরের উপর ইব্রাহীমের পদচিহ্ন)। যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে। *(সূরা আলে ইমরান ৯৬-৯৭ আয়াত)*

আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোন্‌টি?' উত্তরে তিনি বললেন, "মাসজিদে হারাম।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "মাসজিদে আক্বসা।' আমি বললাম, 'উভয়ের মধ্যে সময় ব্যবধান কত?' তিনি বললেন, "চল্লিশ বছর।" *(বুখারী ৩৪২৫, মুসলিম ৫২০নং)*

৬। যে কা'বাগৃহ হল সমগ্র মুসলিম জাহানের একমাত্র ক্বিবলাহ।

যেদিকে মুখ ক'রে সকল মুসলমান নামায আদায় করে।

৭। প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় যে ক্বিবলাকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে বসা বৈধ নয়।

৮। মক্কার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে হজ্জ-উমরাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সে উদ্দেশ্যে সেখানে এলে ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করতে হয়।

৯। মক্কা ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে সামর্থ্যবানের যাওয়া ওয়াজেব। সেখানে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন ঘর নেই, যার তওয়াফ সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর ফরয। সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও এমন পাথর নেই যার চুম্বন ও স্পর্শ মানুষের পাপক্ষয় করে।

১০। মক্কা পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে অবস্থিত। মক্কা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর জন্মভূমি। এখানে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ মাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রিতে। একদা মক্কার উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর নিকট সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ভূমি, সবার চাইতে প্রিয় ভূমি। আমি যদি তোমার বক্ষ থেকে বহিষ্কৃত না হতাম, আমি বের হতাম না।" *(আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ৩৯২৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩১০৮-নং)*

১১। মক্কা নিরাপদ নগরী, সকলের নিরাপদ স্থল। অর্থাৎ, এখানে কোন

শত্রু-ভয়ও থাকে না। জাহেলিয়াতের যুগেও মানুষ হারাম সীমানায় কোন প্রাণের দুশমনেরও প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। ইসলাম তার এই মর্যাদা ও পবিত্রতাকে কেবল অবশিষ্টই রাখেনি, বরং তার আরো তাকীদ ও প্রসার করেছে।

এ নিরাপত্তায় মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছ-পালা সবই শামিল। মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় এই শহরকে আল্লাহ সেদিন 'হারাম' (পবিত্র ও সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন, যেদিন তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া সম্মানে

সম্মানিত। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে যুদ্ধ বৈধ করা হয়নি। আর আমার জন্যও (মক্কা-বিজয়) দিনের কিছু সময় ছাড়া তা বৈধ করা হয়নি। সুতরাং তা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া সম্মানে সম্মানিত। তার কাঁটা কাটা যাবে না, তার শিকার চকিত করা হবে না, প্রচার উদ্দেশ্য ছাড়া তার পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না। তার ঘাস কাটা যাবে না।” ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু ইযখির ঘাস? তা তো কর্মকার (জ্বালানীর কাজে) এবং ঘরের ছাদ দেওয়ার কাজে লাগে।' তিনি বললেন, “ইযখির ঘাস ব্যতিক্রম।” *(বুখারী, মুসলিম ১৩৫৩নং)*

১২। মক্কা মুসলিমদের পুণ্যক্ষেত্র বা বারবার ফিরে আসার জায়গা (সম্মিলনক্ষেত্র)। যে একবার বায়তুল্লার যিয়ারতে ধন্য হয়, আরো একাধিকবার আসার জন্য তার মন ব্যাকুল থাকে। এটা এমন স্পৃহা যা কখনও মিটে না, বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ﴿سورة البقرة ١٢٥﴾

অর্থাৎ, সেই সময়কে (স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম....। *(সূরা বাক্বারাহ ১২৫ আয়াত)*

১৩। এই সেই ঈমানী নগরী। ঈমান-আপ্লুত হৃদয় নিয়ে প্রথম যে এখানে আসবে, সে অবশ্যই খুশীতে চোখের পানি ফেলবে।

হারামের বৈশিষ্ট্যসূচক বস্তুসমূহ

❁ মক্কার হারাম-সীমা

মক্কার হারাম সীমা যা মাসজিদুল হারামকে চারিপাশে পরিবেষ্টন ক'রে আছে। এই সীমারেখার মধ্যবর্তী স্থানের সম্মান, মক্কার সম্মানের মতই। আল্লাহ সেদিন একে 'হারাম' (পবিত্র ও সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন, যেদিন তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তা কিয়ামত

পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া সম্মানে সম্মানিত।

বর্ণিত করা হয় যে, জিবরীল ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-কে হারামের সীমানার উপর দাঁড় করিয়ে তার উপর পাথর রাখতে আদেশ করেন। তিনি তা পালন ক'রে হারাম-সীমানা চিহ্নিত করেন। সুতরাং তিনিই সর্বপ্রথম হারামের চৌহদ্দি নির্ধারিত ক'রে পাথর স্থাপন করেন। উক্ত চিহ্নই হল হারাম ও তার বাইরের ভূমির মাঝে পার্থক্যসূচক। মক্কা-বিজয়ের পর মহানবী ﷺ তামীম বিন আসাদ খুযায়ীকে পাঠিয়ে তা নবায়িত করেন। পরবর্তীতে মুসলিম খলীফা ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ তার চারিপাশে আরো সীমানা-চিহ্ন স্থাপিত করেন। যার ফলে পাহাড়, উপত্যকা ও বিভিন্ন স্থানে মোট সীমানা-চিহ্নের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৪৩টি। জ্ঞাতব্য যে, হারাম সীমানার মোট পরিমাপ হল ৫৫০ বর্গ কিলোমিটার।

❁ পবিত্র কা'বাগৃহ

প্রসিদ্ধ মতানুসারে কা'বাগৃহ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ফিরিশ্তা দ্বারা।

তারপর তার পুনর্নির্মাণ করেন আদম ﷺ।

তারপর ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম)।

তারপর জাহেলী যুগে কুরাইশগণ। কিন্তু ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর দেওয়াল তুলতে অক্ষম হয় এবং কিছু অংশ (হাত্বীম) ছেড়ে রাখে। এই সময় মহানবী ﷺ-এর বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনিও ঐ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় 'হাজারে আসওয়াদ' সস্থানে কে রাখবে তা নিয়ে কলহ বাধে। প্রত্যেক গোত্রের লোকেরা বলতে লাগল, 'হাজারে আসওয়াদ আমরাই রাখব।' শেষ পর্যন্ত তাদের আপোসে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল। কিন্তু পরক্ষণে তারা একমত হল যে, আগামী কাল সকালে সর্বপ্রথম যে এখানে উপস্থিত হবে, তারা তারই উপর এই বিবাদের মীমাংসা-ভার অর্পণ করবে। বলা বাহুল্য, সকালে সর্বপ্রথম এসে উপস্থিত হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। তারা তাঁকে দেখে বলল, 'এ তো

সেই আল-আমীন।’ সুতরাং তারা তাঁকে বিচারক বলে মেনে নিল। তিনি মীমাংসার জন্য একটি কাপড় বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদকে কাপড়ের মাঝে রাখলেন এবং বিবদমান গোত্রের নেতাদেরকে তার এক একটি প্রান্ত ধরে তুলে কা’বার কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি নিজ হাতে তুলে পাথরটিকে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। *(আহমাদ, হাকেম)* আর এইভাবে তিনি সুকৌশলের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ছোবল থেকে কুরাইশকে রক্ষা করলেন।

তারপর ইব্রাহীমী ভিত্তির উপর সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর পুনর্নির্মাণ করেন।

তারপর কুরাইশী ভিত্তির উপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পুনর্নির্মাণ করেন। বর্তমানে সেই নির্মাণই বিভিন্ন তরমীমের সাথে বহাল আছে।

❀ কা’বাগৃহের ভিত

এত যুগ পার হওয়ার পরেও কা’বাগৃহের ভিত এত মজবুত যে, তার আশেপাশে বারবার খোঁড়া হয়েছে, তার উপর কত স্রোত বয়ে গেছে তা সত্ত্বেও তার উপর কোন প্রভাব পড়েনি। ১৪২৭ হিজরীতে এক অনুসন্ধানে উক্ত ভিতের অবস্থা পরীক্ষা ক’রে দেখা যায় যে, তার পাথরগুলি পরস্পরের সাথে এমন মজবুতভাবে খাঁজাখাঁজি হয়ে স্থাপিত যে, সেগুলির মাঝে কোন সংযুক্তকারী পদার্থ না থাকা সত্ত্বেও বেশ ভাল অবস্থায় আছে এবং তার উপর গাঁথনি ও নির্মাণ খুব সহজেই চলতে পারে। *(তারীখু মাক্কাহ ক্বাদীমান অহাদীসান দ্রঃ)*

❀ কা’বাগৃহের ভিতরের দৃশ্য

কা’বাগৃহের ভিতরে তার ছাদকে ধরে রাখার জন্য তিনটি কাঠের খুঁটি আছে। যার ব্যাস-পরিধি ৪৪ সেন্টিমিটার। প্রবেশকারী ডান দিকে
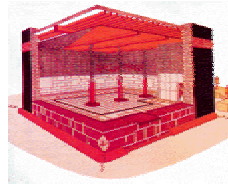
উপরে চড়ার সিড়ি আছে। তার উপর দরজা আছে এবং তাতে তালা লাগানো আছে।

❀ কা’বাগৃহের ছাদ ও দরজা

পূর্বে কা’বাগৃহের ছাদ ছিল না। প্রথম ছাদ স্থাপিত হয় কুরাইশদের নির্মাণ কাজে। যেমন পূর্বে কা’বাগৃহের দু’টি দরজা ছিল। লোকেরা পূর্ব দরজা দিয়ে প্রবেশ করত এবং পশ্চিম দরজা দিয়ে বের হত। কুরাইশরাই পশ্চিম দরজাকে বন্ধ ক’রে দিয়েছে।

বর্তমানের দরজাটি ২৮০ কিলো স্বর্ণ দ্বারা মোড়া। দরজাটির দৈর্ঘ্য ৩,১০ মিটার, প্রস্থ ১,৯০ মিটার, মোটা ৫০ সেন্টিমিটার, ভূমি থেকে ২,২৫ মিটার উঁচুতে স্থাপিত আছে। দরজা ও গিলাফের উপরে বহু কুরআনী আয়াত খচিত আছে।

❀ কা’বাগৃহের চাবি

কা’বাগৃহের খিদমত তথা তার দরজা খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্ব ইসমাঈল ﷵ ও তাঁর বংশধরের হাতে ছিল। জাহেলী যুগে বনী শাইবার উসমান বিন ত্বালহার হাতে ছিল। ৮ম হিজরীতে মক্কা-বিজয়ের পর মহানবী ﷺ সেই দায়িত্ব ও কা’বাগৃহের চাবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “এই নাও হে বনী ত্বালহা! চিরদিনকার জন্য এ দায়িত্ব তোমাদের উপর থাকবে। আর যালেম ছাড়া তা তোমাদের নিকট থেকে কেউ ছিনিয়ে নেবে না।” *(ত্বাবারানীর কাবীর ১১/১২০, আওসাত্ব ১/৩০১)*

এ চাবি আজও বনী শাইবার হাতেই আছে। চাবিটি ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা। এটিকে খাঁটি স্বর্ণের কামদানি করা রেশমের থলেতে রাখা হয়, যা কা’বাগৃহের গেলাফ প্রস্তুতকারক কারখানা প্রত্যেক বছর প্রস্তুত করে থাকে।

❁ হাজারে আসওয়াদ

কা'বাগৃহের দক্ষিণ দিকে (পূর্বকোণে) প্রায় ১ মিটার ১০ সেন্টিমিটার উপরে গ্রথিত কৃষ্ণপ্রস্তর (কালো পাথর)কে হাজারে আসওয়াদ বলা হয়। এটির দৈর্ঘ্য ২৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ১৭ সেন্টিমিটার। পাথরটি রূপার পাত দিয়ে বাঁধানো আছে।

পাথর চুম্বন বলতে উদ্দেশ্য হল, ঐ রূপার মোড়কের ভিতরে কালো পাথরটি। রূপার পাত বা তার পাশের পাথরে চুম্বন নয়।

❁ পাথরটির রঙ

মহানবী ﷺ বলেন, "হাজারে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তা দুধের চেয়েও সাদা ছিল। পরবর্তীতে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো ক'রে দিয়েছে।" *(তিরমিযী ৮৭৭নং)*

উক্ত হাদীসের নিগূঢ় তত্ত্ববিষয়ক অর্থ বর্ণনা ক'রে ইবনুয যাহীরাহ বলেন, 'জেনে রাখা উচিত যে, পাপ যদি (শক্ত) পাথরকে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে (নরম) হৃদয়কে প্রভাবিত করতে পারে আরো বেশী। সুতরাং পাপ থেকে দূরে থাকা জরুরী।'

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই এই পাথর (হাজারে আসওয়াদ) কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে; এর হবে দুটি চক্ষু, যার দ্বারা সে দর্শন করবে। এর হবে জিহ্বা, যার দ্বারা সে কথা বলবে; সেদিন সেই ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দান করবে যে ব্যক্তি যথার্থরূপে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে খুযাইমাহ ২৩৮২নং)*

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২নং)*

একদা ইবনে উমার ﷺ হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ ক'রে হাত চুম্বন দিয়ে

বললেন, 'আমি যখন থেকে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তা চুম্বন দিতে দেখেছি, তখন থেকে চুম্বন দিতে ছাড়িনি।' *(মুসলিম ১২৬৮নং)*

❁ মুলতাযাম

হাজারে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী ২ মিটার পরিমাণ দেওয়ালকে 'মুলতাযামে' বলা হয়। এখানে বুক, চেহারা, হাত ও বাহু রেখে আল্লাহর নিকট দুআ করা যায়, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ভিক্ষা করা যায়। তওয়াফে বিদা' বা তার আগে পরে যে কোন সময়ে করতে পারে। দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়েও দুআ করা যায়। *(মানাসিকুল হাজ্জ, ইবনে তাইমিয়্যাহ ৩৮৬পৃঃ, আলবানী ২৩পৃঃ)*

আল্লামা ইবনে বায বলেন, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এখানে দুআ করেছিলেন, বিধায় অপরের জন্য কোন দোষ হবে না। *(আল-মিনহাজ ৬৮পৃঃ)*

❁ হাত্বীম বা হিজ্র

কা'বাগৃহের পশ্চিম দিকে একটি (প্রায় ৮ মিটার লম্বা) ত্যক্ত জায়গা অর্ধ গোলাকার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে। এই জায়গার নাম হাত্বীম। 'হাত্বীম' মানে ঃ ভগ্ন। যেহেতু এটি কা'বাগৃহের ভগ্নাংশ। ঐ পর্যন্ত ইব্রাহীম ﷺ-এর বানানো কা'বা ছিল। কুরাইশরা যখন তার পুনর্নির্মাণ করে, তখন অতটা অংশ পুরা করার মত অর্থ সংকুলান হয় না।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হিজ্র কি কা'বার অংশ?' উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'তাহলে তা কা'বার মধ্যে শামিল নয় কেন?' বললেন, "তোমার সম্প্রদায়ের অর্থ কম পড়ে গিয়েছিল।" *(বুখারী ১৫৮৪নং)*

এ মর্মে তিনি আশা পোষণও করেছিলেন যে, ফিতনার আশঙ্কা না হলে তিনি কা'বা ভেঙ্গে ইব্রাহীমী বুনিয়াদের উপর পুনর্নির্মাণ করবেন। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর তাঁর মক্কার উপর আধিপত্যকালে সেই

আশা পূরণকল্পে কা'বা ভেঙ্গে হিজ্‌রকে শামিল ক'রে ইব্রাহীমী বুনিয়াদের উপর লম্বা আকারে পুনর্নির্মিত করেন। কিন্তু তারও পরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর আধিপত্যকালে সে কাজ অসমীচীন মনে ক'রে কা'বা ভেঙ্গে পূর্বের সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, যে অবস্থায় নবী ﷺ-এর যুগে ছিল। বর্তমানে হাত্বীম ছেড়ে কুরাইশী বুনিয়াদের উপর তাঁরই নির্মাণ অবশিষ্ট আছে। *(মুসলিম ১৩৩৩নং দ্রঃ)*

সুতরাং যদি কেউ কা'বাগৃহের ভিতরে নামায পড়তে আগ্রহী হয় এবং হিজ্‌রে নামায পড়ে, তাহলে তার কা'বাগৃহের ভিতরেই নামায পড়া হয়। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'একদা আমি আগ্রহ প্রকাশ করলাম যে, কা'বাগৃহে প্রবেশ ক'রে নামায পড়ব। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ আমার হাত ধরে হিজ্‌রে প্রবেশ করালেন এবং বললেন, "কা'বাগৃহের ভিতরে নামায পড়তে চাইলে এখানে নামায পড়। যেহেতু এটিও কা'বাগৃহের একটি অংশ।" *(তিরমিযী ৮৭৬, নাসাঈ ২৯১৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কা'বা ঘরে প্রবেশ করব না কি?' তিনি বললেন, "তুমি হিজ্‌রে প্রবেশ কর। তা কা'বা ঘরেরই অংশ।" *(নাসাঈ ২৯১৪নং)*

❁ রুক্‌নে ইয়ামানী

ইয়ামান দেশের দিকে কা'বাগৃহের যে কোণ অবস্থিত সেই কোণকে 'রুক্‌নে য়্যামানী' বলে। এ কোণটি ইব্রাহীমী বুনিয়াদের উপর হাজারে আসওয়াদের পূর্বে (কা'বার দক্ষিণ দিকে) অবস্থিত। মহানবী ﷺ তাঁর তওয়াফে এই কোণ স্পর্শ করতেন। তিনি বলেছেন, "(হাজারে আসওয়াদ ও রুক্‌নে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২নং)*

❁ মাক্বামে ইব্রাহীম

মাক্বামে ইব্রাহীম সেই পাথরটির নাম, যে পাথরটির উপরে দাঁড়িয়ে ইব্রাহীম (عليه السلام) কা'বার দেওয়াল গেঁথেছিলেন। দেওয়াল উঁচু হয়ে গেলে উক্ত পাথরে দাঁড়ালে সেটি শূন্যে উপর দিকে উঠে দেওয়াল গড়তে সাহায্য করেছিল।

এ পাথরটি পূর্বে কা'বাগৃহের লাগালাগি ছিল। পরবর্তীতে খলীফা উমার (رضي الله عنه) তা সরিয়ে বর্তমান জায়গায় রেখেছেন। তিনি দেখেছিলেন তওয়াফকারী ও মুসল্লীদের চলাফেরায় বাধা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে, তাই তিনি এ কাজ করেছিলেন। *(ফাতহুল বারী ৮/১৯)*

মাক্বামে ইব্রাহীমের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা সেই কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপনের পর থেকে আজও পর্যন্ত হারামে অবশিষ্ট রয়েছে। অথচ তা কতবার চুরি করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে কত বার তার উপর বন্যার স্রোত বয়ে গেছে।

মহান আল্লাহ হাজরে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইব্রাহীম উভয় পাথরকে পাথর-প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের পূজা থেকে রক্ষা করেছেন। তারা সে দু'টির পূজা করেনি, অথচ তারা সে দু'টির প্রতি তাদের খুব যত্ন ও মহব্বত ছিল।

ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর পায়ের চিহ্ন (দাগ বা পাঁজ) ইসলামের শুরুর দিকে স্পষ্ট ছিল। পরবর্তীতে তা (বিদআতী খেয়ালের অজ্ঞ) লোকেদের স্পর্শের কারণে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

শায়খ ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'মাক্বামে ইব্রাহীম' এই জন্য বলা হয় যে, 'মাক্বাম' মানে দাঁড়ানোর জায়গা। যেহেতু ইব্রাহীম (عليه السلام) উঁচু দেওয়াল দেওয়ার সময় তাতে দাঁড়িয়েছিলেন। বলা হয় যে, তাঁর পদচিহ্ন ঐ পাথরে

স্পষ্ট ছিল। পরবর্তীতে বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার ফলে এবং (অজ্ঞ) লোকেদের বেশী বেশী স্পর্শের কারণে তা মিটে গেছে। *(আল-মুমতে' ৭/৩০১)*

পরবর্তীতে গম্বুজাকার কাঁচ-নির্মিত একটি ছোট ঘরে পাথরের উপর সেই পদচিহ্নকে রূপার পাত দিয়ে মুড়ে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

❁ যমযম কুয়া

যমযমের কুয়া একটি অলৌকিক জিনিস। পবিত্র এই পাথুরে ভূমিতে মহান আল্লাহ ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস সালাম)এর মু'জিযা স্বরূপ পানি উৎসারিত করেছিলেন। যে পানির কোন শেষ নেই। এত তোলা হয়, এত খাওয়া, ধোওয়া ও বহন করা হয়, তবুও তার কোন কমতি নেই।

কুয়াটি কা'বা থেকে ২১ মিটার দূরে (পূর্বে) অবস্থিত। এই কুয়ার গভীরতা হল ৩০ মিটার। ৪ মিটার নিচে পানির অবস্থান। ১৩ মিটার নিচে আছে ঝরনাধারা। প্রতি মিনিটে প্রায় ৬৬০ লিটার পানি তোলা হয়।

এ পানির মধ্যে আরোগ্য আছে, এতে পিপাসা মিটে ক্ষুধাও দূর হয়। এ পানি যেন দুধের মত। যে ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর সুন্নত পালন ক'রে আরোগ্য লাভের নিয়তে পান করবে, সে আরোগ্য লাভ করবে। যে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের নিয়তে পান করবে, সে জ্ঞান-বুদ্ধি পাবে। এ কথা অনেকের পরীক্ষিত।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৮৮৪ নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

বলা বাহুল্য, যমযমের পানি পবিত্র ও বর্কতময় পানি। যা বর্কতের নিয়তে পান করা বিধেয়। অবশ্য তাতে ওযূ-গোসল ও কাপড় ধোয়াও বৈধ।

❁ মাসজিদে তানঈম

এটি মাসজিদে আয়েশা নামে প্রসিদ্ধ। এ মসজিদটি হারাম সীমানার

বাইরে সেই জায়গায় অবস্থিত, যে জায়গা থেকে ৯ম হিজরীতে নবী ﷺ-এর সাথে হজ্জ করতে এসে ঋতুমতী হয়ে পড়লে প্রথমে উমরাহ করতে না পেরে হজ্জের পরে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরাহ করেন।

মসজিদটি মাসজিদুল হারাম থেকে প্রায় সাড়ে সাত কিলোমিটার দূরে মদীনা রোডে (মক্কা শহরের ভিতরেই) অবস্থিত।

❁ শি'ব

'শি'ব' দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু জায়গাকে বলে। মহানবী ﷺ-এর জীবন-চরিতে এর উল্লেখ আসে। এই শি'বে কুরাইশরা নবুঅতের সপ্তম বছরের শুরুতে বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবকে অবরোধ ক'রে রাখে। তখন এর নাম ছিল 'শি'বে আবী তালেব'। অতঃপর তার নাম হয় 'শি'বে বনী হাশেম'। বর্তমানে এর নাম 'শি'বে আলী'। এখানে মহানবী ﷺ ও আলী رضي الله عنه-এর জন্ম হয়। বর্তমানে হারামের পূর্ব দিকে সেই জায়গায় একটি ইসলামী পাঠাগার কায়েম আছে।

❁ দারুন নাদওয়াহ

'দারুন নাদওয়াহ' কুরাইশদের সংসদ ভবন, যা কুসাই বিন কিলাব তাদের সমাবেশ ও সম্মিলনের জন্য নির্মাণ করেছিল। সুতরাং সেখান থেকেই তাদের যুদ্ধ-সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি গ্রহণ হত। সে ভবনেই তাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হত। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে আমীর ও খলীফাগণ সেই ভবনেই আশ্রয় গ্রহণ করতেন।

এ ভবনটি মাসজিদুল হারামের উত্তরে অবস্থিত ছিল। অতঃপর সন ২৮৪ হিজরীতে আল-মু'তাযিদ আব্বাসীর শাসনামলে সম্প্রসারণের সময় সেটিকে মসজিদে শামিল ক'রে নেওয়া হয়। সেই দিকে হারামের একটি গেট রেখে তার নাম দেওয়া হয়েছে, 'বাবুন নাদওয়াহ' বা নাদওয়াহ গেট।

❁ গারে হিরা

হিরা গুহা নূর পর্বতের উপরে অবস্থিত। এটি হারাম থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এর উচ্চতা প্রায় ২৮১ মিটার। এর উপর চড়া মোটেই সহজ নয়। গুহা পর্যন্ত পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ১ ঘন্টা। গুহাটির মুখগহ্বর প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার চওড়া এবং এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মিটার। উঁচু প্রায় ২ মিটার।
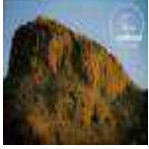
এখানে মহানবী ﷺ নবুঅতের পূর্বে আল্লাহর ইবাদত করতেন। রমযান মাসের (২১, ২৫ বা) ২৭ তারীখে সোমবার রাত্রে জিবরীল ﷺ সেখানে প্রথম অহী নিয়ে অবতীর্ণ হন।

জিবরীল তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে রেশমী বস্ত্রখন্ডে লিখিত কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনি পড়ুন।' তিনি বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" অতঃপর ফিরিশ্তা তাঁকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন। এতে তিনি কষ্টবোধ করলেন। ফিরিশ্তা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, 'আপনি পড়ুন।' তিনি আবারও বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না।" অতঃপর তৃতীয়বারে অনুরূপ পড়তে আদেশ করে বললেন,
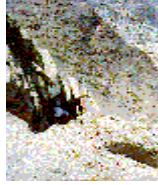
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

অর্থাৎ, পড়ুন আপনার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ঘনীভূত রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রভু মহাদয়ালু। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন; শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। *(সূরা আলাক ১-৫ আয়াত)*

এই ঘটনার পর তিনি ভীত-কম্পিত অবস্থায় খাদীজার নিকট ফিরে এলেন। তাঁকে সমস্ত খবর খুলে বলে চাদর ঢাকা দিতে বললেন। স্ত্রী খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বললেন, 'আপনি এ ঘটনায় সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কক্ষনো না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কোন দিন লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেন, সত্য কথা বলেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।' *(বুখারী + মুসলিম)*

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত গুহা দেখার জন্য যেতে পারেন। কিন্তু সওয়াব বা তাবার্রুকের নিয়তে যাওয়া বিদআত।

❁ গারে সওর

সওর পাহাড় হারাম থেকে দক্ষিণে প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পাহাড়টির উচ্চতা প্রায় ৪৫৮ মিটার। গুহার উচ্চতা প্রায় ১,২৫ মিটার। দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন মিটার এবং প্রস্থও সাড়ে তিন মিটার। এর দু'টি মুখ আছে। এখান পর্যন্ত পৌঁছতে বড় কষ্টের সাথে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘন্টা।

এই সেই গুহা, যেখানে হিজরতের সময় আবূ বাক্‌র ﷺ মহানবী ﷺ-কে পিঠে তুলে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন।

লাগাতার খোঁজাখুঁজির পর মুশরিকরা উক্ত গুহার দ্বারপ্রান্তেও উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রতিহত ও অসফল করেছিলেন।

আবূ বাক্‌র ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম। উপর দিকে মাথা তুলে দেখতেই মুশরিকদের পা আমার নজরে পড়ল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! ওদের কেউ যদি তার মাথা

নিচের দিকে নামায়, তাহলে তো আমাদেরকে দেখে নেবে।' নবী ﷺ বললেন, "সেই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ?" এরপর অনুসন্ধায়ীরা পিছন হটে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। *(বুখারী)*

উক্ত গুহায় মহানবী ﷺ আবূ বাকরের সাথে ৩ দিন অবস্থান করেছিলেন। পরিশেষে তাঁদের ব্যাপারে অনুসন্ধান শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত গুহা দেখার জন্য যেতে পারেন। কিন্তু সওয়াব বা তাবার্রুকের নিয়তে যাওয়া বিদআত।

হারামের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস

অন্যান্য জায়গার তুলনায় হারাম সীমানায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য কুড়ানো বৈধ নয়, যে ব্যক্তি তা কুড়িয়ে প্রচার করবে অথবা এ মর্মে বিশিষ্ট অফিসে জমা করবে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "প্রচারকারী ছাড়া তার পড়ে থাকা জিনিস কারো জন্য কুড়ানো বৈধ নয়।" *(বুখারী ২৪৩৪, মুসলিম ১৩৫৫নং)*

বলাই বাহুল্য যে, তা কুড়িয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট অফিসে জমা ক'রে দেওয়াই উত্তম। যেহেতু বর্তমানে মক্কী ও মাদানী হারামে এ বিষয়ক বিশেষ অফিস রয়েছে। আর এ কাজ সম্ভব নয় যে, কেউ তা কুড়িয়ে নিয়ে হারামের এত লোকের মাঝে প্রচার করবে। কত দেশের কত ভাষার লোকের মাঝে এত বিশাল বিস্তৃত হারামে কিভাবে তা সম্ভব হবে?

তাছাড়া অনেক জিনিস আছে, যা দেখতে প্রায় এক রকম। আর সে ক্ষেত্রে এক জনের জিনিস অন্য জনের কাছে চলে যেতে পারে এবং অনেক দুর্বল ঈমানের মানুষ তা তার বলে দাবী ক'রে বসতে পারে।

মহানবী ﷺ-এর উমরাহ সংখ্যা

মহানবী ﷺ তাঁর জীবনে চারটি উমরাহ করেছিলেন।

১। সন ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়্যাহর উমরাহ। কিন্তু তাতে মুশরিকরা বাধা সৃষ্টি করলে তওয়াফ-সাঈ ছাড়াই কুরবানী ক'রে হালাল হয়ে গিয়েছিলেন।

২। সন ৭ম হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে গত বছরের কাযা উমরাহ।

৩। সন ৮ম হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে জিঈর্রানার উমরাহ।

৪। সন ১০ম হিজরীতে বিদায়ী হজ্জের সাথে কৃত উমরাহ। *(বুখারী ১৭৭৮নং)*

(লক্ষণীয় যে, কষ্ট সফরে তিনি বহুবার উমরাহ করার সুযোগ গ্রহণ করেননি। করলে কি তাঁর উমরাহ সংখ্যা ওদের থেকে কম হত, যারা এক সফরেই ২/৪ বা তার থেকে বেশী উমরাহ ক'রে থাকে?)

উমরাহ আদায়কারীর জন্য উপকারী কার্যক্রম

যাতে আপনার উমরার সফর পরিপূর্ণ উপকারী হয়, এই সফরে যাতে আপনি পুরোপুরি লাভবান হতে পারেন, তার জন্য প্রস্তাবিত একটি কার্যক্রম পেশ করা হচ্ছে। তা বাস্তবায়ন করলে অনেক উপকৃত হবেন ইন শাআল্লাহ।

১। ফজরে আযানের প্রায় ১ ঘন্টা পূর্বে হারামে যান এবং বিতরের নামায আদায় করেন। এটি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এবং মহানবী ﷺ ঘরে-সফরে কোন সময় তা বর্জন করতেন না। আর এতে বুঝা যায় যে, এর বড় গুরুত্ব আছে।

মহানবী ﷺ ১১ রাকআত বিত্র (তাহাজ্জুদ) পড়তেন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'নবী ﷺ রমযান অরমযান সকল সময়ে ১১

রাকআতের বেশী (রাতের) নামায পড়তেন না।’ *(বুখারী, মুসলিম)*

তারপর যদি সম্ভব হয়, তাহলে তওয়াফ করুন। যেহেতু এই সময়টি আজীব রূহানী সময়! অবশ্য রূহানী ও প্রশান্তির এই অনুভব তারই আসতে পারে, যে বেশী রাত না ক’রে সত্বর ঘুমিয়ে যাবে। নচেৎ ঘুমের ঘোরে সে অনুভব নাও হতে পারে।

২। প্রত্যেক নামাযের জন্য সকাল সকাল হারামে উপস্থিত হন। বরং আপনি মসজিদে থাকাকালে যেন নামাযের আযান হয়।

৩। আযান হলে মনোযোগ সহকারে শুনে আযানের জবাব দিন। আযান শেষে নির্দিষ্ট দুআ পড়ুন। এ ব্যাপারে বিশাল সওয়াব যেন আপনার হাতছাড়া না হয়।

৪। অতঃপর ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত পড়ুন। যেহেতু মহানবী ﷺ সফরেও এ সুন্নত ত্যাগ করতেন না।

৫। কাতার পূর্ণ ও সোজা করতে যত্নবান হন। যথাসম্ভব সামনের কাতারে দাঁড়ান। এতে কিন্তু অনেকে অবহেলা প্রদর্শন করে।

৬। নামায শেষে যিক্র পড়তে ভুলে যাবেন না। যেহেতু অনেকে জানাযার কথা ঘোষণার অপেক্ষায় থেকে যিক্রও ভুলে বসে। অতঃপর জানাযা শেষে নানা বর্ণের নানা দেশের নানা বৈচিত্রের যাতায়াতকারী মানুষ দেখতে মশগুল হয়ে যায় এবং ভুলে যায় যিক্র করতে।

৭। অতঃপর সকাল পর্যন্ত সূর্য এক বল্লম উঁচু হয়ে ওঠা অবধি (অর্থাৎ সূর্য ওঠার পর থেকে প্রায় ১৫ মিনিট অবধি) যিক্র ও তেলাঅত করতে থাকুন। পরিশেষে উঠে দু’ রাকআত নামায পড়ুন। এতে আপনি প্রচুর সওয়াব পাবেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে, তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ

হয়।” বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।” অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী ৫৮৬, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*

৮। চাশ্তের নামাযের সওয়াব যেন আপনার হাতছাড়া না হয়। যেহেতু তা বিশাল।

মহানবী ﷺ বলেন, “প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্তের দুই রাকআত নামায।” *(মুসলিম ৭২০ নং)*

আর এই সময় থেকেই উক্ত নামাযের সময় শুরু হয়। শেষ হয় সূর্য ঢলার আগে। অর্থাৎ যোহরের আযানের প্রায় ১০ মিনিট আগে। মহানবী ﷺ এই নামায আট রাকআত পড়তেন।

৯। বাসায় ফিরে গেলে যোহরের যথেষ্ট পূর্বে হারামে আসুন। অতঃপর আযান পর্যন্ত নফল নামায অথবা কুরআন পড়ুন। নামাযের পরেও কিছুক্ষণ বসে তেলাঅত করুন। অনুরূপ আসরের সময়ও করুন। অবশ্য অনেকের জন্য আসরের পর বসাটা বেশী সহজ মনে হয়।

১০। আসরের আযানের পর ৪ রাকআত সুন্নত পড়ুন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়ে।” *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৮৪নং)*

১১। মাগরেবের আযানের যথেষ্ট পূর্বে হারামে থাকার চেষ্টা করুন। যথানিয়মে আযানের উত্তর দিন। যদি আপনি গভীরভাবে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, সূর্যাস্তের এই সময়টিতে আজীব প্রভাব আছে।

১২। নামাযের পর জান্নাতের কোন বাগান অনুসন্ধান ক'রে তাতে অর্থাৎ, কোন ইল্মী দর্সে বসে যান এবং এশা পর্যন্ত এই সময়ের জন্য সওয়াবের আশা রাখুন।

১৩। এশার পরে হারামে বসতে বড্ড ভাল লাগে। বিশেষ ক'রে কা'বার চত্বরে নামায, তেলাঅত, তওয়াফ, যিক্র বা দুআ করতে এক প্রকার মানসিক প্রশান্তি অনুভব হয়।

হারামে বেশী বেশী নামায পড়ুন

প্রায় সকল মুসলিমই জানে এ মসজিদে নামায আদায়ের ফযীলতের কথা। যেমন আমরা আগেও বলেছি, এখানে একটি নামায পড়লে এক লক্ষটি নামায পড়া হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা'বার মসজিদে) একটি নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৩৮৩৮নং)*

এ হল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট প্রতিদান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক উমরাহ আদায়কারী এ প্রতিদানের কথা উপেক্ষা করে। এত এত সওয়াবের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তারা মক্কা-মদীনা সফর করে বটে, কিন্তু উক্ত বিশাল সওয়াবের কথা মাথায় রাখে না। ফলে অনেকে ফরয নামযটা পড়তেও সময় দিতে পারে না। বরং মার্কেটে মার্কেটিং করতে, স্বজনদের জন্য উপহার-সামগ্রী কিনতে, কোন পাহাড় বা পার্কে বেড়াতে অথবা কোন ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করতে হারামের নামায গুল ক'রে দেয়! অথচ জানে না যে, তারা কত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করে দেশে ফিরে যাবে!!

হারামে তেলাঅতের কার্যক্রম

পবিত্র এই স্থানে সময় আবাদ করার মত অসীলা তেলাঅত ছাড়া অন্য কিছু নেই। বহু নেক মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা কুরআন কারীম হিফ্য করছেন ও তার অর্থ বুঝে তেলাঅত করছেন, আমল করতেও যত্নবান হচ্ছেন।

এ কথা বিদিত যে, সেই তেলাঅত উপকারী, যে তেলাঅতে মুসলিম কুরআনের অর্থ বুঝে, তার দ্বারা প্রভাবিত ও উপদেশপ্রাপ্ত হয়। যখন কোন আদেশ আসে, তখন তা পালন করে বা পালন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। যখন কোন নিষেধ আসে, তখন তা পালন করে বা পালন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। কোন রহমতের আয়াত এলে, আশান্বিত হয়ে আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করে। কোন আযাবের কথা এলে, ভীত হয়ে আযাব থেকে আশ্রয় চায়। তেলাঅতের একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিম গভীর মনোনিবেশের সাথে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবে, তার আদেশ-নিষেধ পালন করবে এবং তা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ). [ص :٢٩]

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*

অবশ্য কুরআন তেলাঅত করার সময় এমন উচ্চ স্বরে করবেন না, যাতে অন্য তেলাঅতকারী বা নামাযরত ব্যক্তির ডিষ্টার্ব না হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। সুতরাং কি নিয়ে আলাপ করছে, তা যেন সে লক্ষ্য করে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের পাশে কুরআন সশব্দে না পড়ে।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৯৫১নং)*

কুরআন শোনার সুযোগ হলে ভেবে দেখবেন, হৃদয়ে প্রভাবিত হওয়ার জন্য শোনা আপনার পক্ষে বেশী উত্তম, নাকি তেলাঅত করা? শোনা বেশী প্রভাবশালী মনে হলে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যেহেতু উদ্দেশ্য হল, আয়াতের অর্থ অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করা, মানে বুঝা এবং সেই মত আমল করা। *(স্বালাতুল্লাইল অত্-তারাবীহ ৪৬পৃঃ)*

সাধারণভাবে কুরআন তেলাঅতের বড় ফযীলত ও অনেক সওয়াব আছে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে এর বিনিময়ে একটি নেকী অর্জন করবে। আর একটি নেকী দশগুণ করা হবে। (অর্থাৎ, একটি অক্ষর তেলাঅতের প্রতিদানে ১০টি নেকীর অধিকারী হবে।) আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। (বরং এতে রয়েছে তিনটি অক্ষর।)" *(তিরমিযী ৫/ ১৭৫, সহীহুল জামে ৫/৩৪০)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ তা কিয়ামতের দিন পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী রূপে আবির্ভূত হবে।" *(আহমাদ, মুসলিম, সহীহুল জামে' ১১৬৫নং)*

কুরআন তেলাঅতের কার্যক্রম পেশ করার আগে কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া উত্তম হবে ঃ-

১। উমরাহ করতে গিয়ে মক্কায় যে কয়টা দিন থাকবেন, তা নিশ্চয় অল্প এবং অতি অল্প। এই জন্য আপনার উচিত, স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব খেয়াল রেখে আল্লাহর কিতাব বেশী বেশী তেলাঅত ক'রে সময়কে কাজে লাগান। অথবা কারো তেলাঅত শুনে সেখানে অবস্থানের প্রত্যেক মুহূর্তকে কাজে লাগান।

২। স্বাভাবিক গতিতে এক পারা কুরআন পড়তে সাধারণতঃ সময় লাগে ২০ মিনিট।

৩। নির্দিষ্ট পরিমাণ ছুটে গেলে, পরবর্তীতে তা পুরো ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

বর্কতময় এই সফরে আপনি কুরআন খতম করুন। আর এ কাজ কঠিন নয়, বরং অতি সহজ। নিম্নের সময়-তালিকা পাঁচ দিনের ভিতরে কুরআন খতম করার পরিকল্পনায় আপনাকে সহযোগিতা করবে ইন শাআল্লাহ।

সময়	তেলাঅতের পরিমাণ
বাদ ফজর	২ পারা
বাদ যোহর	১ পারা
বাদ আসর	১ পারা
মাগরেবের পূর্বে ও পরে	১ পারা
এশা বাদ	১ পারা
সর্বমোট	৬ পারা

পরন্তু যদি আপনি তিন দিনের মধ্যে কুরআন খতম করতে চান, তাহলে এই তালিকার অনুসরণ করতে পারেন ঃ-

সময়	তেলাঅতের পরিমাণ
ফজরের আগে	১ পারা
বাদ ফজর	২ পারা
যোহরের আগে	১ পারা
বাদ যোহর	২ পারা
বাদ আসর	২ পারা
মাগরেবের পূর্বে ও পরে	১ পারা
এশা বাদ	১ পারা
সর্বমোট	১০ পারা

আহবান

প্রিয় পাঠক! আমরা আপনাকে আহবান জানাই এবং তাকীদের সাথে বলি, আপনার বর্কতময় এই সফরে যেন কিছু না কিছু আল্লাহর কালাম হিফ্য হয়ে যায়। যা পরবর্তীতে আপনি স্মরণ করবেন এবং সে স্মরণে তৃপ্তি অনুভব করবেন যে, আপনার এই হিফ্য আল্লাহর পবিত্র ঘরের পাশে বসে হয়েছিল!

আর জেনে রাখুন যে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে, তাঁর নিকট আকুল আবেদন জানালে এবং মনকে সত্য সংকল্পের উপর প্রস্তুত করলে, আপনার জন্য বন্ধ দরজা খুলে যাবে এবং সে রাস্তা সহজ হয়ে যাবে।

হারামে তরবিয়তী সুচিন্তা

১। ভেবে দেখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি কত অনুগ্রহ করেছেন ঃ-
আরামপ্রদ দ্রুতগামী যানবাহন দান করেছেন।
পথে ও হারামে এ পর্যন্ত আপনাকে নিরাপদ ও সুস্থ রেখেছেন।
পানাহার ও বসবাসের জন্য যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন।
হারামের পাশে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বিলাস-বহুল বাসা দান করেছেন।

২। মহানবী ﷺ যে সব দুআ করতেন, তার মধ্যে একটি দুআ এই যে,

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلى طَاعَتِكَ.

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।

হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

হারামে বসে সৎকাজে হৃদয়কে আবর্তন করা বড় সহজ। বিশেষ ক'রে একটু দেরী ক'রে বসলে সেখানে সৎকাজেই হৃদয়-মন আবর্তিত হয়। ফরয নামাযের পর কখনো তেলাঅত, কখনো তওয়াফ, কখনো দর্স, কখনো নফল নামায ইত্যাদিতে মনকে মশগুল করা যায়। হারাম শরীফের ইতিহাস নিয়ে, কা'বাগৃহের আশেপাশে মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের নানা অবস্থা নিয়ে মনের ভিতরে সুচিন্তা করা যায়।

৩। ভেবে দেখুন, কত লোক তওয়াফ করছে, নামায পড়ছে, তেলাঅত করছে, ই'তিকাফ করছে, আল্লাহর কাছে কাঁদছে ও দুআ করছে। কত নেক লোকের সমাগম এখানে, কত নেক আমলের পরিবেশ এখানে! কিন্তু আপনি তাদের থেকে কত দূরে? কত পিছনে পড়ে?

অতএব অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ হন। নেক লোকেদের কাফেলায় মিলিত হতে হিম্মত করুন।

৪। ইসলাম এখানে শিকারকে হত্যা ও চকিত করতে, কাঁটা ও ঘাস তুলে ফেলতে নিষেধ করেছে, যাতে এর মাধ্যমে মুসলিম এই নিষিদ্ধ স্থানের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে। মহান আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (৩২) سورة الحج

অর্থাৎ, এটাই আল্লাহর বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

পক্ষান্তরে যারা এ স্থানেও কোন পাপ করে, তাদের ঈমান কি সবল বলছেন? কক্ষনোই না। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর কোন মর্যাদা তারা রক্ষা করে না। তাদের বুকে আল্লাহরও তা'যীম নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (২৫) سورة الحج

অর্থাৎ, যে ওতে সীমালংঘন করে পাপকার্যের ইচ্ছা করে, তাকে আমি আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি। *(ঐ ২৫ আয়াত)*

কান্না-ভেজা মুনাজাত

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনি কি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন?

❁ এক ব্যক্তি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, জানি না, সে কা'বার দিকে তাকিয়ে আছে, নাকি তওয়াফকারীদের দিকে। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। লোকেরা তার ডানে-বামে পার হয়ে যাচ্ছে, আর সে নিজ মনে কেঁদে যাচ্ছে!

❁ এক ব্যক্তি মেঝেয় কপাল রেখে ছোট শিশুর মত কাঁদছে, আর কি সব বলছে যা বুঝা যায় না।

❁ এক ব্যক্তি তার অশীতিপর বৃদ্ধা মায়ের পাশে বসে কোন বই বা কাগজ দেখে দুআ পড়ছে আর উভয়ের গাল বেয়ে পানির ঝরনা বইছে।

❁ এক মহিলা তার বোরকার ভিতরে দুআ করছে ও ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে।

❁ বৃদ্ধ বাপকে তার ছেলে গাড়িতে ক'রে বয়ে নিয়ে তওয়াফ করছে। বৃদ্ধ আকাশ পানে চেয়ে কাঁদছে আর কাঁদছে।

❁ এক ব্যক্তি তার একটি হাত উপরে তুলে দুআ করছে আর কাঁদছে। তার অপর হাতটি নিচে ঝুলে আছে। কাছে গিয়ে বুঝা গেল, অপর হাতটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত!

❁ এক ব্যক্তি মুলতাযামে বুক লাগিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'হে প্রভু! হে আল্লাহ! আমি অনেক পাপ করেছি....। তোমার ক্ষমাশীলতা অপরিসীম। বড় দয়াবান তুমি। আমি তোমার দরজায় বড় আশা নিয়ে এসেছি। তুমি আমাকে নিরাশ করো না। আমার পাপসমূহকে তুমি ক্ষমা ক'রে দাও।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনি হয়তো মনে মনে প্রশ্ন করবেন, ওরা এত আধ্যাত্মিকতা অনুভব করে, মনের ঈমানী আবেগে অশ্রুধারা বিগলিত

করে। আর আমরা তার কিছুই অনুভব করি না। আমাদের মন যেন পাষাণ। আমাদের ঈমান যেন দুর্বল। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক যেন গাঢ় নয়। দুনিয়ার রঙ-তামাশা আমাদের মনকে যেন উদাসীন ক'রে ফেলেছে। অথবা আমরা যেন কোন বিপদে পড়িনি এবং পড়বও না। আমাদের যেন কোন পাপই নেই!

সুহৃদ পাঠক-পাঠিকা! হৃদয়কে উপস্থিত রেখে, মনে-প্রাণে বিনত হয়ে, দাসত্বের হীনতা অনুভব ক'রে, মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে, আল্লাহর কাছে মুনাজাত ক'রে তৃপ্তি অনুভব করা, কোন অসম্ভব কাজ নয়। এ কাজ আপনার দ্বারাতেও সম্ভব এবং তাতে আপনার মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। তবে তাতে চেষ্টা-চরিত্র অবশ্যই করতে হবে।

পরীক্ষা ক'রে দেখুন। আপনার সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, পালনকর্তা, একমাত্র মা'বূদের সাথে নিরালায় বসে মুনাজাত ক'রে দেখুন। হারামের এমন জায়গায় বসুন, যেখানে আপনাকে কেউ না দেখে অথবা আপনার পরিচিত কেউ না থাকে।

আপনার মোবাইল বন্ধ ক'রে নিন।

বরং দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিন।

এই নির্জনতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিন।

কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করুন।

তওয়াফকারী ইবাদতগুযার মানুষদের ব্যাপারে একটু চিন্তা করুন।

স্মরণ করুন, আপনি কি কষ্টে ছিলেন এবং এখন কত সুখে আছেন। অথবা কি সুখে ছিলেন এবং এখন কত কষ্টে আছেন।

মরণ, কবর ও কিয়ামতকে স্মরণ করুন।

জান্নাত ও তার ইচ্ছাসুখের রাজ্য কল্পনা করুন।

জাহান্নাম ও তার আযাবের ভয়াবহতা খেয়াল করুন।

আল্লাহর কাছে দুআ করুন।

আশা করি, আপনি অবশ্যই অন্য এক দুনিয়ায় পাড়ি দেবেন। সেই দুনিয়ায়, যে দুনিয়ায় পৌঁছে ঐ আর্তরা আর্তনাদ করছে। আকুল আবেদন জানিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাতরত আছে। ইন শাআল্লাহ দেখবেন, আপনার জীবনে কি পরিবর্তন এসেছে! আল্লাহ তথা সৃষ্টির প্রতি আপনার আচরণই পাল্টে গেছে!!

একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত

পবিত্র হারামে নানা দেশ থেকে আরবী-আজমী বহু লোকের সমাগম হয়। আর স্বাভাবিক যে, সেখানে অনেক রকম শরীয়ত-বিরোধী আচরণ ও কাজ নজরে আসবে। এ ক্ষেত্রে 'সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া'র মত ইবাদতকে ভুলে যাবেন না।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না।" *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

সুতরাং হে বর্কতময় সফরের মুসাফির! আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করার গুরুত্ব সর্বকালে সর্বস্থানে প্রায় সমানভাবে জরুরী এবং তার সওয়াবও অনেক। সুতরাং আপনি এই সওয়াবের সুযোগ হেলায় হারিয়ে দেবেন না।

আপনি দেখবেন, অধিকাংশ মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে নিতান্ত মিসকীন ও

জাহেল। দেখবেন, কত মুসলিমের আক্বীদায় কত গলদ! তওহীদ-বিরোধী আক্বীদার আচরণ আপনার নজরে পড়বে। সুন্দর চরিত্র-বিরোধী কত আচরণ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনি হিকমত ও নম্রতার সাথে সংশোধনের পথ গ্রহণ করবেন।

আমার মুসাফির বোনও দেখতে পাবে মহিলাদের মাঝে কত রকমের দ্বীন-বিরোধী আচরণ। সুতরাং তাকেও পালন করতে হবে অনুরূপ দায়িত্ব।

বলা বাহুল্য, যদি মুখে না পারেন, তাহলে সঙ্গে দাওয়াতী বই-পুস্তক ও ক্যাসেট রেখে নিন এবং সেখানে বিতরণ করুন। ইসলামিক গাইডেন্স্ সেন্টার বা কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী পুস্তকালয় থেকে সে-সব প্রচারপত্র সংগ্রহ করুন এবং দাওয়াতের কাজ করুন। আপনার থেকে বেশী ভাল লোক আর কে হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٣٣)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? *(সূরা ফুসসিলাত ৩৩ আয়াত)*

সুযোগের সদ্ব্যবহার

বাড়িতে থাকাকালে হয়তো বা আপনি এমন অবস্থায় থাকেন, যাতে আযানের উত্তর, নামাযের অতিরিক্ত সওয়াব লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন। বর্কতময় এই সফরে হারামের আশেপাশে বাস ক'রে সেই সুবর্ণ সুযোগ যেন আপনার অযথা নষ্ট হয়ে না যায়।

۞ আযান শুনে সওয়াব

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুআয্যিনকে আযান দিতে শুনলে

তোমরাও ওর মতই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেন না, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট অসীলা প্রার্থনা কর; কারণ, অসীলা হল জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি বান্দার জন্য উপযুক্ত। আর আমি আশা রাখি যে, সেই বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ঐ অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) অবধার্য হয়ে যাবে।" *(আহমাদ, মুসলিম ৩৮৪নং প্রমুখ, মিশকাত ৬৫৭নং)*

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। (আযানের পর) রসূল ﷺ বললেন, 'এ যা বলল, অনুরূপ যে অন্তরের একীনের (প্রত্যয়ের) সাথে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ২৪৭নং)*

۞ জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব

২৫ অথবা ২৭ গুণ সওয়াব বেশী হয়। *(সহীহ আবু দাউদ ৫২৪নং)*

একটি হজ্জের সমান সওয়াব লাভ হয়। নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামাআতে কোন ফরয নামাযের জন্য যাবে, তার এ কাজ হজ্জের মত।" *(আহমাদ ২/২১২, আবু দাউদ ২/২৬৩, সহীহুল জামে' ৬৫৫৬নং)*

۞ নামাযের প্রতি যাওয়ার সওয়াব

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশ্তাবর্গ

তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর।' আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

আর আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তাজ্জব যে, লোকেরা এ সব সওয়াবের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন।

۞ জান্নাতের বাগান

হারামে বিশেষ ক'রে ফজর ও মাগরেবের নামাযের পর বেশ কয়েকজন শায়খের দর্স (আরবী ও উর্দুতে) কায়েম করা হয়। এই মজলিস আসলে যিক্রের মজলিস। তাতে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করুন। তাতে আপনার জ্ঞান বর্ধন হওয়ার সাথে সাথে প্রচুর সওয়াবও অর্জন হবে।

۞ এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা।

পবিত্র এই বর্কতময় স্থানে দেখা যায় যে, বহু লোক এক নামায পড়ার পর আগামী নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ মুসাফিরদের জরুরী কাজ থাকে না, সেহেতু এ সুযোগ সত্যই হাতছাড়া করা উচিত নয়। নামাযী যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকবে, ততক্ষণ সে নামাযেই থাকবে। অর্থাৎ, নামায পড়ার মতই সওয়াব লাভ করবে। মহানবী ﷺ বলেন, "...সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(পূর্বোক্ত হাদীস)*

বিশেষ ক'রে মাগরেব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষার জন্য সহজ। সুতরাং স্বল্প এই সময়টুকুতে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখুন এবং কুরআন তেলাঅত ক'রে, যিক্র ও দুআ ক'রে অথবা ইল্মী কোন মজলিসে বসে এশার নামাযের অপেক্ষা করুন।

۞ হারামের এই জায়গায় একই দিনে আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর মত বিভিন্নমুখী কল্যাণকামী হতে চেষ্টা করুন।

একদা মহানবী ﷺ সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা অবস্থায় সকাল করেছে?” আবূ বাক্র رضي الله عنه বললেন, ‘আমি।’ তিনি বললেন, “আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন জানাযার অনুসরণ করেছে?” আবূ বাক্র رضي الله عنه বললেন, ‘আমি।’ তিনি আবার বললেন, “আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন মিসকীনকে খাদ্য দান করেছে?” আবূ বাক্র رضي الله عنه বললেন, ‘আমি।’ তিনি বললেন, “আজ তোমাদের মধ্যে কে কোন রোগী দেখতে গেছে?” আবূ বাক্র رضي الله عنه বললেন, ‘আমি।’ নবী ﷺ বললেন, “এই সকল কাজগুলি যে লোকের মধ্যে একত্রিত হবে, সেই জান্নাত প্রবেশ করবে।” *(মুসলিম ১০২৮নং)*

বলাই বাল্য যে, হারামে প্রায় প্রত্যেক ওয়াক্তে জানাযার নামায পড়া যায় এবং কাছেই আজইয়াদ হাসপাতালে রোগী দেখতেও যাওয়া যায়।

۞ জুমআর নামাযের জন্য সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া।

এ ব্যাপারে বড় ফযীলত বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। আওস বিন আওস সাক্বাফী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়।” *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৮৭ নং)*

সুতরাং মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হলে, তার সওয়াবের কথা কল্পনা করুন।

۞ ওযূ-গোসলের পূর্বে (নামাযের পূর্বে) দাঁতন করা।

۞ হারামের জন্য ভাল কাপড় পরা ও সৌন্দর্য গ্রহণ করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ] {الأعراف: ٣١}

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক মসজিদের জন্য সৌন্দর্য অবলম্বন কর। *(সূরা আ’রাফ ৩১ আয়াত)*

সুতরাং মাসজিদুল হারামের জন্য তা আরো বেশী ক’রে অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেকে এ বিষয়ে গাফলতি প্রদর্শন ক’রে থাকে। সুতরাং কেউ তো শোবার পোশাক পরে, কেউ তো সেই ইহরাম পরেই জুমআহ পড়তে আসে, যে ইহরামে উমরাহ করেছে।

বলা বাহুল্য আপনি সুন্দর বেশভূষার সাথে জুমআর জন্য পবিত্রতম স্থান হারামে আসুন। কেননা, এ হল আল্লাহর সাথে মুনাজাতের জন্য প্রস্তুতি।

۞ সেই সাথে সুন্দর আতর ব্যবহার করুন। সঙ্গে ছেলে থাকলে তাকেও ঐরূপ প্রস্তুত করুন। অবশ্য মেয়ে হলে তাকে সেন্ট্ ব্যবহার করতে দেবেন না।

۞ কোন প্রকারেই যেন নামাযের প্রথম তকবীর ছুটে না যায়। দেখবেন, অনেকে ইকামতের সময় এক কাতার থেকে অন্য কাতারে যেতে যেতে এবং ডানে-বামে তাকাতে তাকাতে প্রথম তকবীর ইমামের সাথে করছে না। আপনি তাদের মত হয়ে বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না।

۞ হারামে অবস্থানরত মুসলিম ভাইদের মনে যে কোনভাবে পারলে আনন্দ সৃষ্টি করুন। যেমন, তার হাতে আতর লাগিয়ে দিয়ে, কাউকে গরীব মনে হলে কিছু দান ক’রে, আপনার পাশে জায়গা দিয়ে ইত্যাদি।

۞ আপনার মুসলিম ভাইদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহশীল হন। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করুন। হাসিমুখে কথা বলুন। ভুল করলে ক্ষমা

করুন। জোর ক'রে কাউকে সরিয়ে জায়গা নেবেন না। কারো ঘাড়-মাথা ধরে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আগে যাবেন না। ইত্যাদি।

۞ হারামের কত দেশের মানুষ আছে। আপনি তাদের পাশে বসে পরিচয় বিনিময় করুন। তাদের হাল-অবস্থা জানার চেষ্টা করুন। যাতে সকলে অন্ততঃ এই পবিত্রতম স্থানে অনুভব করতে পারে যে, প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই।

সচেতন থাকুন

১। ছেলেমেয়ে সঙ্গে থাকলে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে মার্কেটে নিয়ে যান। যাতে তারা এ সফরে আপনার প্রতি বিরক্ত না হয়ে ওঠে।

২। টাকা-পয়সা ও দামী জিনিসের ব্যাপারে সচেতন থাকুন। একান্ত জরুরী জিনিস ছাড়া এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া বেশী বহন করবেন না। (কারণ মক্কাতেও পকেটমার আছে!)

৩। আপনার ছোট ছেলের হাতে দামী ঘড়ি বা মেয়ের হাতে-গলায় অলংকার রাখবেন না। নচেৎ তারা আপনার সঙ্গছাড়া হলে ঘড়ি-অলংকার সহ তাদেরকেও হারিয়ে বসতে পারেন। এ নিরাপদ পবিত্র নগরীতে এত নিরাপত্তার সাথেও চোর-পকেটমারের অভাব নেই!

৪। কোন বিষয়ে ফতোয়ার দরকার হলে টেলিফোন করতে কার্পণ্য করবেন না। হারামের বিভিন্ন জায়গাতে টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে। আরবী না জানলে কোন গাইডেন্স্ অফিসে টেলিফোন ক'রে আপনার সমস্যার সমাধান নিন।

পরোপকারী হন

১। আলমারী থেকে অপরকে কুরআন দিতে এবং তাতে ফিরিয়ে দিতে অন্যের সহযোগিতা করুন।

২। অপরের জন্য যমযমের পানি ঢেলে দিন, বয়ে দিন।

৩। পথভুলাকে পথ বলে দিন, সঙ্গে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিন।

৪। অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের সহযোগিতা করুন। হুইল চেয়ারে বসা লোকদের উঁচু জায়গায় বা সিড়িতে উঠতে সাহায্য করুন।

৫। ফ্ল্যাট বা হোটেল খোঁজার ব্যাপারে অপরের সহযোগিতা করুন।

৬। হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুর সহযোগিতা করুন। তাদেরকে তাদের আপন জায়গায় পৌঁছে দিন অথবা নির্দিষ্ট অনুসন্ধান অফিসে পৌঁছে দিন।

৭। যথাযোগ্যভাবে অভাবী ও গরীব মানুষদের সাহায্য করা।

৮। খেজুর, কফি, চা ইত্যাদি বিশেষ ক'রে রমযান মাসে এবং নফল রোযার দিনগুলিতে (প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার, মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে) ইফতারীর আগে ও পরে বিতরণ করুন। স্মরণ করুন, মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সেই ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১০৬৫ নং)*

৯। সাহ্‌রীর জায়গায় খেজুর বিতরণ করা, বিশেষ ক'রে যোহর ও এশার পরে ক্ষুধার সময়। যাতে সাহ্‌রীকারী সহজে সাহ্‌রী ক'রে নিতে পারে।

হারামের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকারী কর্মীদের সহযোগিতা করুন

পবিত্র মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কাজে আপনিও সহযোগিতা করুন। হারাম-প্রাঙ্গন, শৌচাগার, পানি পান করার জায়গা, প্লাটফর্ম ইত্যাদি পরিষ্কার রাখুন। আপনি দেখবেন যে, অনেকে পানি বা জুস পান ক'রে তার বোতল বা ডিব্বা যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছে।

অথবা কোন জিনিসের প্যাকেট, প্লাস্টিক ব্যাগ ইত্যাদি যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছে বা ছেড়ে রাখছে। এর ফলে সে জায়গা নোংরায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অথচ মহানবী ﷺ আমাদেরকে এক লোকের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন যে, সে রাস্তা থেকে গাছের ডাল সরিয়ে দিলে, মহান আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। *(বুখারী ৬৫২, মুসলিম ১৯১৪নং)*

সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনাকে নিম্নের নির্দেশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি ঃ-

❁ যেখানে সেখানে টিসু-পেপার বা কোন প্যাকেট বা কাগজ না ফেলে নির্দিষ্ট ডাস্‌বিনে ফেলুন।

❁ খেজুরের আঁটি পানির ডিব্বার ধারে-পাশে বা কার্পেটের নিচে না ফেলে ডাস্‌বিনে ফেলুন।

❁ জুতা যেখানে সেখানে না রেখে নির্দিষ্ট তাকে রাখুন।

❁ প্রয়োজনে পানি পান করার পর প্লাস্টিকের গ্লাস নির্দিষ্ট জায়গায় ফিরিয়ে দিন। গ্লাস থেকে পানি যেন মেঝেয় না পড়ে। যেহেতু তাতে পা পিছলে অনেকে পড়ে যেতে পারে।

❁ হারামের পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য মানুষদের অনুভূতির কথা খেয়ালে রেখে খাবার ইত্যাদি নিষিদ্ধ জিনিস নিয়ে হারামে প্রবেশ করবেন না।

ভেবে দেখে উপদেশ গ্রহণ করুন

পবিত্র কা'বাগৃহের যিয়ারতকারী অসংখ্য মানুষদেরকে নিয়ে ভেবে দেখুন, তাদের মধ্যে কত লোক বিকলাঙ্গ, অক্ষম ও দুর্বল রয়েছে। ভেবে দেখুন যে,

১। মহান আল্লাহ আপনাকে কত বড় নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন যে, তিনি আপনাকে সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ দেহের মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন।

২। ঐ সকল মানুষরা পথে তাদের শত অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও এ ঘরের যিয়ারতে উপস্থিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বহু মানুষ আছে, যারা সক্ষম ও সবল হওয়া সত্ত্বেও এ ঘরের যিয়ারত ক'রে প্রচুর সওয়াবের অধিকারী হওয়ার তওফীক লাভ করেনি।

কোন বিকলাঙ্গ বা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এই হাদীস স্মরণ করুন ঃ-

"যে ব্যক্তি কোন বিপন্ন ব্যক্তি দেখে বলবে,

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِه وَفَضَّلَنِيْ عَلى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী অফায্‌য্বালানী আলা কাসীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফয্বীলা।

অর্থঃ- আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

তাকে চিরজীবনের জন্য ঐ বিপদ ও বালা থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তাতে তা যাই হোক না কেন।" *(তিরমিযী ৩৪৩১, ইবনে মাজাহ)*

পরিজনের জন্য উপহার

উপহার ও উপঢৌকন বিনিময় আমাদের জীবনের একটি সুন্দর দিক। এ কাজে উদ্বুদ্ধ ক'রে মহানবী ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, "তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে।" *(সহীহুল জামে' ৩০৪নং)*

পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে উপহার পেশ করাতে আপোসের সৌহার্দ্য ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আর সে উপহার যদি মক্কা মুকার্রামা বা মদীনা নববিয়া থেকে হয়, তাহলে তার মূল্য আরো বেশী হয়, মনে বেশী খুশী আনয়ন করে।

পরিজনের জন্য যে সকল উপহার আপনি নিতে পারেন, তার মধ্যে

যমযমের পানি ও কুরআন মাজীদ সর্বোৎকৃষ্ট। এ ছাড়া দ্বীনী বই-পুস্তক, তেলাঅত ও বক্তৃতার ক্যাসেট, মদীনার খেজুর, মুসাল্লা (জায়নামায), টুপী, রুমাল, আতর, সুরমা, পিল্লু গাছের দাঁতন, হারামায়নের ছবি, বৈধ খেলনা ইত্যাদি।

সতর্কতার বিষয় যে, এমন উপহার নেবেন না, যা শরীয়তে অবৈধ বা বিদআত। যেমন, গান-বাজনার ক্যাসেট, যে গান-বাজনা শুনবে তার জন্য টেপ-রেডিও, পুতুল ইত্যাদি প্রাণীর ছবি বা মূর্তি, তসবীহ-মালা, তাবীয, মক্কা-মদীনার মাটি ইত্যাদি কিনবেন না। না নিজের জন্য এবং না অপরের জন্য। যেহেতু এ হল আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের প্রতিকূল।

সময় অপচয়ের আচরণ

খেয়াল করলে দেখা যায়, এ বর্কতময় সফরে এসে অনেক মানুষ অযথা সময় নষ্ট করে। যেমন,

১। অনেকে হারামেই নামাযের পর মুসাল্লার একদিক গুটিয়ে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে যায়। পরবর্তী নামায পর্যন্ত ঘুমিয়ে মূল্যবান সময় অপচয় ও সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে।

২। বিশেষ ক'রে আসর ও মাগরেবের নামাযের পর অনেক মানুষ সপরিবার অথবা সবান্ধব হারামের চত্বরে গোল বৈঠকে বসে চা-কফি পান করে এবং নানা গল্পে আসর জমায়। অনেক সময় সে গল্প শরয়ী সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাছাড়া হারাম দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মিলনক্ষেত্রও বলা যায়। দূর দূরান্ত থেকে এসে এখানে মিলিত হয় এবং তাতে নানা কথাবার্তা তো হয়ই। ফলে তাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। যে সময়কে কাজে লাগানো প্রত্যেকের উচিত ছিল, উচিত ছিল এমন কাজে ব্যয় করা, যাতে মহান প্রভু সন্তুষ্ট হন।

৩। বেশী বেশী ভ্রমণ করা। বিশেষ ক'রে মহিলা সহ অনেকে এ মার্কেট

সে মার্কেট, এ দোকান সে দোকান, এ হোটেল সে হোটেল, এ পার্ক সে পার্ক, এ প্রদর্শনী মেলা সে প্রদর্শনী মেলা, উপহার কেনার অজুহাতে অথবা মন ফ্রি করার ছলনাতে ঘুরে বেড়ায়। নিঃসন্দেহে তারা বঞ্চিত। এমন পবিত্রতম বর্কতময় জায়গায় বিলাস-বিহারে সময় নষ্ট করা বঞ্চনা নয় তো কি?

৪। হোটেল বা ফ্ল্যাটে বসে থাকা। বাচ্চাদের সাথে খেলতে থাকা, টিভি দেখতে থাকা, পত্র-পত্রিকা পড়তে থাকা, ফালতু কথাবার্তায় মত্ত থাকা অথবা অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে থাকা।

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা

১। থুথু গয়ের ও নাকের সর্দি ঝাড়ার জন্য টিসু-পেপার ব্যবহার করুন এবং নির্দিষ্ট ডাস্‌বিনে তা ফেলে দিন। রাস্তায় থুথু-গয়ের ফেলবেন না। কারণ তাতে যে কোন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি ছড়াতে পারে। তাছাড়া তা সভ্যতা ও পরিচ্ছন্নতা-বিরোধী আচরণও বটে। বিশেষ ক'রে যারা পান-তামাকে অভ্যস্ত তারাই বেশীরভাগ রাস্তা ও সাধারণ জায়গাগুলোকে নোংরা করে থাকে।

২। রাস্তার ধারে বাকী খাবার, খাবারের প্যাকেট, জুসের ডিব্বা বা প্যাকেট, ব্যবহৃত টিসু ইত্যাদি ফেলবেন না।

৩। খাবার আগে ও পরে ভালরূপে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। এ হল ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও সুস্বাস্থ্য-সচেতনতা।

৪। বাথরুম ব্যবহার করাতেও সভ্যতা প্রদর্শন করুন। পানি না ঢেলে বাথরুমে আপনার মল-মূত্র ছেড়ে রাখবেন না। জেনে রাখবেন, রাস্তার মাঝে ও ছায়ায় পায়খানা করলে যেমন লোকের অভিশাপ খেতে হয়, তেমনি বাথরুমে পায়খানা ছেড়ে রাখলেও লোকে অভিশাপ দেয়। সুতরাং সাবধান।

৫। আপনার থাকার জায়গাকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

ফালতু কষ্ট করবেন না

উমরাহ আদায় করতে এসে কিছু লোক ফালতু কষ্ট করে, তাদের ঐ নিষ্ফল কষ্টে অতিরিক্ত কোন সওয়াব হয় না। যেমন ঃ-

১। প্রচন্ড গরম বা ভিড়ের সময় উমরাহ করা। অথচ হাতে সময় থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ঠান্ডার সময় উমরাহ করা যায়।

২। প্রচন্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও উমরাহ করা। অথচ প্রয়োজনমত ঘুমিয়ে নেওয়ার পর উমরাহ করা যায়।

৩। প্রয়োজন মত না ঘুমানো। তাতে শরীর খারাপ হতে পারে। ফলে ইবাদতেও আলস্য সৃষ্টি হতে পারে।

খাদ্য-সংক্রান্ত সুপরামর্শ

১। কোন খোলা খাবার কিনে খাবেন না। ডিব্বাজাত খাবার কিনার আগে তার মেয়াদ-উত্তীর্ণ হওয়ার তারীখ দেখে নেবেন।

২। সর্বদা পেট খালি রেখে আহার করুন। কোন সময়ই ভরপেট খাবেন না। এমন গুরুপাক খাদ্য আহার করবেন না, যা হজম করা সহজ নয়।

৩। তাজা ফল-ফ্রুট খান এবং খাওয়ার পূর্বে তা ভালরূপে ধুয়ে নিন।

৪। বেশী বেশী পানীয় ব্যবহার করুন। পানি, জুস ও পাতলা দই খান।

শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ সতর্কতা

সঙ্গে শিশু ও বৃদ্ধ থাকলে তার যথেষ্ট খেয়াল রাখুন। তাকে নিয়ে বেশী ভিড়ে প্রবেশ করবেন না। ভিড়ের মাঝে কোন সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ হতে পারে। অথবা পড়ে গিয়ে তারা পদপিষ্ট হতে পারে।

দূরে থাকুন

দূরে থাকুন কোন অবৈধ মহিলার প্রতি চোখ তুলে দেখা হতে। যেহেতু এখানে অনেক হতভাগিনী বাসর রাতের কনের মত সেজেগুজে বেড়াতেও আসে।

দূরে থাকুন হোটেলে টিভিতে অবৈধ বিষমাখা ও অশ্লীল চ্যানেল দেখা হতে।

দূরে থাকুন কিছু তওয়াফকারীর ভুল ও আবোল-তাবোল হাস্য উদ্রেককর দুআয় কান দেওয়া হতে।

দূরে থাকুন নামাযের সময় ঘুমিয়ে পড়ে থাকা হতে।

দূরে থাকুন ডান হাতে জুতা ধরা হতে। কারণ, কারো সাথে মুসাফাহাহ করতে হলে অপর পক্ষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা ও খাবারের জন্য ছিল এবং তাঁর বাম হাত ছিল প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘৃণিত জিনিসের জন্য।' *(আহমাদ ৬/২৬৫, আবূ দাউদ ৩৩নং)*

দূরে থাকুন কোন মুসলিমকে নিয়ে, তার বিরল পোশাক ও আকার-আকৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করা হতে।

দূরে থাকুন আপনার জুতা হারিয়ে গেলে (জেনেশুনে) অপরের জুতা গ্রহণ করা হতে। যেহেতু মহানবী ﷺ হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস কুড়াতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম ১০৬১নং)*

বহু জুতার মাঝে আপনার জুতা হারিয়ে গেলে পড়ে থাকা অন্য জুতা নেওয়া আপনার জন্য বৈধ নয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন ২/৯৭৮)*

মোবাইল হতে সাবধান

মোবাইল যন্ত্রের নানা উপকারিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তা অপরের ডিষ্টার্ব ও কষ্টের কারণও বটে। মাসজিদুল হারামেও দেখুন, মোবাইলের হরেক রকম রিং-টন সরবে আপনার তওয়াফ ও নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করছে। পরন্তু আপদ বড় হয় তখন, যখন কোন গান বা মিউজিক বেজে কারো কল আসে! অথচ বিদিত যে, গান-বাজনা হারাম। গান মহিলার কণ্ঠে হলে আরো বেশী হারাম। আবার তা মসজিদের ভিতরে হলে আরো অধিক হারাম। পরন্তু তা হারাম শরীফের ভিতরে হলে আরো বেশী হারাম। আর নামাযের ভিতরে হলে আরো অনেক বেশী হারাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

হারামে মোবাইলের অপব্যবহার দেখা যায় বিভিন্ন ইবাদতে ঃ-

১। নামাযের ভিতরে। ইমাম সাহেব নামাযের প্রথম তকবীর দিয়ে মসজিদ নিঝুম হতেই চারিদিক হতে মোবাইলে হরেক রকম সুরে রিং বাজার শব্দ গুঞ্জিত হয় এবং নামায পরিণত হয় মিউজিকপূর্ণ ইবাদতে! আর এ কথা সত্য যে, যে কল করে, সে জানে না যে যাকে কল করা হচ্ছে সে হারামে আছে অথবা নামাযে আছে। কারণ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নামাযের নির্দিষ্ট সময়েও পার্থক্য আছে।

২। তওয়াফের ভিতরে। এ সময়েও কল এলে তওয়াফকারী রিসিভ ক'রে কথা বলে। কারণ তওয়াফকালে কথা বলা জায়েয। কিন্তু অনেকে এক বা দুই চক্কর মোবাইলে কথা বলেই কাটিয়ে দেয়। তওয়াফকালে ঈমানী আবেগ ও অনুভূতির কথা অপরকে জানায়, কিন্তু তওয়াফের 'রূহ'কে নষ্ট ক'রে দেয়। তার একাগ্রতা, দুআ ও যিক্র বাদ পড়ে যায়।

৩। কুরআন তেলাঅতের সময়। অনেকে তেলাঅতের সময় মোবাইল সামনে রেখে মাঝে মাঝে তার পর্দার উপর এই আশায় নজর ফিরায় যে,

হয়তো বা কোন কল অথবা ম্যাসেজ আসছে। আর এলে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিতে ব্যস্ত হয়ে যায়। এতে তেলাঅতের 'রূহ' ও স্বাদ চলে যায়। আল্লাহর কিতাব কি মোবাইল থেকে বেশী গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়?

সুতরাং যাতে আপনার ও অপরের ইবাদত নষ্ট না হয় এবং দুআ কবুল হওয়ার এই পবিত্রতম জায়গায় আপনি অপরের বদ্দুআর শিকার না হয়ে যান, তার জন্য আমরা আপনার কাছে এখানে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি ঃ-

১। হারামে যাওয়ার আগে মোবাইল বাসায় রেখে যান।

২। হারামে প্রবেশ করার আগে মোবাইল বন্ধ ক'রে নিন।

৩। অথবা কমসে কম সাইলেন্টে রাখুন।

আর জেনে রাখুন যে, এর ফলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি হয়েই থাকে, তাহলে তাই হবে, যা আপনার ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে।

মুনাজাতের কতিপয় মনোনীত দুআ

দুআ কবুল হওয়ার এই জায়গাতে কি দুআ করবেন, সে কথা আপনি নিজেই ভাল জানেন। তবে তা ভাষায় প্রকাশ করা হয়তো আপনার জন্য কঠিন হতে পারে। তাছাড়া সেই প্রার্থনা যদি মহান আল্লাহ বা তাঁর রসূল ﷺ-এর ভাষায় হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা অতি উত্তম। এই জন্য আপনার সুবিধার্থে কতিপয় দুআ তার অর্থ সহ নিম্নে লিখিত হল ঃ-

v ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ سورة البقرة ٢٠١

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২০১ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف : ٢٣]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। *(সূরা আ'রাফ ২৩ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করো। *(সূরা ইব্রাহীম ৪১ আয়াত)*

v ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: ٢٨]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে। আর অনাচারীদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর। *(সূরা নূহ ২৮ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। *(সূরা বাক্বারাহ ১২৭ আয়াত)*

v ﴿وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨]

অর্থাৎ, আমাদেরকে ক্ষমা কর। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ঐ ১২৮ আয়াত)*

v ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء﴾ [إبراهيم: ٤٠]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর। *(সূরা ইব্রাহীম ৪১ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ [الممتحنة: ٥]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মুমতাহিনাহ ৫ আয়াত)*

v ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি -আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি তোমার পছন্দমত সৎকাজ করতে পারি। আর তুমি নিজ করুণায় আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ দাসদের শ্রেণীভুক্ত করে নাও। *(সূরা নাম্‌ল ১৯ আয়াত)*

v ﴿لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]

অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না। আর তুমি তোমার নিজ করুণায় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। *(সূরা ইউনুস ৮৫-৮৬ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজের তরফ থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর এবং আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। *(সূরা কাহফ ১০ আয়াত)*

v رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طه: ١١٤)

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। *(সূরা ত্বাহ ১১৪ আয়াত)*

v رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে। *(সূরা মু'মিনূন ৯৭-৯৮ আয়াত)*

v رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (المؤمنون: ١١٨)

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(ঐ ১১৮ আয়াত)*

v سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥) لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থাৎ, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে। আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না,

যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৫-২৮৬ আয়াত)*

v رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (سورة آل عمران ٨)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। *(সূরা আলে ইমরান ৮ আয়াত)*

v رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (١٩٢) رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (آل عمران ١٩٤)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে দোযখে প্রবেশ করাবে, তাকে নিশ্চয় লাঞ্ছিত করবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যসমূহ গোপন কর এবং মৃত্যুর পর

আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে মিলিত কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দান কর। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। *(ঐ ১৯১-১৯৪ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর। *(সূরা ফুরক্বান ৭৪ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحشر : ١٠]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। *(সূরা হাশ্‌র ১০ আয়াত)*

v ﴿رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف : ٤٧]

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারীদের সঙ্গী করো না। *(সূরা আ'রাফ ৪৭ আয়াত)*

v **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.**

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিন না-রি

অআযাবিন না-র, অফিতনাতিল ক্বাবরি অআযাবিল ক্বাবর, অশার্রি ফিতনাতিল গিনা অশার্রি ফিতনাতিল ফাক্বর। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল। আল্লাহুম্মাগসিল ক্বালবী বিমাইস সালজি অল-বারাদ। অনাক্বি ক্বালবী মিনাল খাত্বায়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবয়্যাযা মিনাদ দানাস। অবা-ইদ বাইনী অবাইনা খাত্বায়ায়া কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল-মাগরিব। আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল কাসালি অল-মা'সামি অল-মাগরাম।

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দোযখের ফিতনা ও দোযখের আযাব হতে, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব হতে, ধনবত্তার ফিতনার মন্দ হতে ও দারিদ্র্যের ফিতনার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি কানা দাজ্জালের ফিতনার মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার হৃদয়কে বরফ ও করকির পানি দিয়ে ধুয়ে দাও। আমার অন্তরকে পাপসমূহ হতে পরিষ্কার কর; যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার কর। তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আলস্য, পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি। *(বুখারী, মুসলিম ৫৮৯নং)*

v **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আঊযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাবর, অ আঊযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল, অ আঊযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহয়্যা অ ফিত্‌নাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয়

প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম, নাসাঈ ১৩০৯, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৯৮ পৃঃ)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ مِنَ الْمَغْرَمِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল মা'সামি অ মিনাল মাগরাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি।

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(নাসাঈ ১৩০৬নং)*

v اَللّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْراً.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই য়্যাসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো। *(আহমদ, হাকেম)*

v اَللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِّيْ، اَللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَّ يَبِيْدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْفَدُ وَلاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلى لِقَائِكَ، فِيْ غَيْرِ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বিইলমিকাল গাইবা অক্বুদরাতিকা আলাল খালক্ব, আহয়িনী মা আলিমতাল হায়্যাতা খাইরাল লী, অতাওয়াফফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী। আল্লা-হুম্মা অ আসআলুকা

খাশয়্যাতাকা ফিল গাইবি অশ্‌শাহা-দাহ। অ আসআলুকা কালিমাতাল হাক্বি অলআদলি ফিল গায্বাবি অররিয়্বা। অ আসআলুকাল ক্বাসদা ফিল ফাক্বরি অলগিনা। অ আসআলুকা নাঈমাল লা য়্যাবীদ। অ আসআলুকা ক্বুর্‌রাতা আইনিল লা তানফাদু অলা তানক্বাতি'। অ আসআলুকার রিয্বা বা'দাল ক্বাযা-', অ আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মাউত। অ আসআলুকা লায্‌যাতান নাযারি ইলা অজহিক, অশ্‌শাওক্বা ইলা লিক্বা-ইক, ফী গাইরি য্বার্রা-আ মুয়্বির্রাহ, অলা ফিতনাতিম মুয়্বিল্লাহ। আল্লা-হুম্মা যাইয়িন্না বিযীনাতিল ঈমান, অজ্‌আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানে এবং সৃষ্টির উপর শক্তিতে আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ জীবনকে আমার জন্য কল্যাণকর জান এবং আমাকে মৃত্যু দাও যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ! আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি চাই, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে সত্য ও ন্যায্য কথা চাই, দারিদ্র ও ধনবত্তায় মধ্যবর্তিতা চাই, সেই সম্পদ চাই, যা বিনাশ হয় না। সেই চক্ষুশীতলতা চাই, যা নিঃশেষ ও বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্য-মীমাংসার পরে সন্তুষ্টি চাই, মৃত্যুর পরে জীবনের শীতলতা চাই, তোমার চেহারার প্রতি দর্শন-স্বাদ চাই, তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা চাই, বিনা কোন কষ্ট ও ক্ষতিতে, কোন ভ্রষ্টকারী ফিতনায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুন্দর কর এবং আমাদেরকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত কর। *(নাসাঈ ১৩০৮, আহমাদ৪/ ৩৬৪)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং

তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান। *(বুখারী, মুসলিম)*

৭ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّه عَاجِلِه وَآجِلِه مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِيْ رُشْداً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ'জিলিহী অ আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম। অ আউযু বিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম, অ আসআলুকাল জান্নাতা অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ আমাল। অ আউযু বিকা মিনান্না-রি অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ আমাল। অ আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা আবদুকা অ রাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আউযু বিকা মিন শার্রি মাসতাআ-যাকা মিনহু আবদুকা অরাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আসআলুকা মা ক্বাযাইতা লী মিন আমরিন আন তাজআলা আ-ক্বিবাতাহু লী রুশ্দা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয়, তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি। *(আহমাদ ৬/ ১৩৪, ত্বায়ালিসী)*

৭ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আউযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৮)*

৭ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুস্‌নি ইবা-দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আবু দাউদ ২/৮৬, নাসাঈ ১৩০২)*

৭ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্দুনয়্যা অ আযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে

পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী ৬/৩৫)*

v اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْر.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়াবুল গাফূর।

অর্থঃ- আল্লাহ গো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবাগ্রহণকারী, বড় ক্ষমাশীল। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬০৩ নং)*

v اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। *(মুসলিম ১/৫৬৪)*

v اَللُّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আস্‌লিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইস্‌মাতু আমরী, অ আস্‌লিহ লী দুন্‌য়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্‌লিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্। অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্র্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর কর, যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর, যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর, যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর। *(মুসলিম ৪/২০৮৭)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্‌দুন্‌য়্যা অলআ-খিরাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহ-পরকালে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩/ ১৮০)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুক্বা অলআফা-ফা অলগিনা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হিদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৪/২০৮৭)*

v اَللّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা মুস্বার্রিফাল কুলূবি স্বার্রিফ কুলূবানা আলা ত্বা-আতিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। *(মুসলিম ৪/২০৪৫)*

v يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلى دِيْنِكَ.

উচ্চারণঃ- ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবি সাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।

অর্থঃ- হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(সহীহুল জামে' ৬/৩০৯)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَـــذَابِ الْقَبْـــرِ،

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَّ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَّ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ لَهَا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্যি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অ আযা-বিল ক্বাব্র্। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফ্সী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা', অমিন ক্বালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজা-বু লাহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনম্র হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কবুল হয় না। *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)*

v أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْه.

উচ্চারণঃ- আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূমু অ আতূবু ইলাইহ্।

অর্থঃ- আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮২, আবূ দাউদ ২/৮৫)*

v اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া,

ফা'ফু আন্নী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৭০)*

v اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী খাত্বীআতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লা-হুম্মাগফির লী হাযলী অজিদ্দী অখাত্বাঈ অআম্‌দী, অকুল্লু যা-লিকা ইন্দী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামী, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে। *(বুখারী ১১/ ১৯৬)*

v اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা অতাহাউবুলি আ-ফিয়াতিকা অফাজআতি নিক্বমাতিকা অজামী-ই সাখাত্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক প্রতিশোধ এবং যাবতীয় ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ২৭৩৯নং)*

v اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি সামঈ, অমিন শার্রি

বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসা-নী, অমিন শার্রি ক্বালবী, অমিন শার্রি মানিইয়্যী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ ২/৯২, সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৬৬, সহীহ নাসাঈ ৩/ ১১০৮)*

v اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন জাহদিল বালা-ই অদারাকিশ শাক্বা-ই অসূইল ক্বাযা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি। *(বুখারী ৭/ ১৫৫, মুসলিম ২৭০৭নং)*

v اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ قَائِماً وَّاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ قَاعِداً وَّاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ رَاقِداً، وَّلاَ تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَّلاَ حَاسِداً. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহফাযনী বিল ইসলা-মি ক্বা-ইমা, অহফাযনী বিল ইসলা-মি ক্বা-ইদা, অহফাযনী বিল ইসলা-মি রা-ক্বিদা। অলা তুশ্মিত বী আদুউওয়াঁউ অলা হা-সিদা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন কুল্লি খাইরিন খাযা-ইনুহু বিয়্যাদিক, অ আঊযু বিকা মিন কুল্লি শার্রিন খাযা-ইনুহু বিয়্যাদিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইসলামের সাথে দন্ডায়মান, উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার উপর কোন শত্রু ও হিংসুককে হাসায়ো না। আল্লাহ গো! অবশ্যই আমি তোমার নিকট প্রত্যেক সেই কল্যাণ হতে প্রার্থনা করছি, যার ভান্ডার তোমার হাতে এবং প্রত্যেক সেই অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ভান্ডারও তোমারই হাতে। *(হাকেম ১/৫২৫, সহীহুল জামে' ২/৩৯৮, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৪০নং)*

v اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি অগালাবাতিল আদুউবি অশামা-তাতিল আ'দা-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ঋণ ও শত্রুর কবল এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাচ্ছি। *(সহীহ নাসাঈ ৩/ ১১১৩)*

v اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্সাদা-দ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট (সকল বিষয়ে) হেদায়াত ও সঠিকতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৪/২০৯০)*

v اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالِيْ وَوَلَدِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَنِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আকসির মা-লী অঅলাদী অবা-রিক লী ফীমা আ'ত্বাইতানী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং যা কিছু আমাকে দিয়েছ তাতে বর্কত দান কর। *(বুখারী ৭/ ১৫৪)*

v رَبِّ أَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِراً، لَّكَ ذَاكِراً، لَّكَ رَهَّاباً، لَّكَ مِطْوَاعاً، إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوَّاهاً مُّنِيْباً، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

উচ্চারণঃ- রাব্বি আইন্নী অলা তুইন আলাইয়্যা, অনসুরনী অলা তানসুর আলাইয়্যা, অমকুর লী অলা তামকুর আলাইয়্যা, অহদিনী অয়্যাসসিরিল হুদা ইলাইয়্যা, অনসুরনী আলা মান বাগা আলাইয়্যা। রাব্বিজআলনী লাকা শা-কিরাল লাকা যা-কিরা, লাকা রাহহা-বাল লাকা মিত্বওয়া-আ, ইলাইকা মুখবিতান আউওয়া-হাম মুনীবা। রাব্বি তাক্বাব্বাল তাউবাতী,

অগসিল হাউবাতী, অআজিব দা'ওয়াতী, অসাব্বিত হুজ্জাতী, অহদি ক্বালবী, অসাদ্দিদ লিসা-নী, অস্‌লুল সাখীমাতা ক্বালবী।

অর্থঃ- হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমার জন্য ছলনা কর এবং আমার বিরুদ্ধে ছলনা করো না। আমাকে হিদায়াত কর আর আমার জন্য হিদায়াতকে সহজ করে দাও। যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ, তোমাকে স্মরণকারী ও ভয়কারী, তোমার একান্ত অনুগত, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী, কোমল হৃদয় বিশিষ্ট এবং সতত তোমার প্রতি অভিমুখী বানিয়ে নাও। প্রভু গো! তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ ধৌত কর, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমার হুজ্জতকে মজবুত কর, আমার হৃদয়কে পথ দেখাও, আমার ভাষাকে মার্জিত কর এবং আমার অন্তরের ময়লাকে দূর করে দাও। *(আবূ দাউদ ২/৮৩, সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৭৮)*

v **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الأَسْقَامِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাস্বি অলজুনূনি অলজুযা-মি অমিন সাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবূ দাউদ ২/৯৩, সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮৪, সহীহ নাসাঈ ৩/ ১১১৬)*

v **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ. وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ. وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الأَسْقَامِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজ্‌যি অলকাসালি

অলজুব্‌নি অলবুখলি অলহারামি অলক্বাসওয়াতি অলগাফলাতি অলআইলাতি অযযিল্লাতি অলমাস্কানাহ। অ আউযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলকুফ্‌রি অলফুসূক্বি অশশিক্বা-ক্বি অননিফা-ক্বি অসসুমআতি অররিয়া-'। অ আউযু বিকা মিনাস স্বামামি অলবাকামি অলজুনূনি অলজুযা-মি অলবারাস্বি অসাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, স্থবিরতা, কঠোরতা, ঔদাস্য, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা এবং দীনতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট অভাব-অনটন, কুফরী, ফাসেকী, বিরোধিতা, কপটতা এবং (আমলে) সুনাম ও লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর আমি তোমার নিকট বধিরতা, মূকতা, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবল এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহুল জামে' ১/৪০৬)*

v **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আব্দুকা অবনু আব্দিকা অবনু আমাতিক, না-স্বিয়াতী বিয়্যাদিক, মা-যিন ফিইয়্যা হুকমুক, আদলুন ফিইয়্যা ক্বাযা-উক, আসআলুকা বিকুল্লিস্‌মিন হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আউ আন্‌যালতাহু ফী কিতা-বিক, আউ আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালক্বিক, আবিস্তা'সারতা বিহী ফী ইলমিল গাইবি ইন্দাক; আন তাজআলাল কুরআ-না রাবীআ ক্বালবী অনূরা স্বাদরী অজালা-আ হুযনী অযাহা-বা হাম্মী।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার

বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(মুসলিম, আহমদ ১/৩৯১)*

v **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.**

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুয্নি অল আজ্যি অল কাসালি অল বুখ্লি অল জুব্নি অ য্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী)*

v **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ'মা-লি অলআহওয়া-ই অলআদওয়া-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৪, সহীহুল জামে' ১২৯৮-নং)*

v **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَّ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِيْ إِلى حُبِّكَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খাইরা-তি অতার্কাল মুনকারা-তি অহুব্বাল মাসা-কীন, অআন তাগফিরা লী অতারহামানী, অইযা আরাত্তা ফিতনাতা ক্বাউমিন ফাতাওয়াফ্ফানী গাইরা মাফতূন। অ আসআলুকা হুব্বাকা অহুব্বা মাঁই য়্যুহিব্বুকা অহুব্বা আমালিঁই য়্যুক্বার্রিবুনী ইলা হুব্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট সৎকর্ম করার ও অসৎ কর্ম ত্যাগ করার প্রেরণা এবং দীন-হীনদের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। আর চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। আর যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে বিনা ফিতনায় মরণ দিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা ও তার ভালোবাসা যে তোমাকে ভালোবাসে এবং সেই কর্মের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে তা প্রার্থনা করছি। *(আহমাদ ৫/২৪৩, সহীহ তিরমিযী ২৫৮-২নং, হাকেম ১/৫২১)*

v **اَللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিইয্যাতিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আন তুয্বিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূতু অলজিন্নু অলইনসু য়্যামূতূন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমারই উপর ভরসা রেখেছি, তোমারই প্রতি অভিমুখ করেছি এবং তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি। হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার ইজ্জতের অসীলায় পানাহ চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমিই সেই

চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আর দানব ও মানব সকলে মৃত্যুবরণ করবে। *(বুখারী ৮/ ১৬৭, মুসলিম ২৭১৭নং)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَالْهَدَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغاً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাত্ তারাদ্দী অলহাদামি অলগারাক্বি অলহারাক্ব, অ আউযু বিকা আঁই য়্যাতাখাব্বাত্বানিয়াশ্ শাইত্বা-নু ইন্দাল মাউত্। অ আউযু বিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা। অ আউযু বিকা আন আমূতা লাদীগা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে (চাপা) পড়া, ডুবে ও পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুকালে শয়তানের স্পর্শ থেকে, তোমার পথে (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে মরা থেকে এবং সর্পদষ্ট হয়ে মরা থেকেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবু দাউদ ২/৯২, সহীহ নাসাঈ ৩/ ১১২৩)*

v اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী যামবী অঅসসি' লী ফী দা-রী অবা-রিক লী ফী রিযক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার গৃহ প্রশস্ত কর এবং আমার রুযীতে বর্কত দাও। *(আহমদ ৪/৬৩, সহীহুল জামে' ১২৬৫)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায্বলিকা অরাহমাতিক, ফাইন্নাহু লা য়্যামলিকুহা ইল্লা আন্ত্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ও করুণা ভিক্ষা করছি। যেহেতু একমাত্র তুমিই এ সবের মালিক। *(মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/ ১৫৯, সহীহুল জামে' ১২৭৮নং)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সায্ য্বাজী-'। অ আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বা-নাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খিয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর। *(আবু দাউদ ২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/ ১১১২)*

v اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুক্বনী অ আ-ফিনী, আউযু বিল্লা-হি মিন য্বাইক্বিল মাক্বা-মি য়্যাউমাল ক্বিয়ামাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, হিদায়াত কর, রুযী দাও এবং নিরাপত্তা দাও। আমি আল্লাহর নিকট কিয়ামতে অবস্থানক্ষেত্রের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। *(সহীহ নাসাঈ ১/৩৫৬, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২২৬)*

v اَللّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمُرِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজআল আউসাআ রিযক্বিকা আলাইয়্যা ইন্দা কিবারি সিন্নী অনক্বিত্বা-ই উমুরী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যে ও মৃত্যুর সময় তোমার অধিকতম ব্যাপক রুযী দান করো। *(হাকেম ১/৫৪২, সহীহুল জামে' ১২৫৫নং)*

v اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলক্বিল্লাতি অয্যিল্লাহ, অ আউযু বিকা মিন আন আযলিমা আউ উযলাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যাতে আমি অত্যাচার না করি ও অত্যাচারিত না হই। *(আবূ দাউদ*

২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১১,সহীহুল জামে' ১২৭৮ নং)

v اَللّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফায্‌লিকা আম্মান সিওয়া-ক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(সহীহ তিরমিযী ৩/১৮০)*

v اَللّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তি অরাব্বাল আরযি অরাব্বাল আরশিল আযীম। রাব্বানা অরাব্বা কুল্লি শাই, ফা-লিক্বাল হাব্বি অন্নাওয়া, অমুনায্‌যিলাত তাউরা-তি অলইনজীলি অলফুরক্বান। আউযু বিকা মিন শার্রি কুল্লি যী শার্রিন আন্তা আ-খিযুন বিনা-স্বিয়াতিহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই, অআন্তাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই, অআন্তায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাই, অআন্তাল বা-ত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাই, ইক্বযি আন্নাদ্‌ দাইনা অআগনিনা মিনাল ফাক্বর।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে আকাশ মন্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি-- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই

আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও। *(মুসলিম ৪/২০৮৪)*

v اَللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ وَآمِنْ رَوْعَتِيْ وَاقْضِ عَنِّيْ دَيْنِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাস্তুর আউরাতী অআ-মিন রাউআতী অক্বযি আন্নী দাইনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীয় ত্রুটিকে গোপন কর,ভয় থেকে নিরাপত্তা দাও এবং আমার তরফ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। *(সহীহুল জামে' ১২৬২ নং)*

v اَللّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইন, অ আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের উপর সোপর্দ করে দিয়ো না এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মা'বুদ নেই। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৩৩৮৮নং)*

v اَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন য়্যাউমিস সূ-ই অমিন লাইলাতিস সূ-ই অমিন সা-আতিস সূ-ই অমিন স্বা-হিবিস সূ-ই অমিন জা-রিস সূ-ই ফী দা-রিল মুক্বা-মাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত,

মন্দ সময়, অসৎ সঙ্গী এবং স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/ ১৪৪, সহীহজামে' ১২৯৯নং)*

v **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْـبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন জা-রিস সূ-ই ফী দা-রিল মুক্বা-মাহ, ফাইন্না জা-রাল বা-দিয়াতি য়্যাতাহাউওয়াল।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাচ্ছি, যেহেতু অস্থায়ী আবাসস্থলের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে। *(হাকেম ১/৫৩২, নাসাঈ ৮/২৭৪, সহীহুল জামে' ১২৯০নং)*

v **اَلـلّـهُمَّ فَـقِّـهْـنِيْ فِي الدِّيْـنِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ফাক্বক্বিহনী ফিদ্দীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর। *(বুখারী ১/৪৪, মুসলিম ৪/ ১৭৯৭)*

v **اَللّهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْماً.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মানফা'নী বিমা আল্লামতানী অ আল্লিমনী মা য়্যানফাউনী অযিদনী ইলমা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইল্‌ম আরো বৃদ্ধি কর। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৪৭)*

v **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً وَّأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআ, অ আঊযু বিকা মিন ইল্‌মিল লা য়্যানফা'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট উপকারী শিক্ষা প্রার্থনা করছি এবং যে শিক্ষা কোন উপকারে আসে না, সে শিক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৭)*

v **اَللّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيْلَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরা-ঈলা অ মীকা-ঈলা অরাব্বা ইসরা-

ফীল, আঊযু বিকা মিন হার্রিন না-রি অমিন আযা-বিল ক্বাব্‌র্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহ নাসাঈ ৩/ ১১২ ১, সহীহুল জামে' ১৩০৫নং)*

v **اَللّهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلى مَنْ يَّظْلِمُنِـيْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِيْ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বিসামঈ অবাস্বারী অজ্‌আলহুমাল ওয়া-রিসা মিন্নী, অনসুরনী আলা মাঁই য়্যাযলিমুনী অখুয মিনহু বিসা'রী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা উপকৃত কর এবং মরণ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রাখ। যে আমার উপর অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার নিকট থেকে আমার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮৮, সহীহুল জামে' ১৩১০নং)*

v **اَللّهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْناً وَّأَمِتْنِيْ مِسْكِيْناً وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহয়িনী মিসকীনাঁউ অ আমিতনী মিসকীনাঁউ অহশুরনী ফী যুমরাতিল মাসা-কীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দীন-হীন করে জীবিত রাখ, দীন-হীন অবস্থায় মরণ দিও এবং দীন-হীনদের দলে আমার হাশর করো। *(সহীহুল জামে' ১২৬১নং)*

v **اَللّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা কামা হাস্‌সান্তা খাল্‌ক্বী ফাহাস্‌সিন খুলুক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর। *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১৩০৭নং)*

v **اَللّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اَللّهُـمَّ مَتِّعْنَـا**

بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশ্য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মাআ-স্বীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাসা-ইবাদ দুন্য়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অক্বুউওয়াতিনা মা আহয়াইতানা, অজআলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। অজআল সা'রানা আলা মান যালামানা, অনসুরনা আলা মান আ-দা-না, অলা তাজআল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্য়্যা আকবা-রা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।

অর্থঃ - আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী ৩৪৯৭নং)*

সুসমাপ্তি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনি অবশ্যই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উমরাহ করেছেন। আশা করি, মহান আল্লাহ আপনার উমরাহ কবুল ক'রে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সুতরাং এখন আপনার উচিত, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে জীবন-খাতার নতুন পাতা খোলা। বর্কতময় এই সফরের পর আপনার জীবনে পরিবর্তন আসুক। সকল পাপ থেকে তওবা করুন। যে মন্দ কাজ করতেন, তা বর্জন করুন এবং যে ভাল কাজ করতেন না, তা করতে শুরু করুন। আগামীতে সৎশীল জীবন-যাপন করতে সংকল্পবদ্ধ হন। সেই পুণ্য কতই না সুন্দর, যা পাপের পর করা হয় এবং পাপকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। আর সেই পুণ্য তুলনামূলক আরো সুন্দর, যা কোন পুণ্যের পর করা হয়।

যদি আপনার জীবনে অনুরূপ পরিবর্তন আসে, তাহলে তা আপনার উমরাহ কবুল হওয়ার নিদর্শন ইন শাআল্লাহ।

আর খবরদার এ ধোঁকায় থাকবেন না যে, আপনার উমরাহ আপনার সমস্ত পাপকে মোচন ক'রে দিয়েছে। সুতরাং আপনি সেই হালেই থাকবেন, যে হালে পূর্বে ছিলেন। কক্ষনো না। বরং আপনি আপনার হৃদয়ে আল্লাহর তওহীদকে সঞ্জীবিত করুন। বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত ও সৎকাজ করুন। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন।

সবশেষে আপনাকে আল্লাহর দায়িত্বে ও হিফাযতে রেখে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমরা তাঁর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাই। তিনি যেন সকলের নিকট থেকে নেক আমল কবুল করে নিন এবং তা তাঁর নিজের জন্য বিশুদ্ধ করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাস্থল।

আমরা প্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আশা করব, অদৃশ্যে থেকে

আমাদের জন্য নেক দুআ করতে ভুলে যাবেন না। পুস্তিকাটিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি পেলে আমাদেরকে তা জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা আপনার কৃতজ্ঞ হব ও আপনার জন্য দুআ করব।

আবারও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের হৃদয় ও আমল সংশোধন করুন এবং আমাদেরকে তাঁর নেক বান্দাদের দলভুক্ত করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা কবুলকর্তা।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ٠

বিনীত
আল-মাজমাআহ ইসলামিক সেন্টারে কর্মরত
আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই সকল
শা’বান ১৪২৬হিঃ
অনুবাদঃ রবিউস সানী ১৪৩০হিঃ